www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬–২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ২১ ফাল্গুন – ২৭ ফাল্গুন, ১৪২২ ঃ ৫ মার্চ – ১১ মার্চ, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 19, 5 March - 11 March, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

টাইম মেশিনে ভোট দুনিয়ায়
ছয়ের পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আসিক আহমেদ নামে এক পলিটেকনিক ছাত্রকে

জঙ্গি সন্দেহে বর্ধমান থেকে আটক করল এনআইএ। আসিকের বাড়ি হুগলির ধনেখালিতে। ১৯ বছরের এই তরুণ নাকি আইএসএর হয়ে কাজ করত।

রবিবার : বেলঘরিয়ার পর এবার বাসন্তী এক্সপ্রেসওয়ে। চায়ের

দোকানে বসে থাকা ৫ জনকে রাত নটা নাগাদ পিষে মেরে ফেলল একটি লরি। পাগলাহাটের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে যায় চায়ের দোকানে।

সোমবার : আন্দামান সাগরে সাবমেরিন নিয়ে নজরদারি চালাচ্ছে

চিন। পাঠানো হচ্ছে যুদ্ধ জাহাজ। চিনের মতলব কি? সিঁদুরে মেঘ দেখছে ভারত।

মঙ্গলবার : গরিবের বাজেট পেশ করে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন অরুণ জেটলি। ধনীদের উপর কর চাপিয়ে বরাদ্দ বাড়িয়েছেন কৃষি

ক্ষেত্রে। তবে এতেও না পসন্দ বিরোধীদের। এমনকি সর্বহারার প্রতিনিধি বামেরাও সোচ্চার বিরোধিতায়।

বুধবার : ভারতে জঙ্গি কার্যকলাপের পাশাপাশি যেভাবে দেশদ্রোহিতা বাড়ছে তাতে খতিয়ে

দেখা হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনটি।

বৃহস্পতিবার : পরপর শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানকে হারিয়ে বাংলাদেশ এশিয়া কাপের ফাইনালে। মুখোমুখি ভারতের। পদ্মাপারের এই সাফল্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বাংলার আকাশ। যদিও বাংলাদেশ ক্রিকেট

দল এরকম ধূমকেতুর মতো উঠে এসেছে এর আগেও। রাখতে পারেনি ধারাবাহিকতা।

শুক্রবার : চলে গেলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক প্রবীন রাজনীতিক নেতা বামফ্রন্টের

অন্যতম প্রবক্তা অশোক ঘোষ। প্রতি নববর্ষে নিয়ম করে সাংবাদিকদের সঙ্গে গেট টুগেদার করার প্রথা ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসের দপ্তরে কে করবে সেটাই দেখার।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

মে মাসেই ভাগ্যগণনা

নিজস্ব সংবাদদাতা: ২০১১ সাল। মে মাসের ১৩ তারিখ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা। এর ঠিক এক সপ্তাহ পরে ২০ মে ঐতিহাসিক শপথ নিয়েছিল রাজ্যের পরিবর্তনের সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তাঁর মন্ত্রীরা পদযুগলে রাজভবন থেকে রাইটার্স গিয়েছিলেন। আর সৌজন্যের খাতিরে রাজভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন সদ্য পরাজিত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং বামফ্রন্টের তৎকালীন মুখিয়া বিমান বসু। সেখান থেকে আলিমুদ্দিনে কার্যত ল্যান্ড করেছিল বিধ্বস্ত বিমান। কালচক্রে সেই মে মাসেই আবারও রাজ্যের ভাগ্যগণনা। ৬ দফা নির্বাচনের পর ১৯ মে হবে ভোটগণনা। গতবার ছিল ৩৪ বছরের সরকারের অবসান পর্ব। এবার শাসক হিসেবে প্রথম পরীক্ষা দিতে চলেছে মমতার সরকার। অশান্ত অসমে দুদফায় ভোট, তামিলনাড়ু–পুদুচেরিতে এক দফায় ভোট, অথচ বাংলায় ছ দফা ভোটের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল নেত্রী। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছেন নেত্রী। কমিশনের সিদ্ধান্তে বেজায় ক্ষুব্ধ মমতা।

ভোট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি এবং সর্বোপরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত প্রার্থী তালিকা তুলে ধরা হল পাঠক সমীপে।

জল্পনার অবসান। পশ্চিমবঙ্গ সহ ৫ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচনী আচরণ বিধি লাগু শুক্রবার থেকেই। পশ্চিমবঙ্গে ভোটার সংখ্যা ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ। এছাড়া তামিলনাড়ু, কেরল, পুদুচেরি, অসমেও ভোট। মোট ৮২৪টি আসনে বিধানসভা ভোট।

রাজ্যে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ৭৭ হাজার ২৪৭। এবার ভোটেও থাকবে নোটা। ইভিএম–এ থাকবে প্রার্থীর ছবি। পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের সমস্ত বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। প্রতি জেলায় ৫ কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক থাকবে।

এবারও ইভিএম–এ থাকবে নোটা বোতাম।

ভোটারদের নিরাপত্তায় ফ্লাইং স্কোয়াড, মোবাইল ফোর্স থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গে ছ দফায় ভোট গ্রহণ

- পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ হবে দুদিনে, প্রথম দফা ৪ এপ্রিল, ১৮টি আসনে ভোট
- প্রথম পর্যায়ের পরের দফা হবে ১১ এপ্রিল, ৩১টি আসনে ভোট
- পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে ১৭ এপ্রিল, ৫৬টি আসনে ভোট
- তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে ২১ এপ্রিল, ৬২টি আসনে ভোট
- চতুর্থ দফার ভোটগ্রহণ হবে ২৫ এপ্রিল, ৪৯টি আসনে ভোট
- পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ হবে ৩০ এপ্রিল, ৫৩টি আসনে ভোট
- ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণ হবে ৫ মে, ২৫টি আসনে ভোট
- সমস্ত রাজ্যে ভোটগণনা ১৯ মে।

খোদ কলকাতায় ২দিনে ভোট

২১ এপ্রিল, ৩০ এপ্রিল কলকাতায় ভোট

২১ এপ্রিল–চৌরঙ্গী, বেলেঘাটা, এন্টালি, জোড়াসাঁকো

২১ এপ্রিল–শ্যামপুকুর, মানিকতলা, কাশীপুর–বেলগাছিয়া

৩০ এপ্রিল–টালিগঞ্জ, বেহালা, মহেশতলা, বজবজ, বন্দর

৩০ এপ্রিল– ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ, মেটিয়াবুরুজ

২৫ এপ্রিল–বিধাননগর, দমদম, রাজারহাট

এবার নজর দেওয়া যাক তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায়, যা নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরে পরেই সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন দলীয় সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্যাশা মতোই কারাবাসে থেকেও প্রার্থী হচ্ছেন মদন মিত্র।

কলকাতা: নির্বাচনী দামাম বেজে চাওয়ার পর কালীঘাট থেকে তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা করলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিধানসভার আগে উত্তপ্ত হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা

কুনাল মালিক : ইতিমধ্যেই বিধানসভা নির্বাচনের তৎপরতা শুরু হয়েছে রাজ্য জুড়ে। তৃণমূল কংগ্রেসকে ধাক্কা দিতে কংগ্রেস সিপিএম ইতিমধ্যেই জোট বাধার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বিজেপিও বসে নেই। তারাও বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন ভোটকে অবাধ করার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে পাঠিয়েছে। অন্যদিকে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হবার জন্য দলের অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের শক্ত দুর্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় শাসক দলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বও প্রকাশ্যে আসায় দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কপালে ভাঁজ দেখা দিয়েছে। জেলা গোয়েন্দা সূত্রের খবর এবার বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলায় হিংসার ঘটনা সহ প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। সেই মর্মে রাজ্য স্বরাষ্ট্রদপ্তরকে জেলা গোয়েন্দা দফতর রিপোর্টও পেশ করেছে। বিশেষ করে ভাঙর, রায়দিঘি, ক্যানিং, গোসাবা, বাসন্তী, ডায়মন্ডহারবার, মন্দিরবাজার, কুলতলি, সাতগাছিয়া এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে প্রবল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। তৃণমূল এখানে তৃণমূলেরই প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে।

ভাঙর, ক্যানিং, বাসন্তী এলাকা একদা লাল দুর্গ ছিল। সে সময় সিপিএমের হার্মাদবাহিনী এসব এলাকায় তৃণমূল সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলকে বেড়ে উঠতে দেয়নি। পালা বদলের পর একদা বামপন্থীরা তৃণমূলে ভিড়েছে। আদি ও নব্য তৃণমূলের মধ্যে সংঘাত সম্প্রতি বেড়ে গিয়েছে। বিশেষ করে ভাঙড় এবং ক্যানিংএ। গোয়েন্দাসূত্রের খবর নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের যেমন আশঙ্কা আছে তেমনি সিপিএম–কংগ্রেস জোটের সঙ্গে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষ হতে পারে। বিশেষ করে গোসাবা ও বাসন্তী এলাকায় এখন সিপিএম ও আরএসপি কর্মী ও সমর্থকরা পদ্মফুলের দিকে চলে গিয়েছে।

অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র মজুত হয়েছে। দক্ষিণ শহরতলির কলকাতা লাগোয়া বিধানসভা এলাকাতেও চোরা পথে অস্ত্র ঢুকছে বলে খবর আছে। পুলিশ প্রশাসন ইতিমধ্যেই বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে নেমে পড়েছে। নির্বাচন কমিশনও এই জেলায় বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে।

অবশেষে স্বীকৃতি ভগবানজি–ই নেতাজি

বিশেষ প্রতিনিধি : অবশেষে ২০১৩ সালের ৩১ জানুয়ারি এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চের নির্দেশ পালিত হতে চলেছে। গত সপ্তাহ থেকে অযোধ্যার 'রাম কথা সংগ্রহশালায়' সংরক্ষিত হতে চলেছে ফৈজাবাদের রামভবনে প্রাপ্ত 'ভগবানজি'র যাবতীয় জিনিসপত্র। নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান মনোজ মুখার্জি তথ্যচিত্র সাক্ষাতকারে জানিয়েছিলেন ভগবানজি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন এবং এ ব্যাপারে তিনি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। ভগবানজির যাবতীয় জিনিসপত্র বৈজ্ঞানিকভাবে সংরক্ষিত হবে এবং তা কিছুদিনের মধ্যেই দেশবাসী দেখতে পারবেন নেতাজির অজ্ঞাত জীবনের ইতিহাস। ঐতিহাসিক এই ঘটনাটি বাংলার গণমাধ্যম দৃষ্টিকটূভাবে উপেক্ষা করলেও আলিপুর বার্তার দৃষ্টি এড়ায়নি। মুখার্জি কমিশনে অজস্র নথি, নানা প্রামাণ্য তথ্য ও সাক্ষী স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছিল যে, তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যানের বক্তব্য ১০০ শতাংশ সঠিক। আগামী দিনে আলিপুর বার্তায় ভগবানজির নানা প্রামাণ্য নথি আমরা পাঠকদের জন্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময়ে তুলে ধরব।

ভুল স্বীকার–মোবাইল নির্ভরতা সিপিএমের ভোট স্ট্র্যাটেজি

নিজস্ব সংবাদদাতা : পথে এবার নামো সাথী, পথেই হবে পথ চেনা, শ্রমিক কৃষক ধরো হাতিয়ার, সামনে কঠিন লড়াই, শ্রমিকের রক্ত, কৃষকের রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ। এসব শ্লোগান এখন আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। যাঁরা এই রক্তগরম করা শ্লোগান দিতেন তারা স্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছেন। লড়াই সংগ্রাম ঝেড়ে–ঝুড়ে এদেশের বামেরা এখন সংসদীয় গণতন্ত্রের চকোলেটে মাখামাখি। তার উপর ক্ষমতার ক্রিম। গদি পেতে তাই বামেরা নীতি–আদর্শ বিসর্জন দিয়ে এক সময়ের চরম শত্রু 'বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল' কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধতে মরিয়া। কারণ ক্ষমতাহীন পাঁচ বছরে তারা বুঝেছে গত নির্বাচনের চরম দুর্দিনে যে কটা আসন পেয়েছিল সেগুলোও ধরে রাখা সম্ভব নয়। ক্ষমতার পথে এখন আর সাম্রাজ্যবাদ বাধা নয়। একমাত্র বাধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে আগামী নির্বাচনে বাম নেতৃত্ব ভোট পরিচালনার নানা কৌশল খুঁজতে ব্যস্ত, সঙ্গে ভুল স্বীকার। বিধানসভা নির্বাচনে ভোট লুট রুখতে এবার কর্মীদের মোবাইল ব্যবহারের ওপর জোর দিলেন সিপিএম নেতৃত্ব। বুথ দখল, বুথ জ্যাম বা কর্মীরা আক্রান্ত হলে তৎক্ষণাৎ মোবাইলের মেসেজ বা হোয়াটসঅ্যাপ পাঠাতে হবে নেতৃত্বকে। এই মেসেজ বা ছবি সিপিএম নেতৃত্ব পাঠিয়ে দেবে নির্বাচন কমিশনকে। রবিবার কাকদ্বীপ বিধানসভা এলাকার নেতা–কর্মীদের নিয়ে একটি বৈঠকে এই বার্তা দিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা জেলা সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী। এই বৈঠকে অন্যতম বক্তা ছিলেন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা সাংসদ মহম্মদ সেলিম।

কাকদ্বীপের একটি সিনেমাহলে ভিড়ে ঠাসা কর্মীদের উদ্দেশ্যে সুজন বলেন, 'গত লোকসভা নির্বাচনে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস অনেক জায়গায় বুথ দখল, বুথ জ্যাম করে ভোট লুট করেছে। অনেক কর্মীকে আবার ভোটকেন্দ্রে আসার আগে শাসকদলের হামলার মুখে পড়তে হয়েছে। কিন্তু সব তথ্য আমরা ঠিকমত পায়নি। এবার কোনমতে ভোট লুট করতে দেওয়া যাবে না। প্রত্যেক বুথকর্মীকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রত্যেককে মোবাইলের ব্যবহার রপ্ত করে নিতে হবে। ভোট লুট রুখতে পারলেই আমাদের জয় নিশ্চিত।'

অন্যদিকে দল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া দলীয় কর্মী–সমর্থকদের কাছে গিয়ে ভুলত্রুটি স্বীকার করে নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে সেলিম বলেন, 'সরকারে থাকার সময় আমাদের অনেকের চাল, চলনে ভুল হয়ে থাকতে পারে। এখনও অনেক কর্মী ভুল বুঝে মুখ ফিরিয়ে আছেন বামেদের থেকে। তাঁদের কাছে যান, ভুল স্বীকার করে নিন। এবং এই কঠিন লড়াইয়ে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। আমাদের বিশ্বাস পুরনো দিনের বন্ধু, সমর্থকরা রাজ্যের এই অন্ধকার সময়ের অবসান চাইছেন।' শিল্প ও কর্মসংস্থান নিয়ে বর্তমান সরকারকে বিঁধে সেলিম বলেন, 'গত পাঁচ বছর ধরে শুনছি রাজ্যে শিল্প হচ্ছে। কিন্তু কোথায় হচ্ছে, কারা কাজ করছেন কিছুই জানা যাচ্ছে না। একটা ভাঁওতাবাজ সরকার ধোঁকা দিয়ে চলে গেল বেকার যুবক–যুবতীদের। পাশাপাশি টেট, স্কুল সার্ভিস পরীক্ষার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন তৃণমূলের নেতা–কর্মীরা।'

শিকেয় আন্দোলন সংগ্রাম

সারদা সহ চিটফান্ড নিয়ে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে সেলিম বলেন 'সারদা কেলেঙ্কারিতে সিবিআই তদন্ত হচ্ছে। তদন্তকারীরা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ছেন। জানতে চাইছেন বহু মূল্যবান ছবিটির শিল্পী কে? সারদা–সহ সব চিটফান্ডের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি দিতেই হবে। কেউ পার পাবেন না? সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিয়ে বর্তমান সরকারকে বিঁধে সেলিম বলেন, গত পাঁচ বছরে সংখ্যালঘুদের শুধু ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর একশ শতাংশ কাজ করে দেওয়ার বুলি আউড়েছেন। কিন্তু সংখ্যালঘুরা পরিস্থিতি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন তাঁদের অভিজ্ঞতায়।'

ভর্তুকি কমলো গ্যাসে, শুল্ক বৈষম্যে বেআইনি বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার ১ মার্চ থেকে সস্তা হল। কলকাতায় এদিন থেকে রান্নার ভর্তুকিবিহীন গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৬১.৫৪ টাকা কমে যাওয়ার ফলে চলতি মার্চ মাসে যে সমস্ত গ্রাহক রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার ডেলিভারি পাবেন, তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভর্তুকি খাতে গত ফেব্রুয়ারি মাসের তুলনায় কম টাকা আসবে। চলতি মার্চ মাসে ভর্তুকি বাবদ গ্রাহকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সিলিন্ডার প্রতি ১১৯.৮৭ টাকা আসবে। কলকাতায় বর্তমানে ভর্তুকিযুক্ত গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৪১৯.২৬ টাকা। আর ভর্তুকিবিহীন সিলিন্ডারের দাম ৫৪১ টাকা। প্রসঙ্গত, বর্তমানে দেশের প্রায় ১৫ কোটি রান্নার গ্যাস গ্রাহক বছরে, ভর্তুকিতে ১২টি সিলিন্ডার পান। সিলিন্ডার নেওয়ার সময় গ্রাহকদের ভর্তুকিবিহীন দর দিয়ে তা কিনতে হয়। প্রসঙ্গত, ২০১৪–'১৫ অর্থবর্ষে এলপিজি ভর্তুকি খাতে ভারত সরকারকে যেখানে ৪০,৫৫১ কোটি টাকা দিতে হয়েছে, সেখানে চলতি অর্থবর্ষে আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়মের দাম কমায় এই খাতে সরকারকে গত অর্থবর্ষের তুলনায় অর্ধেকেরও কম অর্থ গ্রাহকদের ভর্তুকি হিসাবে দিতে হবে।

অন্যদিকে, এক অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্টে প্রকাশ গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে 'অন্তর্শুল্ক' ও 'সীমাশুল্ক' একই রকম করার কথা বলা হয়েছে। দু'রকম হওয়াই যতো সমস্যার মূল কারণ। বর্তমানে ১৪.২ কিলো ওজনের গার্হস্থ্য ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডারে কোনও অন্তর্শুল্ক নেই। অথচ, একই ওজনের বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে আট টাকা অন্তর্শুল্ক রয়েছে। আবার একইভাবে ১৪.২ কিলো ওজনের গার্হস্থ্য ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডারে কোনও সীমাশুল্ক (আমদানিশুল্ক) নেই। অথচ, একই ওজনের বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে পাঁচ শতাংশ আমদানি শুল্ক দিতে হয়। আর শুল্ক ক্ষেত্রে এই বড়োসড়ো বৈষম্যের ফলে ভর্তুকিযুক্ত গ্যাস সিলিন্ডার থেকে গ্যাস বের করে অন্য কাজে ব্যবহার করার বেআইনি কারবার কিছু অসাধু মানুষ চালাচ্ছে। প্রসঙ্গত, এলপিজি ৫, ১৪.২ এবং ১৯ কিলো সিলিন্ডারে বিক্রি করা হয়।

সরকারি উদাসীনতায় ধুঁকছে মুচিশা নার্সারি শিল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ এবং বিষ্ণুপুর–২ নং ব্লকের মাঝামাঝি মুচিশাকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার বিঘা জমিতে নার্সারি শিল্পকে অবলম্বন করে কয়েক লক্ষ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করছে। কিন্তু এই নার্সারি শিল্পের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা থাকায় এবং সরকারি সাহায্য সহযোগিতার পরিকাঠামোর অভাবে শিল্পের প্রসার ঘটেনি। বজবজ–২ এবং বিষ্ণুপুর–২ নং ব্লকের অন্তর্গত উমেদপুর, মহামায়াপুর, মোহনপুর, আড়িয়াপাড়া, ইটালি, বৃন্দাবনপুর, ধনচেচবড়িয়া, হাউড়ী, মুচিশা, খাসটিকা, চন্দনদহ, রামচন্দ্রপুর এলাকায় কয়েক হাজার পরিবার ওতপ্রোতভাবে নার্সারি শিল্পের সঙ্গে জড়িত। এখানকার মাটি খুব উর্বর হওয়ায় অর্নামেন্টাল এবং ফুল ও ফলের গাছগাছালি খুব ভাল হয়। মুচিশা অঞ্চল থেকে প্রতিদিন ট্রাক ট্রাক গাছ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যাচ্ছে। এমনকি এখানে এখন উন্নত মানের অর্কিডও উৎপাদন হচ্ছে। বড়বড় ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে চারা ও দানা এনে এখানে উৎপাদন করছেন। সাউথ ২৪ পরগনা ওয়েস্ট জোন হর্টিকালচারাল সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক চিন্ময় সাউ জানালেন, আমাদের এখানে নার্সারি শিল্পের মূল সমস্যা লেবার। তারপর সেচের সমস্যা আছে। ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষাকালে বাগানে জল জমে যায়। চাষিদের জন্য কোনও সরকারি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। মাটি পরীক্ষার কোনও ল্যাবরেটরি নেই। বিপণন ব্যবস্থা নেই। ব্যাঙ্ক থেকে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা লোনের সুবিধা পান না। সম্প্রতি মুচিশায় এসেছিলেন ইন্ডিয়ান নার্সারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পি সুব্রহ্মমনিয়াম। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের লোক, তিনি জানান তাঁর রাজ্যে নার্সারি শিল্পে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। জমি কনভারসেশনের ক্ষেত্রেও ন্যূনতম চার্জ নেওয়া হয়। অথচ মুচিশায় নার্সারি শিল্পের এত উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকলেও সরকারি কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ে না। চিন্ময়বাবু বলেন, অতিবৃষ্টিতে ধান চাষিরা ক্ষতিপূরণের টাকা পায়। কিন্তু আমরা পাই না। চিন্ময় সাউ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন আমরা বারবার চেষ্টা করেছি স্থানীয় জন প্রতিনিধি নেতাদের মাধ্যমে এলাকার বিধায়কদের সঙ্গে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে কিন্তু কেউ সেভাবে সহযোগিতা করছে না।

সাতগাছিয়ার বিধায়ক সোনালী গুহ এই প্রসঙ্গে বলেন, আমি শীঘ্রই এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে সংগঠনের লোকজন ও চাষিদের সঙ্গে কথা বলব।

নতুন তেজি কি শুরু হচ্ছে?

ফের বুলদের দখলে ভারতীয় শেয়ার বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

বেশ কিছুদিন বেয়ারদের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার পর আবারও বুল রাজ শুরু ভারতীয় বাজারে। গত মঙ্গলবার থেকে বিদেশিরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতের বাজারে ক্রেতার ভূমিকা নিয়েছে তাতে আশায় বুকে বাধা যেতেই পারে। অন্ততপক্ষে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাজার বিশেষজ্ঞরা তাই মনে করছেন। যে সব অপারেটর বা ব্রোকিং হাউস রয়েছে তারাও পর্যন্ত বলছেন এবার হয়তো অর্থ বাজারের মোর ঘুরে গেল। এই দৌড় দীর্ঘস্থায়ী হবে। ঘর পোড়া গরু ট্রেডাররা অবশ্য এখনও অনেক সন্দেহ পোষণ করছেন মনে। তাদের বক্তব্য, আপাতত এই বাজার কিছুটা এগোলেও কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো একটা চিন বা উত্তর কোরিয়া থেকে আসা খারাপ খবর বাজারের গতিকে স্তব্ধ করে দেবে। তবে এর মধ্যে বেশ কিছু শেয়ার যারা অনেকটাই পড়ে গিয়েছিল তাদের দাম বেড়েছে ব্যাপকভাবে। তাতে লাভ হয়নি সাধারণ ট্রেডারদের। কারণ অনেকেই যে গত বছর ফেসে গিয়েছেন অনেক উচু উচু দামে।

মার্কিন দুনিয়ায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তার প্রভাব অনেকসময় খুব গুরুতরভাবে প্রকট হয় ভারত এবং অন্যান্য দেশের শেয়ার বাজারে। আমেরিকা ছাড়াও ইউরোপ এবং এশিয়ার পুঁজিপতি দেশের নড়াচড়ার ওপরেও ভারতীয় আর্থিক বাজার কিছুসময় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আসলে এর নাম বিশ্বায়ন। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। এখন অর্থনীতির মোড়কে দুনিয়ার তামাম দেশ নিজেদের মধ্যে এক অদ্ভুত যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। সেই নব্বইয়ের দশক থেকেই এই ধারা চলে আসছে। যার মধ্যে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গিয়েছে ভারতের নামও। শেয়ার বাজার সবসময় সন্ধান করে কিছু উপাদানের, যা কখনও নেতিবাচক আবার কখনও বা ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে থাকে। কারণ খবর বা উপাদানের নিয়মিত যোগান ছাড়া বাজার এগোতে পারেনা কখনওই। এই উপাদান একাধারে মার্কিন মুলুক থেকে ইউরোপ–হয়ে নানাভাবে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নতশীল মঞ্চে বড় প্রভাব ফেলে থাকে। তবে সবসময় এইসব বিদেশের খবরাখবরের দিকে ভারতীয় অর্থনীতি বা অর্থবাজার তাকিয়ে থাকেনা। সেখানে অনেকসময় জায়গা করে নেয় ভারতের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমাচার। এইরকম উদাহরণ আছে ভুরিভুরি। ভারতের নিফটি এবং সেনসেক্সের ওপর এর প্রভাব মারাত্মক আকারে ঘনীভূত হয়েছে বারংবার।এবার যদিও বিদেশের খারাপ খবর ভারতের বাজারের ওপর বেশি প্রভাব ফেলেছে। ভারতের পরিস্থিতি ভালো থাকায় অবশেষে বিদেশিরা এদেশের বাজারে কেনা শুরু করেছেন।

ভারতের যেসব বিষয় সরাসরি বাজারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বা প্রভাবিত করে থাকে তার মধ্যে প্রথমেই নজরে আসবে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্ব। উল্লেখ সেবার দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ, যাকে ইউপিএ–২ বলেই চিনে থাকেন ভারতবাসী। কেন্দ্রে যে স্থায়ীভাবে কোনও সরকার আসতে চলেছে তা বোঝা যাচ্ছিল ভোট গণনার এক–দুদিন আগে থেকেই। নিফটি এবং সেনসেক্স উভয়ই উর্দ্ধমুখ ধারণ করেছিল। তাও গণনার ঠিক প্রাক মুহূর্তে নিফটি দাঁড়িয়েছিল ৩৬০০–র কাছাকাছি। কেউ ভাবতেই পারেনি যে এখান থেকে বাজার পরেরদিন অর্থাৎ সোমবার বিশাল একটা উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছাবে। সেই অবাস্তব ঘটনাই স্বপ্নের মতো বাজারে উত্তোলিত হয়। শনিবার গণনা শেষে দেখা যায় যাবতীয় অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ফের মনমোহন সিং গঠন করতে চলেছেন দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার। তফাতের মধ্যে যাতে সামিল হতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস। আগেরবারের জোটসঙ্গী সিপিএম তথা বামপন্থীরা পরমাণু ইস্যুকে (খায় না মাথায় মাখে কেউ জানে না) সামনে রেখে চলে যায় ইউপিএ–২–এর বৃত্তের বাইরে। যদিও বামেদের এই বেরিয়ে যাওয়া শেয়ার বাজারকে খুশি করেছিল (তখনও বোঝা যায়নি বামেদের বদলে সমর্থক হিসেবে আবির্ভূত তৃণমূল বামেদের থেকেও গোড়া বা কট্টর বাম)। যাক মনমোহন সিংয়ের এই ফিরে আসার নেপথ্যে বাজার রীতিমতো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে রেকর্ড তৈরি করে সেদিন নিফটি এবং সেনসেক্স চলে যায় বিশাল এক উচ্চতায়। ভারতীয় বাজারে প্রথমবারের জন্য ডবল বাইং ফ্রিজ শব্দের উৎপত্তিও ঘটে একসঙ্গে। যে নিফটি আগের দিন ছিল ৩৬০০–র ঘরে তা চলে যায় ৪৭০০–র ঘরে। বলাইবাহুল্য এই প্রবল ইতিবাচক ভারতীয় উপাদানে সমৃদ্ধ খবরের জেরে একইসঙ্গে ভারতীয় শেয়ার বাজারের মন্দা বা রিশেসনের বন্ধাত্ব থেকেও মুক্তি পায়। উল্লেখ্য এর আগে পতনের ক্রমাগত ধাক্কায় ভারতীয় নিফটি চলে গিয়েছিল ২২০০ এবং সেনসেক্স আট হাজারের কাছে পিঠে। সেদিক থেকেও বলা চলে ভারতীয় বাজার রাহুমুক্ত হয় ওই বিশেষ ট্রেডিং–এর দিনে। কোনও বিদেশি খবরের জেরে নয় নিখাদ ভারতীয় ঘটনাবলী এভাবে বাজারকে চাঙ্গা করেছে এই উদাহরণ হয়তো খুব বেশি মিলবে না।

অর্থনীতি

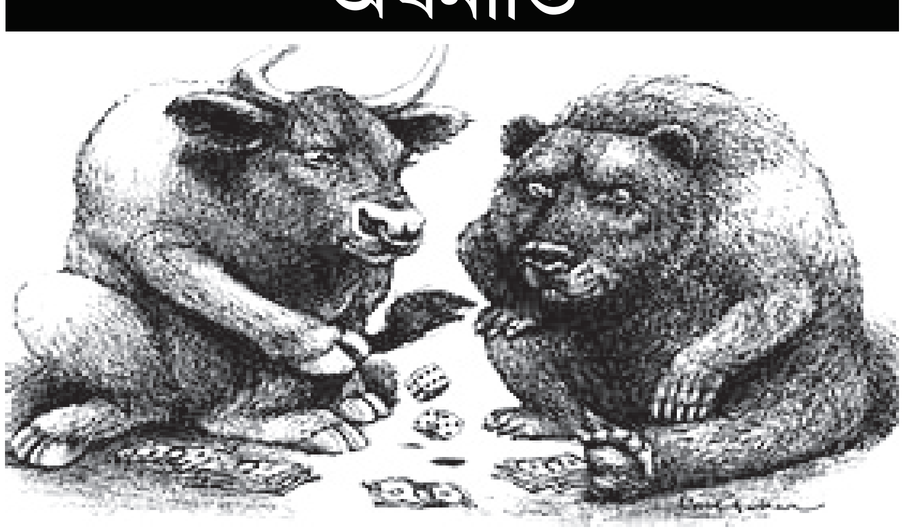

ভারতীয় বাজারের ওই ঐতিহাসিক দিনটির কাছাকাছি যদি রাখা যেতে পারে তাহলে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গত বছরের মে মাসে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ–র নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করা। জোটবদ্ধভাবে ভোটে লড়াই করলেও মোদির ক্যারিশ্মায় বিজেপি একাই গরিষ্ঠতা পায় এই নির্বাচনে।যার রেশ এখন অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে। মনমোহন সিং দ্বিতীয় ইউপিএ গঠনের সময় ভারতীয় বাজার যদি আর্থিক মন্দা থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে মোদির এই বর্ণময় আবির্ভাবে ভারতীয় বাজার নয়া বুল রানের সূচনা করেছিল।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজনের কিছু বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত ভারতীয় বাজারকে ইতিবাচক রসদ যোগাচ্ছে। জানুয়ারিতে সকলকে চমকে দিয়ে রঘুরাম যখন সুদের হার কমান পয়েন্ট ২৫ বেসিস তখন বাজার ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। সেইসময় ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্স খুবই নিচের দিকে চলে গিয়েছিল। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইতিবাচক পদক্ষেপ বাজারকে টেনে তোলে অনেকটাই। ফের বুলেদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় ভারতীয় শেয়ার বাজার। তবে গত বছর মার্চেই দ্বিতীয়বারের জন্য সুদের হার ফের আরও একদফা পয়েন্ট ২৫ বেসিসে কমালে প্রথমে বাজার দারুণ সাড়া দিলেও তারপর থেকেই বাজারে একটা পতন দেখা যায়। যদিও বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে বাজার আগেই বুঝতে পেরেছিল মুদ্রাস্ফীতি কমে আসায় সুদের হার ফের কমবে। তাছাড়া বাজেট পর্বও শেষ।

এই আলোচনায় একটা অংশ অবশ্য না তুলে ধরলে লেখাটাই ঠিকমতো উত্থাপিত হবে না। তা হল বর্তমান সরকারের অরুণ জেটলির হয়ে যেমন ব্যাট ধরতে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাননীয় গভর্নরকে তা কিন্তু রঙ্গরাজন গভর্নর থাকার সময় একেবারেই পাননি গত ইউপিএ সরকারের অর্থমন্ত্রী চিদম্বরম। জেটলি যে সংস্কারের পথ ধরেছিলেন সেই একই রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন চিদম্বরমও। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং তৎসংলগ্ন মূল্যবৃদ্ধির অজুহারে তখনকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নর একেবারেই সাহসী হননি। তবে ক্রুড অয়েলের তৎকালীন বেড়ে থাকা অবশ্য এক্ষেত্রে চিদম্বরমের পরিকল্পনাকে ব্যাহত করেছে। অথচ সেই পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমের দেখানো পথে হেঁটেই কিন্তু প্রগতির ফসল কুড়াচ্ছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

উপসংহারে একটি বিদেশি খবরের উপাদান নিয়ে আলোচনা না করলে লেখাটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তা হল আমেরিকার প্রধান ব্যাঙ্ক ফেড কবে সেদেশে সুদের হার বাড়াবে না কমাবে এটার থেকেও ভারতের বাজারের কাছে এখন বিদেশি বাজারের স্থিতি অনেক মূল্যবান। শেষ খবর অনুযায়ী ভারতের বাজারে বিদেশিরা ফের হাজার হাজার কোটি টাকার কেনা শুরু করেছেন। যা নিঃসন্দেহে বুলদের বুক চওড়া করে তুলবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৫ মার্চ – ১১ মার্চ, ২০১৬

মেষ : শরীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। অনেকে কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে শুভ। সঞ্চয়ে বাধা।

বৃষ : পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ লক্ষিত হয়।

মিথুন : গৃহে আত্মীয় সমাগম ঘটবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ফল ভাল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। বুদ্ধির জোরে আপনি অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। এবং আপনার সুনাম যশ বজায় থাকবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট : মনের উচ্চ আশাগুলি একে একে পূরণ হবে। চাকুরীর স্থলে উন্নতির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। বাধা মতই আসুক লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে । চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ।

সিংহ : অনেক চেষ্টা করেও শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। যাঁরা গান বাজনা নিয়ে আছেন তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ নয়। অর্থনৈতিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন না। সঞ্চয়ে বাধা। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

কন্যা : প্রেম–প্রীতির দিকে অগ্রসর না হওয়াই ভালো, গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বাধা আসবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। ভ্রমণের যোগ।

তুলা : মানসিক চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় ক্ষতি। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে মিল মিশ হবে। বেকারত্বের অবসান হবে। পিতার আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শরীরের প্রতি যত্নবান হউন। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ভালভাবে করবে সমর্থ হবেন।

বৃশ্চিক : মনের মধ্যে সবসময় একটা অশান্তি ভোগ করবেন। একটু ধৈর্য্য ধরুন। প্রত্যেকটি কাজ মন দিয়ে করার চেষ্টা করুন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। ধর্মের দিকে মন আকৃষ্ট হবে। তীর্থ ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

ধনু : শরীর আপনার ভাল যাবে না। খাওয়া–দাওয়ায় খুব সাবধান থাকতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হবেন। গৃহে অশান্তি না হলেও শান্তিও থাকবে না। খুব বুদ্ধি করে ধৈর্য্য ধরে চললে কিছুটা শান্তি বজায় থাকবে। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না।

মকর : দায়িত্ব কর্তব্যের কাজে আপনি পিছুপা হবেন না। আপনার ধৈর্য শক্তিকে প্রশংসা করতেই হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন।

কুম্ভ : বুদ্ধির ভুলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অন্যের কথায় কান দেবেন না।

মীন : মাথা গরম না করে একটু ধৈর্য্য ধরে চলুন অবশ্যই উন্নতি হবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা আসবে। ধর্মীয় বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারে

১২০৪ উচ্চমাধ্যমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২০৪ জন কৃষিপ্রযুক্তি সহায়ক নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ। যে–কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক তরুণ–তরুণীরা আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন।

বয়স : ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৪, বিসিপ্রার্থীরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য লিখিত পরীক্ষা হবে।

বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৯০০ টাকা। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbssc.gov.in ৯ মার্চ থেকে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। দরখাস্ত করা যাবে তথ্যমিত্র কেন্দ্রগুলি থেকেও। নিকটবর্তী তথ্যমিত্র কেন্দ্রের খোঁজ পেতে ফোন করতে পারেন এই টোল ফ্রি নম্বরে : ১৮০০৪১৯০৫০।

এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। আগ্রহী প্রার্থীদের অবগতির জন্য আগাম এই নিয়োগের খবর জানানো হল।

ইন্ডিয়ান অয়েলে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯৫জন তরুণ–তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন। অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১/১৯৭৩ (সময়ানুসারে সংশোধিত) অনুসারে এক থেকে তিন বছরের ট্রেনিং হবে বিভিন্ন ট্রেডে। ট্রেনিং হবে সংস্থার বঙ্গাইগাঁও রিফাইনারিতে। ট্রেনিং চলাকালিন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই ট্রেনিংয়ের বিজ্ঞপ্তি নম্বর BGR/T&D/01/Appr–2016.

ট্রেড অনুসারে আসন— কোড এ১ : অ্যাটেন্ডান্ট অপারেটর (কেমিক্যাল প্ল্যান্ট): ২৫টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৬)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি। ফিজিক্স, অঙ্ক ও কেমিস্ট্রি নি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি পড়ে থাকতে হবে।

ট্রেনিংয়ের মেয়াদ : দেড় বছর।

কোড এ২ ফিটার : ১০টি (সাধারণ ৭, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছরের আইটিআই কোর্স পাশ।

ট্রেনিংয়ের মেয়াদ : এনসিভিটি স্বীকৃত কোর্স করেছেন যাঁরা তাঁদের ক্ষেত্রে এক বছর এবং এসসিভিটি স্বীকৃত কোর্স করেছেন যাঁরা তাদের ক্ষেত্রে দু'বছর।

কোড এ৩ : বয়লার : ৫টি (সাধারণ ৪, ওবিসি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএসসি। ফিজিক্স, অঙ্ক ও কেমিস্ট্রি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট পড়ে থাকতে হবে। **ট্রেনিংয়ের মেয়াদ :** তিন বছর।

কোড এ৪ : টেকনিশিয়া অ্যাপ্রেন্টিস (কেমিক্যাল) : ২৫টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা : কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যালস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা।

ট্রেনিংয়ের মেয়াদ : এক বছর।

কোড এ ৫ : টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস (মেকানিক্যাল) : ১৫টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৬)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যালস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা।

ট্রেনিংয়ের মেয়াদ : এক বছর।

কোড এ৬ : টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস (ইলেক্ট্রিক্যাল) : ১০টি (সাধারণ ৭,তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ইলেক্ট্রিক্যাল সঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা। **ট্রেনিংয়ের মেয়াদ :** এক বছর।

কোড এ৭ : টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস (ইনস্ট্রুমেন্টেশন) : ৫টি (সাধারণ ৪, ওবিসি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা। **ট্রেনিংয়ের মেয়াদ :** এক বছর।

সবক্ষেত্রেই প্রার্থীকে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৬ তারিখে ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ২ ঘন্টার লিখিত পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.iocl.com পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

দরখাস্তের ভরা খামের ওপর যে ট্রেড বা শাখার জন্য দরখাস্ত করছেন, তার নাম লিখে দেবেন। ৭ মার্চের মধ্যে ডাকে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : Chief Manager (MS, T&D), T & D Section, India Oil Corporation Ltd. Bongaigaon Refinery, P.O. Dhaligaon, Dist. Chirang, Assam, PIN–783385.

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

- এক কপি স্বপ্রত্যায়িত পাসপোর্ট মাপের ফটো। এটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দিতে হবে।
- শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিড কার্ডের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- তফসিলি এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।

২৭২ অপারেটর ও সুপারভাইজর

জেনারেল ইক্যুইপমেন্ট অপারেটর ও সুপারভাইজর পদে ২৭২ জন কর্মী নেবে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স। নিয়োগ হবে হলদিয়া ডকের অধীনে টিও (এসএইচঅ্যান্ডসিএইচ) ডিভিশনে। প্রাথমিকভাবে ১ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ হলেও পরে চুক্তির মেয়াদ বাড়তে পারে।

জেনারেল ইক্যুইপমেন্ট অপারেটর : **শূন্যপদ:** ২৫৮টি। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** অষ্টম শ্রেণি পাশ। সঙ্গে বৈধ হেভি মোটর ভেহিক্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকা চাই। মাধ্যমিক পাশ হলে এবং মেডিক্যাল বা ফিটার বা ইলেক্ট্রিশিয়ান বা ওয়্যারম্যান বা মেকানিক (এমভি) বা মেকানিক (ডিজেল) ট্রেডে ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং বিশেষত হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সের অধীনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ১–২–২০১৬ তারিখে অন্তত ২৫ বছর হতে হবে। বেতন : মাসে ১৭,৯০০ টাকা। **সুপারভাইজর :** শূন্যপদ ১৪টি। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা ও ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সের অধীনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। **বয়স :** ১–২–২০১৬ তারিখে অন্তত ২৫ বছর হতে হবে। **বেতন :** মাসে ২৪,০০০ টাকা। আবেদন করতে হবে এ–ফোর মাপের সাদা কাগজে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে : www.haldiadock.gov.in পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতার সমস্ত নথিপত্র, ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো, হেভি মোটর ভেহিক্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স, অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট, বয়সের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল খামে ভরে ওপরে লিখবেন : 'Application for the contractual engagement of G.E.O/Supervisor.' ১৫ মার্চের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছানো চাই এই ঠিকানায় : Office of Sr. Dy. Manager (P&IR), Haldia Dock Complex, Jawahar Tower Building, P.O. Haldia Township, Dist.: Purba Medinipur, Pin–721 607. খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

বিজ্ঞান–প্রযুক্তির ছাত্রছাত্রীদের নিখরচায় ব্যবসার প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজ্ঞান–প্রযুক্তির ছাত্রছাত্রীদের নিখরচায় ব্যবসার প্রশিক্ষণ দেবে এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের সহায়তায় এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৬ সপ্তাহ।

বিএসসি অথবা বিই বা বিটেক অথবা ডিপ্লোমাধারী ইঞ্জিনিয়ার বা আইটিআই পাশ তরুণ–তরুণীরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে।

প্রশিক্ষণ হবে দু'টি কেন্দ্রে। সল্টলেকের এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে।

দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৮ মার্চ। আবেদনের ফর্ম ও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই দুই ঠিকানায় :

(১) এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, আই বি–১৯৪, সেক্টর–থ্রি, সল্টলেক, কলকাতা–১০৬ (কলম্বিয়া এশিয়া হসপিটালের কাছে) ফোন : ২৩৩৫–৭২৫৮, ২৩৩৫–৭৬৮১।

(২) সাব–ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্টার, উকিলপাড়া, বারুইপুর (পেট্রোল পাম্পের পাশে), দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **বেড়োচাঁপা**– সজল দাস ● **মাতিয়া বাসস্ট্যান্ড**– শম্ভুনাথ বিশ্বাস ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৪৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

দুটি পৃথক দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ শুক্রবার সকালে এক গৃহবধূর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত গৃহবধূর নাম কেকা নাড়ু (৩৬)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থাকার রামমোহন পল্লি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে রামমোহন পল্লি গ্রামের বাসিন্দা পলাশ নাড়ুর সঙ্গে কেকা নাড়ুর বিয়ে হয় প্রায় ১৫ বছর। পলাশ নাড়ু দিঘীর পাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য। এদিন সকালে গৃহবধূ কেকা নাড়ুর ঝুলন্ত দেহ ঘরের মধ্যে দেখতে পায় তার পরিবারের সদস্যরা। তারা দেখে চিৎকার করতে থাকে। চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। তারা কেহ গৃহবধূকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

পুলিশ জানান গলায় দড়ি দিয়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে দেহটি। এ বিষয়ে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে শনিবার রাস্তার ধার থেকে এক মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত মৎস্যজীবীর নাম দীন মহম্মদ মোল্লা (৫৫)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার বাইশ সোনা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গার্লস স্কুল পাড়ার বাসিন্দা মৎস্যজীবী দীন মহম্মদ মোল্লা। তার তালাদি বাজারে মাছের আড়ৎ আছে।

প্রতিদিন বাড়ি থেকে ভোরবেলায় মোটর বাইকে করে আড়তে যায় দীন মহম্মদ। এদিন ভোরে যথা সময়ে বাড়ি থেকে মোটর বাইক করে বের হয় দীন মহম্মদ আড়তে যাওয়ার জন্য। বাইশ সোনা এলাকায় রাস্তার ধারে মৎস্যজীবী দীন মহম্মদ মোল্লার দেহ পড়ে থাকতে দেখে বেশ কিছু স্থানীয় মানুষজন এবং তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে মোটর বাইক। সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্যানিং থাকায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ।

তারা মোটরবাইক ও মৎস্যজীবী দীন মহম্মদ মোল্লার দেহটি উদ্ধার করে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ জানান রাস্তার ধার থেকে এক ব্যক্তির দেহ ও মোটর বাইক উদ্ধার করা হয়েছে। দেহটি শনাক্ত করা হয়েছে এবং দেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে এবং পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে। দুটি পৃথক ঘটনা হলেও অস্বাভাবিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে।

এটিএম কার্ড জাল করে প্রতারণা

বাপিলাল দে, বালি, হাওড়া : গত শনিবার ভোরে বরানগর প্রগতি সংঘ ময়দান এলাকার বাসিন্দা চন্দন দের এটিএম থেকে প্রায় ৯০০ টাকা হাতিয়ে নেওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ওইদিন ভোরে প্রতারণাকারী চন্দনবাবুর পরিচয় জানতে চেয়ে ফোন করে। চন্দনবাবু ব্যাপার কি জানতে চাইলে কেপমার বলে এটিএম নাম্বারটি না বললে কার্ডটি জাল হয়ে যাবে। সরল বিশ্বাসে এটিএম কার্ড–এর নম্বর দিয়ে দেন চন্দনবাবু। সকালে ব্যাঙ্কে গিয়ে এটিএম নম্বর চেক করে দেখেন অ্যাকাউন্ট পুরোপুরি শূন্য। সব টাকা তুলে নিয়েছে সেই চিটিংবাজ। অর্থ মূল্যে ঘটনাটি সামান্য হলেও প্রতারণার কৌশল মানুষের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। তবে এ ব্যাপারে সচেতনতার অভাব আছে বলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের দাবি। সমস্ত ব্যাঙ্ক থেকেই এসএমএসের মাধ্যমে কোনও নম্বর কাউকে না দেওয়ার জন্যে সতর্ক করা হলেও কেউ কেউ এ ব্যাপারে কর্ণপাত করেন না। ফলে এই ধরনের ঘটনা ঘটে যায়।

ছয় তলা বাড়ির চাঙর ভেঙে মৃত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি গভীর রাতে হাওড়া পুর নিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ৩৩২ নম্বর নেতাজি সুভাষ রোডের বাসিন্দা কণিকা পালের মাথায় ভেঙে পড়ে একটি বহুতল বাড়ির চাঙর। ঘুমের মধ্যেই মারা যান তিনি। পাশের একটি চারতলা বাড়ির ওপরে আরও দুতলা বানাতে গিয়েই এই বিপদ বলে এলাকাবাসীদের ধারণা। বুধবার রাত দুটো নাগাদ গড়ে ওঠা ছয়তলা বাড়ির কিছুটা অংশ পাশের বাড়ির টালি ভেঙে পড়ে ঘুমন্ত কণিকার মাথায়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পাশে শুয়ে থাকা আহত প্রদীপ্তা পালকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হাওড়া জগাছা থানার পুলিশ বাড়ির মালিক বাসুদেব লাহাকে গ্রেপ্তার করলেও প্রমোটারকে পুলিশ এখনও ধরতে পারেনে নি। হাওড়া কালীবাবুর বাজারে গড়ে ওঠা ওই বেআইনি ছয়তলা বাড়ি বানাবার ব্যাপারে অনেকবার আপত্তি জানানো হয়েছিল কিন্তু কোন কথাই বাড়ির মালিক এবং প্রোমোটার কানে তোলেন নি বলে মন্ত্রী অরূপ রায়ের কাছে অভিযোগের সুরে বলেন কণিকা দেবীর স্বামী শংকর পাল।

ভোটের আগে বাজার গরম

স্থানীয়দের মন পেতে কৌশল বাম–কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার কাজের দাবিতে বাম ও কংগ্রেস কর্মীসমর্থকেরা যৌথভাবে আন্দোলনে নামলেন। বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ ফ্রেজারগঞ্জের দশমাইলের মৎস্য দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন প্রায় পাঁচশ বাম–কংগ্রেস কর্মী সমর্থক। প্রায় ঘন্টা দেড়েক এই বিক্ষোভ চলে। পরে নামখানা ও ফ্রেজারগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দাদের শ্রমিকের কাজে না নিয়ে বাঁকুড়া, বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়ার মতো দূরের জেলাগুলো থেকে শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে হেনরি আইল্যান্ডের মৎস্য প্রকল্পের কাজে। যদিও মৎস্য দপ্তরের প্রকল্প আধিকারিক মদন দাস জানান, 'শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। বিক্ষোভের বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।' মৎস্য দপ্তর সূত্রের খবর, মৎস্য উন্নয়ন নিগমের অধীনে হেনরি আইল্যান্ডের প্রায় ১৩০ একর হেক্টর ভেড়িতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করা হয়। অদক্ষ, আংশিক দক্ষ ও দক্ষ শ্রমিকদের জন্য ১৮০, ২৭০ ও ৩৬০ টাকা করে দৈনিক পারিশ্রমিক বরাদ্দ রাখা হত। এতদিন প্রকল্পের কাজে ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ করা হত। এতদিন প্রকল্পের কাজে ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ করা হতো। কয়েক মাস ধরে স্থানীয় শ্রমিকদের কাজে না নিয়ে বাইরে থেকে শ্রমিক এনে প্রকল্পের কাজ চালানো হচ্ছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রের খবর, ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই প্রকল্পের কাজে স্থানীয় শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়নি। বিক্ষোভকারীদের দাবি, এই প্রকল্পটি সিপিএম পরিচালিত পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ায় স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মাধ্যমে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ চলছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান তথা সিপিএম নেত্রী শ্যামলী দাস জানান, 'তৃণমূল নেতাদের মদতে অবৈধভাবে বহিরাগতদেরকে প্রকল্পের কাজে ঢোকানো হয়েছে। তাহলে স্থানীয় মানুষরা কেন কাজ পাবে না? এলাকার শ্রমিকদের কাজের দাবিতে এদিন বিক্ষোভের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়ে প্রকল্পের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও বিষয়টি স্থানীয় বিডিও ও কাকদ্বীপ মহকুমা শাসককে জানিয়েছি। তারপরও দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হলে আগামীদিনে কর্মহীন মানুষদের সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে আন্দোলনে নামব।' অন্যদিকে কংগ্রেস নেতা সুবল জানা বলেন, 'এলাকার শ্রমিকরাও এই প্রকল্পের কাজ পাওয়ার ব্যাপারে সমান দাবিদার। দ্রুত স্থানীয় মানুষদের দাবি না মিটলে সেই সমস্ত কর্মহীন মানুষদের নিয়ে সিপিএমের সঙ্গে যৌথভাবে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে কংগ্রেস। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ জানা অভিযোগ অস্বীকার করে ফোনে জানান, 'স্থানীয়রাও এই প্রকল্পে কাজ পেয়েছে। স্থানীয়দের মধ্যে যারা কাজ পেয়েছে, তারা এখন অন্য এলাকার প্রকল্পে কাজ করছে।'

ফেরিঘাটের শিলান্যাস

বিশ্বজিৎ পাল, ফলতা : মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা থানার তেঁতুলতলা এলাকায় ফলতা নতুন ফেরিঘাটের শিলান্যাস করেন ফলতা

কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ। এদিনের অনুষ্ঠানে বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ বলেন এই ফেরিঘাটটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে হাওড়া ও এই জেলার যেন বন্ধন ঘটবে জল ভাসে। হুগলি নদীর এপার–ওপারে হাজার হাজার যাত্রীরা উপকৃত হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ফেরিঘাট নির্মাণ হবে। এমনকি আজ থেকে এই ফেরিঘাটের শুভ কাজ শুরু হল। এ দিনের সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু নস্কর, জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ ভক্তরাম মণ্ডল, শ্রমিক নেতা দিলীপ কুমার বর্মন প্রমুখ।

রাস্তা উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ সোমবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মাতলা–১ পঞ্চায়েতের মাছঘাট থেকে পুরাতন নৌকাঘাট পর্যন্ত প্রায় ১ কিমি পাকা ঢালাই কংক্রিটের রাস্তা উদ্বোধন করেন স্থানীয় তৃণমূলের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেল পরিষদের সহকারি সহ–সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী। মাতলা–১ প্রধান তপন সাহা প্রমুখ। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মাতলা–১ পঞ্চায়েত এলাকায় একটাও ইটের ও মাটির রাস্তা নেই। প্রায় ৭০টি কংক্রিটের পাকা ঢালা রাস্তা নির্মাণ হয়েছে। এমনকি এই ক্যানিং–১ ব্লকে প্রায় ১৭০ কোটি টাকা ব্যয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। জেলা পরিষদের সহকারি সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী বলেন ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠে নবনির্মিত স্টেডিয়াম খুব শীঘ্রই উদ্বোধন হবে। ফলে আগামী দিনে এই মাঠে কলকাতার দলগুলি খেলতে আসবে। এমনকি সারা বছর ধরে এখানে কোচিং ব্যবস্থা থাকবে খেলাধূলার মান উন্নয়নে। গ্রাম বাংলার ছেলেমেয়েরা খেলাধুলোর সুযোগ পাবে। সবুজ সাথি প্রকল্পে ৪০ লক্ষ ছাত্র–ছাত্রীকে সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। ২ টাকা কেজি দরে চাল–গম দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সুন্দরবন জুড়ে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতন।

নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের স্বজনকে বিমার চেক

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ ঘূর্ণিঝড়ে নিখোঁজ ২৪ মৎস্যজীবীর পরিবারের হাতে ১ লক্ষ টাকার বিমার চেক তুলে দিলেন রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। বৃহস্পতিবার কাকদ্বীপে রাজ্য মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানে স্থানীয় অক্ষয়নগর, কালীনগরের নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের পরিবারের হাতে এই চেক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, বেনফিশের এমডি ও কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।

২০১১ সালে কাকদ্বীপ থেকে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে ২৪ মৎস্যজীবী নিখোঁজ হয়ে যায়। সরকারের পক্ষ থেকে বিমার চেক তুলে দিয়ে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে ইতিমধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের মৎস্যজীবীদের 'ড্যাট' (দূর সঙ্কেত বিপদ যন্ত্র) দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে আরও এই যন্ত্র দেওয়া হবে। সরকার চাইছে বিপদগ্রস্ত সমস্ত মৎস্যজীবীদের দ্রুত উদ্ধার কাজ চালাতে। যার ফলে এই ধরনের দুর্ঘটনা থেকে মৎস্যজীবীদের

রক্ষা করা যায়। কোনও মৎস্যজীবী পরিবারকে আর যেন আপনজনকে হারিয়ে চোখের জল না ফেলতে হয়।' বর্তমান সরকারের আমলে দপ্তরের সাফল্য তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, 'আগের সরকারের আমলে এই দপ্তরটি বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তনের সরকারের আমলে সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রকল্প শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন সরাসরি আধিকারিকের কাছে বা আমার কাছে সাধারণ মৎস্যজীবীরা আসতে পারেন। সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। মিষ্টি জলের মাছ, নোনা জলের মাছ চাষি ও সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের জন্য পৃথক পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।'

সুন্দরবন উন্নয়নে মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, 'আমার বিধানসভা এলাকার ৭০ শতাংশ মানুষ মৎস্যজীবী। তাই এই দপ্তরের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নিবিড়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতি বছর মৎস্যজীবীরা কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। সরকারি সাহায্যের পাশাপাশি বিভিন্ন উৎসবের মরসুমে কাকদ্বীপের বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন এই হতভাগ্য পরিবারদের সাহায্য করে। সরকার মৎস্যজীবীদের জন্য একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছে। তা দ্রুত পৌঁছে দিতে হবে প্রশাসনকে।' এদিন চেক নিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন নিয়তি নস্কর, সরস্বতী দাস, রীনা দাসেরা। এঁদের কারও স্বামী বা সন্তান নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। এই সাহায্যে নতুন করে বাঁচার লড়াই শুরু করবে বলে জানিয়েছেন চেক প্রাপকরা।

হাওড়ায় আন্দোলনে নার্সরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালি, হাওড়া : গত ২৬ ফেব্রুয়ারি হাওড়ায় নার্সেরা একজোট হয়ে বিভিন্ন দাবি দাওয়ার আদায়ের উদ্দেশ্যে একদিনের প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। অল ইন্ডিয়া গভর্মেন্ট নার্সেস ফেডারেশনের ব্যানারে এই আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করা হয় বলে জানান ফেডারেশনের সভাপতি শম্পা দত্ত। রেলওয়ে অর্থোপেডিক হাসপাতালের সামনে বেশ কয়েকশো নার্স সমবেত হয়ে এই ধর্নায় বসেন। শম্পা দেবী বলেন, সরকার সবার জন্যে কম–বেশি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করলেও আমাদের ব্যাপারে সরকার বছরের পর বছর উদাসীন। আমাদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। আমরা আমাদের দাবি নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার লক্ষ্যেই এই প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করেছি। আগামী দিনে যদি আমাদের দাবি দাওয়া নিয়ে সরকার দ্রুত ব্যবস্থা না নেয় তাহলে ১৫ মার্চ–এর পর থেকে আমরণ অনশনের দিকে যেতে বাধ্য হব।

চক্ষুদান ও রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিশ্চিন্দা থানার সাঁপুইপাড়ার সঙ্ঘশ্রী অ্যাথলেটিক ক্লাবের পরিচালনায় হয়ে গেল এক চক্ষুদান এবং রক্তদান শিবির। এই শিবির শুরু হয় রবিবার সকাল দশটায়। শিবিরে প্রায় ৬৫ জন রক্তদাতা রক্তদান সহ ১৯ জন মরণোত্তর চক্ষুদান করবার অঙ্গীকার করেন বলে জানা যায়। রক্ত সংগ্রহ করেন কলকাতা মানিকতলা ব্লাড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ব্যক্তিদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।১৯৩৭ সালে প্রথম মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রে চিকাগো শহরে রক্ত সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে রক্তদান শিবির সহ রক্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা হিসাবে ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরি করা হয়েছিল বলে জানান ক্লাবের রতন গুহ নামে এক সদস্য কথাপ্রসঙ্গে।

ধর্ষক কম্পিউটার শিক্ষকের বিরুদ্ধে পোস্টার বালিজুড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ভদ্রবেশী শিক্ষকের মুখোশের আড়ালে মানুষ খেকো ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই লেখা বিজ্ঞাপনে ছেয়ে গিয়েছে বালি সহ বালি হল্ট স্টেশন চত্ত্বর এলাকা। বালি হল্ট স্টেশনের বসার শেড সহ চারদিকে ভরে গিয়েছে ছবি এবং ফোন নম্বর সহ ভদ্রকেতাদুরস্ত পোশাক পরা কম্পিউটার শিক্ষকের আসল চেহারা। যা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থেকেই অনুভব করা গেল। পেশায় কম্পিউটার প্রশিক্ষক ব্যান্ডেলের কৈলাশনগর এলাকার বাসিন্দা ভাস্কর সাহা দীর্ঘদিন ধরেই বাড়িতে কম্পিউটার স্কুল খুলে কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছিল, অন্য সমস্ত কম্পিউটার স্কুলের তুলনায় সাহাবাবু একটু কম টিউশনি ফি নেওয়াতে এলাকার গরিব মেয়েরা স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন কম্পিউটার শিক্ষার জন্যে। আর সেই সুযোগে ভাস্কর সাহা গরিব মেয়েদের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগে কম পয়সার বিনিময়ে কম্পিউটার শিক্ষার আড়ালে মেতে উঠেছিল এক পৈশাচিক নেশায়। গরিব ছাত্রীদের ধর্ষণ করে সেই পৈশাচিক ছবি নেটে ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশলের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন সেই সমস্ত ধর্ষিতা ছাত্রীরা। সেই সমস্ত ছাত্রীরা নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন তারা মিলিত ভাবে গড়ে তুললেন গরিব অসহায় নির্যাতিতা ছাত্রীবৃন্দ নামে একটি সংগঠন। আর সেই সংগঠনের সদস্যরাই প্রতিবাদ করে অবিলম্বে সেই শিক্ষকের হাত থেকে বহুদূরত্ব বজায় রেখে অবিলম্বে তাকে সংযত থাকার দাবি জানিয়ে সমস্ত বালি স্টেশন চত্তরে বিজ্ঞাপন সেঁটে দেন বলে জানা যায়। অন্যদিকে অভিযুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। ফোন অফ ছিল সেইসময়। তবে সমস্ত বিষয়টি তদন্ত নির্ভর।

ঊষা মিলে কর্মহারা হাজার কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়ার উলুবেরিয়ার ফুলেশ্বরে ঊষা কটন মিল হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি সকালে কাজে যোগ দিতে এসে অনির্দিষ্ট কালের জন্য মিল বন্ধের নোটিস দেখে মিলের কর্মীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এর ফলে নতুন করে কাজ হারালেন এক হাজার কর্মী।

গত বছরেও একবার ঊষা কটন মিল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেবারে অনেক চেষ্টা করে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে মিলটি চালু হয়। কয়েক মাস যেতে না যেতেই পুনরায় মিলটি দ্বিতীয় বারের জন্যে বন্ধ করে দেন মিল কর্তৃপক্ষ। মিল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য উৎপাদন কম হওয়ার জন্যে মিলটি বেশ কয়েকদিন ধরে লাভের মুখ দেখছিল না। ফলে এই অবস্থায় আমাদের পক্ষে ভর্তুকি দিয়ে মিল চালু রাখা সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়েই মিল বন্ধ করে দিতে হল। মিলের গেটে কড়া পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মহানগরে

বেহালায় বিবেক নিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন

বরুণ মন্ডল

'নিবেদিতা ছাত্রীনিবাসে'র পর হল 'বিবেক বিতান ছাত্রাবাস'। সময়ান্তর মাত্র ৭২ দিন। মাত্র দু'মাস ১২ দিনের মধ্যে পশ্চিম বেহালার কেবল সরশুনা অঞ্চলেই একটি নয়, দু'টি আবাসিক কেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন ঘটল। প্রথমটি হল ছাত্রীদের জন্য আর দ্বিতীয়টি হল ছাত্রদের। বেহালার শিবরামপুরের অক্সিটাউনস্থিত 'শিবরামপুর মাধ্যমিক হাইস্কুল ফর গার্লসে' 'নিবেদিতা ছাত্রী নিবাসে'র দ্বারোদ্ঘাটন হয় গত ১৪ ডিসেম্বর। আর কলকাতা পুরসভার ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত বকুলতলার সন্নিকটস্থ 'পরুই রাধাকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে' 'বিবেকবিতান ছাত্রাবাসে'র দ্বারোদ্ঘাটন হয় গত ২৪ ফেব্রুয়ারি। সর্বশিক্ষা মিশনের (কলকাতা) সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তায় নির্মিত এই ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তথা স্থানীয় বেহালা পশ্চিমের গত তিন পর্যায়ের বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, সম্পূর্ণ নিখরচায় সরকারি তত্ত্বাবধানে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা, থাকা ও খাওয়াদাওয়ার সুব্যবস্থা এখানে থাকবে। আপাতত ৩৪টি বেড দিয়ে এটি শুরু হল। ছাত্র সংখ্যা বাড়লে এখানে ১০০টি বেডের ব্যবস্থা করা হবে। এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ১৪ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ প্রাক্তন শিক্ষক গ্রন্থকার মানিকলাল চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বরিষ্ঠ পুরপ্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদার। পূর্ব কলকাতার রুবিস্থিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'কমিউনিটি অ্যাকশন সোসাইটি' এই ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধান করবে।

বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ ৯ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ ঘটতে চলেছে আগামী ৯ মার্চ। এটি আসলে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ, কিন্তু কলকাতা সহ দেশের বেশিরভাগ প্রান্ত থেকে এটিকে আংশিক সূর্যগ্রহণ হিসেবে দেখা যাবে। আগামী ৯ মার্চ কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বেশিরভাগ স্থানে সূর্যোদয় হবে আংশিক গ্রহণ চলা অবস্থায়। এই আংশিক সূর্যগ্রহণ ভারতের পশ্চিম ও উত্তর–পশ্চিম প্রান্ত থেকে দৃশ্যমান হবে না।

ভারত সরকারের জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থা কলকাতার পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টার–এর অধিকর্তা শ্রী সঞ্জীব সেন জানিয়েছেন, কলকাতায় আংশিক সূর্যগ্রহণ চলা অবস্থায় সূর্যোদয় হবে ভোর ৫–৫১ মিনিটে। ভোর ৬–০৭ মিনিটে চাঁদ ঢেকে ফেলবে সূর্যের ১৮.৫ শতাংশ। এরপর আস্তে আস্তে চাঁদের ছায়া সরতে থাকবে সূর্যের ওপর থেকে। কলকাতায় গ্রহণ শেষ হবে সকাল ৬–৫০ মিনিটে। কলকাতায় এই আংশিক গ্রহণের স্থিতিকাল সূর্যোদয়ের পর প্রায় ১ ঘন্টা পর্যন্ত। পূর্ব ভারতের অন্যান্য স্থানগুলির মধ্যে আগরতলায় ১৫ শতাংশ, আইজলে ১৫ শতাংশ, ভুবনেশ্বরে ২৪.৫ শতাংশ, গুয়াহাটিতে ১১ শতাংশ, গয়ায় ১৪ শতাংশ, ইম্ফলে ১৩.৫ শতাংশ, শিলচরে ১৩ শতাংশ এবং পোর্টব্লেয়ারে ৪৯ শতাংশ সর্বোচ্চ সূর্যের পরিমাণ গ্রহণের কবলে পড়বে। ভারতের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এই আংশিক সূর্য গ্রহণের স্থায়িত্ব সবথেকে বেশি।

ভারতের পূর্ব প্রান্ত থেকে যত পশ্চিম দিকে সরে যাওয়া হবে, এই আংশিক গ্রহণের স্থিতিকাল তত কমবে। পূর্ণগ্রাস গ্রহণের পথটি যাবে সুমাত্রা, বোর্নিও সহ ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য কিছু অংশ এবং উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে। আংশিক গ্রহণ দেখা যাবে ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চল সহ দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে।

কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গ থেকে শেষবার সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল ২০১০ সালের ১৫ জানুয়ারি। এটি ছিল একটি বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ যার পথটি গিয়েছিল দক্ষিণ ভারতের ওপর দিয়ে। কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গ থেকে দেখা গিয়েছিল আংশিক সূর্যগ্রহণ। কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত থেকে পরবর্তী সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে ২০১৯ সালের ২৬ ডিসেম্বর। যার পথটি যাবে দক্ষিণ ভারতের ওপর দিয়ে।

খালি চোখে সূর্যগ্রহণ দেখা বিপজ্জনক। অ্যালুমিনিয়াম মাইলার, কালো পলিমার লেন্স বা ১৪ নম্বর শেডের ওয়েল্ডিং কাঁচ দিয়ে তৈরি ফিল্টারের ভিতর দিয়েই কেবল সূর্যগ্রহণ দেখা উচিত। এছাড়া, টেলিস্কোপের সাহায্যে একটি সাদা পর্দার ওপর সূর্যের প্রতিবিম্ব তৈরি করে দেখাও একটি ভালো উপায়।

রাজ্যের প্রথম 'ফেয়ার প্রাইজ' সবজি বেহালায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের প্রথম 'ফেয়ার প্রাইজ' সবজি বাজার নির্মিত হল বেহালায়, রাজ্য সরকারের সামাজিক–অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতিকে সামনে রেখে। আগে অস্থায়ীভাবে কলকাতা মহানগরীর বিভিন্ন খ্যাতনামা মোড়ের মাথায় যেটা পাওয়া যেতো, এবার সেটার সঙ্গে সরকারি দামে খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যাবে। স্থায়ী প্রথম বাজারটি কলকাতার বেহালার ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডে গড়ে উঠলো। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বেহালার বুড়ো শিবতলার সন্নিকটস্থ এই ভিন্নরূপের ন্যায্যমূল্যের পুরবাজারটির দ্বারোদ্ঘাটন করলেন কলকাতার মহানাগরিক ও বেহালা পূর্বের বিধায়ক শোভন চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, রাজ্য প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতর, রাজ্য কৃষি বিপণন দফতর ও মৎস্য দফতর এই তিন দফতরের যৌথ উদ্যোগে স্বর্গীয় পুর প্রতিনিধি ড. দেবপ্রিয় বসু ও ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় নামাঙ্কিত পুরবাজারটি কলকাতাবাসীর জন্য খুলে দেওয়া হলো। কিছু চাল, ডাল আবার স্টেশনারি দ্রব্যও পাওয়া যাবে। রাজ্য সরকার চাষিদের কাছ থেকে কিনে সরাসরি এই বাজারের মাধ্যমে সাধারণ ক্রেতাদের বিক্রি করবে। এখানে রাজ্য সরকারের তিনটি দফতরের দোকান থাকবে।

পুর নিকাশি দফতরে মেয়র পারিষদ স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি তারক সিং বলেন, 'একজিস্টিং' যে ন্যায্য মূল্যের বাজারগুলি আছে তা কলকাতার অনেকগুলি জায়গায় আছে। তবে একসঙ্গে অনেকগুলি বিক্রেতাকে একসঙ্গে এই প্রথম।

এখানে হরিণঘাটার নিজস্ব প্রোডাক্ট থেকে মৎস্য দফতরের নিজস্ব ম্যানেজমেন্ট দিয়ে ভেড়ি থেকে মাছ ধরে এখানে বিক্রি হবে। মাদার ডেয়ারি 'সুফল' সমস্ত কিছু পাওয়া যাবে। তারকবাবু আরও বলেন, কলকাতার যেখানে যেখানে সুযোগ পাবো, জায়গা পাবো সেখানে এমন বাজার গড়া হবে পুরবাসীকে পরিষেবা দিতে। রাজ্য এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় বাজারটি গড়ে উঠেছে।

ভারত তথা বাংলা কৃষিপ্রধান। এই দিকটা মাথায় রেখে শিল্প বিপ্লবের পাশাপাশি চাষবাসের প্রেক্ষাপটও বিশেষভাবে নজরে রাখতে হবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ৫ মার্চ – ১১ মার্চ, ২০১৬

নিজের ভোট নিজে দিন

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন কড়া নাড়ছে। ইতিমধ্যেই ঘোষণা হয়ে গিয়েছে ৬ দফার ভোটপর্বের দিনক্ষণ। নির্বাচন কমিশনের প্রেস কনফারেন্সের অব্যাবহিত পরেই আসরে নেমে পড়েছে শাসকদল। মুখ্যমন্ত্রী কালীঘাটের বাড়িতে দলীয় প্রার্থীদের অধিকাংশ নামই ঘোষণা করে দিয়েছেন। অপরদিকে প্রধান বিরোধী সিপিএম এবং কংগ্রেস জোট আবহের সলতে পাকাতে ব্যস্ত। যদিও জোটের মূল সুতো এখন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির হাতে। এত কিছু নির্বাচনী আবহাওয়ার মধ্যেও সবথেকে গুরুত্ব পাচ্ছে রাজ্যে নির্বাচন কিভাবে হবে তা নিয়ে। বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হবে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এই কথাই বারংবার তুলে ধরেছে। শাসক দলের স্নায়ুচাপ বাড়িয়ে কেন্দ্রের শাসকদল এবং রাজ্যের বিরোধীরা কড়া হাতে ভোট করার দাবি জানাচ্ছে। যদিও কংগ্রেস এবং বামেদের পক্ষ থেকে রাজ্যের ভোট কতটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সিপিএম এবং কংগ্রেসের কার্যত একই সুর। তাদের বক্তব্য কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের ভালোমতো ''সেটিং'' হয়ে গিয়েছে। অবশ্য বিরোধীদের এই অভিযোগ ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছে বিজেপি এবং তৃণমূল। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার মুখে আবার শোনা যাচ্ছে এক অভিনব ভোট তত্ত্ব। তার বক্তব্য, বিজেপির পালে হাওয়া কাড়তে মমতার নির্দেশেই নাকি সিপিএম কংগ্রেস কাছাকাছি এসে জোট করছে। বিধানসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে এমন অনেক ''আষাঢ়ে'' তত্ত্ব যে সামনে আসবে তা বলাই বাহুল্য। সব থেকে বড় কথা রাজ্যের মানুষ তাদের ভোট ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে কি পারবে না।

বিগত দিনে এ রাজ্যের দিকে তাকালে দীর্ঘ বাম জমানার ভোট লুন্ঠনের গল্প নিশ্চিতভাবে সামনে আসবে। অবশ্য নিজেদের এই পাঁচ বছর শাসনকালে বর্তমান শাসক তৃণমূলও ভোট চুরিতে নিজেদের নাম বেশ উজ্জ্বল করে তুলেছে। যার জলজ্যান্ত উদাহরণ অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিধাননগর পুরনিগমের নির্বাচন। বস্তুত সাংবাদিকদের যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে এই ভোটে তা কল্পনাতীত। বিশেষ করে একটা ছোট নির্বাচনে শাসক দল এতো পেশী শক্তি কেন প্রয়োগ করছে সেটাই প্রশ্ন জাগাচ্ছে। অদ্ভুত এটাই পূর্বতন শাসক বামপন্থী তথা সিপিএমের বিরুদ্ধে যে সায়েন্টিফিক রিগিং–এর অভিযোগ করতেন তৃণমূল নেত্রী সেই একই দোষে দুষ্ট এখন তার দল। এই ভোট জালিয়াতির গুম ঘর থেকে রাজ্যবাসীকে স্বস্তি দিতে পারে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঠিক ''মুভমেন্ট'' বা পদক্ষেপ। এতে অবশ্য বহু প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী যতই এক দেড়মাস আগে থেকে রাজ্য জুড়ে মার্চ করুক না কেন তাদের কতটা কাজ করতে দেওয়া হবে সেটাই বিরাট প্রশ্নের। গণতন্ত্রপ্রিয় রাজ্যবাসীর একটাই চাহিদা নির্বিঘ্নে ভোট গ্রহণ। যাতে নিজের ভোট নিজে দেওয়া যায়। বুথে বুথে অশান্তি বা সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যেন কড়া হাতে রুখে দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। একই সঙ্গে বিবেকের জাগরণ ঘটে পুলিশেরও। তা সে যতই রাজ্য সরকারের অধীনস্থ হোক না কেন।

অমৃত কথা

একরকম মাকড়সা আছে, যাদের অনেকগুলো বাচ্চা হয়, তখন তারা খাবার যোগাতে না পেরে তাদের পেছন খেতে দেয় এবং শেষে তারা খিদের চোটে অস্থির হয়ে মরে যায়। সংসারী মানুষও সেইরকম ছেলেপুলেদের লালন পালনকরতে নিজেদের গায়ের কক্ত বিলিয়ে দিয়েও নিস্তার পায় না এবং শেষে নানান যন্ত্রণা পেয়ে মারা যায়।

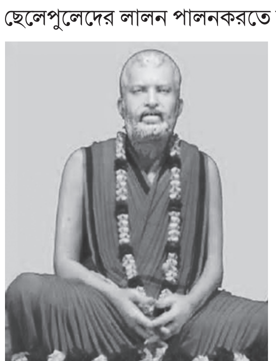

এক গর্তে ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। একটা হাতি সেই গর্ত ডিঙ্গিয়ে যায়, তাতে ব্যাঙটা গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে রেগে বাতির উদ্দেশ্যে মাটিতে লাথি মারতে লাগল, আর বলতে লাগল, 'এতো বড় সাহস যে আমায় ডিঙিয়ে যায়।' টাকা হলে এইরকম অহঙ্কার হয়।

সাধুর কাছে যদি পোঁটলা পুঁটলি থাকে, পনেরোটা গাঁটওয়ালা যদি বুঁচকি থাকে, তাহলে তাদের বিশ্বাস করো না। আমি পঞ্চবাটীর তলায় ওইরকম সাধু দেখেছিলাম, দু–তিন জন বসে কেউ ডাল বাচ্ছে, কেউ কাপড় সেলাই করছে আর বড় লোকের ভাণ্ডারের গল্প করতে করতে বলছে, 'আরে ও বাবুতো লাখো রূপেয়া খরচ করকে সাধু লোককো বহুত খিলায়া, পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফী, মালপুয়া, বহুৎ চিজ তৈরি কিয়াথা।'

বিধবার একাদশী দুধে চিঁড়ে ভিজছে, অর্থাৎ একাদশী করতে হবে বলে দশমীর রাতে মনোমতো খাবার জন্য দিনের বেলায় চিঁড়ে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে। এটাই তামসিক ভাবের উপমা।

সংকীর্ত্তন করতে করতে ব্রাহ্ম সমাজের জনৈক ব্যক্তিকে ঢং করে হাত তুলে নাচতে দেখে তিনি বলেছিলেন, 'এরই নাম কীর্ত্তনের তম।'

ব্রাহ্ম–সমাজের কোনও ব্যক্তিকে তিনি ভালোবেসে বলেছিলেন, 'বাপ বলে তাঁকে অনেক ডেকেছ, একবার মা বলে ডেকে দেখো দেখি প্রাণ কেমন জুড়ায়।'

পার্থিব মা ঠিক সময়ে ছেলেকে ডেকে খাওয়ায়। মা আনন্দময়ীও যথাসময়ে স্বর্গের সুধা খাওয়াবার জন্য ডাকছেন। হে মানব। চোখ খুলে দেখো। সংসার পাতকুয়া বলে বোধ হয়। তখন বিষয় ঠিকঠাক করবো, টাকা জমাবো এসব বোধ থাকে না। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু আর সব অনিত্য, অবস্তু বলে মনে হয়।

ফেসবুক বার্তা

গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৬ সংখ্যার আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত ফেসবুক থেকে নেওয়া এই ছবিটির ক্যাপশনে নেতাজির পিতৃদেব জানকীনাথ বসু এবং মাতা প্রভাবতী দেবী বলে মুদ্রিত হয়েছে। আদতে নেতাজির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন দাদা ও বৌদি। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। ফেসবুক এবং ইন্টারনেটে এই ভুল তথ্যটি জনমানসে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

একচ্ছত্র জমিদারিতে প্রজা বিদ্রোহ সামলাতে গিয়ে বেসামাল না হয়ে পড়ে তৃণমূল

নির্মল গোস্বামী

স্বাধীন দেশে রাজাও নেই, জমিদারি প্রথাও কবে উঠে গিয়েছে। দেশের গণতন্ত্র বয়স বিচারে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত (প্রকৃত পক্ষে এখনও সাবালকত্ব পায়নি)। তবুও আমরা যেন কারও না কারও প্রজা। রায়ত না প্রজা সত্ব হিসাবে জায়গা জমি ভোগদফল করি। আমাদের তার জন্য খাজনাও দিতে হয়। তাই যতই বলি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক, তবুও আমরা প্রজা। তাই তো ২৬শে জানুয়ারিকে বলা হয় প্রজাতন্ত্র দিবস। স্বাধীনতার পূর্বে আমরা যখন ব্রিটেনের রাজার অধীনে ছিলাম তখন আমরা প্রজা ছিলাম বা দেশীয় যে সমস্ত রাজার অধীনে কিছু অঞ্চলের লোক ছিল তারা সেই রাজার প্রজা ছিল। সেই তখন স্বাধীনতার জন্য লড়াইটা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার লড়াই।

কিন্তু যে মুহূর্তে ভারত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হল এবং দেশিয় রাজণ্যবর্গ ভারতে যোগ দিল সেই দিন থেকে ব্যুৎপত্তিগত অর্থে আর কেউ প্রজা নয়। কিন্তু প্রজা সংস্কৃতি থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি। প্রজাদের মধ্য থেকেই যারা শাসকরূপী রাজা হন তারা ভাবেন বাকি আম জনতা আমাদের প্রজা। আর যারা সেই ক্ষমতার অধিকারী হতে পারল না তারা মরমে মননে প্রজাই রয়ে গেল।

দেশের এমএলএ, এমপিরা তথা নেতা মন্ত্রীরাই আধুনিক রাজা বাকি সব প্রজা। এর মধ্যে আবার দলীয় কর্মীরা নেতাদের যেন কেনা গোলাম। এমএলএ–এমপিরা এলাকায় এলে স্থানীয় নেতাদের হুড়োহুড়ি পড়ে যায় কে আগে তার মুখটা দেখাবে। যেন এলাকায় জমিদার এসেছেন জমিদারি পরিদর্শন করতে। আর তারই দলের নেতা কর্মীরা হাত জোড় করে বাবুকে খুশি করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। বামপন্থীদের অবশ্য এই সংস্কৃতি ততটা নেই। কংগ্রেসের থেকে উত্তরাধিকারে তৃণমূল দলের নেতারা এই সংস্কৃতিতে আজ আচ্ছন্ন।

অথচ কথা ছিল অন্য। কংগ্রেস ভেঙে যখন তৃণমূল কংগ্রেস গঠিত হল তখন নাম ঠিক হল তৃণমূল কংগ্রেস। অর্থ হল তৃণমূল স্তরের কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত পার্টি। তৃণমূল স্তর বলতে কাদের বোঝায়? না যাদের শিকড় যেমন মাটিতে প্রথিত থাকে তেমনি একাংশ নীচের স্তরে বুথ লেবেলের কর্মীদের প্রাধান্য থাকবে এই দলে। যা কংগ্রেসে ছিল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কংগ্রেস দলের মধ্যে থেকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। পার্টিকে খাস জমিদারি মনে করে তৎকালীন প্রদেশ নেতৃত্ব দল চালাত। তার বিরুদ্ধে মমতাকে লড়তে হয়েছে। আর যখনই নির্বাচন আসত তখনই দলের মধ্যে এই লড়াই প্রকট হয়ে পড়ত। বিধানসভায় প্রার্থী বাছাইয়ের নামে প্রদেশ সভাপতি স্বজনপোষণে বেশি নজর দিত। অর্থাৎ তাঁর অনুগত বৃত্তের মধ্যে যারা আছে তারাই টিকিট পেত। প্রার্থীর চরিত্র কেমন? এলাকায় গ্রহণ যোগ্যতা কতটুকু? সিপিএম এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মানসিকতা কেমন? এ সব প্রশ্ন বিবেচিত হত না। তখনকার দিনে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ৪–৫–১০ লাখ যে টাকাটা আসত প্রার্থী পিছু, তার নামমাত্র খরচ করে সিংহভাগ টাকা আত্মসাৎ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এবং এই টাকার ভাগ প্রদেশ নেতাদেরও পকেট যেতো বলে শোনা যায়। ফুলে মমতার আগে কখনও প্রদেশ কংগ্রেস বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে সত্যিকারের লড়াই লড়বার মতো প্রার্থী দিত না।পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের যে ৩৫/৪০ শতাংশ ভোট বাঁধা ছিল তার ভরসাতেই জমিদারি চালে চলত প্রদেশ নেতৃত্ব। আর মমতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব এইখানটাই। এই যে তৃণমূল স্তরের কর্মীদের যারা সিপিএম দ্বারা অত্যাচারিত নির্যাতিত হচ্ছে তাদের কোনও গুরুত্ব নেই দলে।

মনে পড়ে একবার এই রকম প্রদেশ সভাপতি সোমেন মিত্র যখন অধীর চৌধুরী আর শঙ্কর সিংকে লোকসভায় প্রার্থী করল তখন মমতা প্রতিবাদ করে গলায় চাদর জড়িয়ে আলিপুরে গাছের ডালে ঝুলে পড়তে যাচ্ছিল। সিপিএম

© PTI

বলল সত্যিকারের নাটক দেখতে পেল জনগণ। যাই হোক নাটক হোক আর সত্যি মমতার এই যে কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল পার্টিকে কুক্ষিগত করে রেখেছে এর বিরুদ্ধে লড়াই জনগণ সমর্থন করল। এর পরই তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম হল।

কিন্তু জন্মলগ্ন থেকেই মমতাদেবী বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে আমাদের দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সেটআপটা এমনই যে এর বাইরে বের হওয়ার কথা বলা খুব সহজ কিন্তু সত্যি সত্যি বের হওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। তিনি সরকারে এসে একদিকে যেমন রাজ্য চালাবার ক্ষেত্রে বামফ্রন্টকে পুরোপুরি নকল করলেন তেমনি পার্টি পরিচালনার ক্ষেত্রে কংগ্রেসকেও ছাপিয়ে গেলেন। প্রথম থেকেই প্রার্থী নির্বাচনে সেই মাটির সোঁদা গন্ধ উবে গেল। দু–এক জায়গা ছাড়া বেশির ভাগ এমএলএ, এমপি হল শহুরে শিক্ষিত সম্প্রদায় বা অভিনেতা অভিনেত্রীরা পার্লামেন্ট গেল। বিধানসভায় কলকাতার নেতাদের পুনর্বাসন হল। পেশাগত বৃদ্ধির পর তাদের যাতে চলে তার জন্য পেনশন পাকা হল। গ্রামের কর্মীবর্গরা বুঝল পার্টিকে জিততে হবে। জেতাটাই বড়। কে জিতছে সেটা বড় কথা নয়। সকলেই মমতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে লড়াই করবে।

কিন্তু পাঁচ বছর পর? সেই একই চিহ্ন কেন? আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা আর অপরিমেয় বাংলার উন্নয়ন যার হাত ধরে এসেছে সেই মমতার ভয়টা কি? প্রথম প্রথম একটা দল হয়তো ঠগ বাছতে পারার মতো অবস্থায় থাকে না। পার্টি ক্ষমতায় আসছে জেনে অনেক বেনোজল ঢোকে। কিন্তু এখনও নিজের দলের ইমেজটা ঝেড়ে মুছে সাফ করতে পারেন। দিদির কাছে যদি কেউ প্রশ্ন করে উৎকর্ষ বাংলা কারা গড়বে? উৎকর্ষ মানুষই উৎকর্ষ বাংলা গড়বে। তার জন্য রাজনীতির অঙ্গনের উৎকর্ষতা বাড়াতে হবে। সংসদীয় রাজনীতির উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে প্রথমেই তার সদস্যদের তার উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে। আবার সংসদের সদস্যদের থেকেও বেশি সংসদীয় সংবেদনশীলতার প্রয়োজন হয় সংসদের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের। কারণ তাঁরাই সংসদ পরিচালনা করেন।

যে উপাধ্যক্ষ রাত্রি বারোটার সময় নিজের পদমর্যাদা তুলে পরিচিত কোনও এক ব্যক্তির হয়ে হাওড়ায় গিয়ে দুর্বিনীত আচরণ করে তাঁর যে সংসদীয় রীতিনীতির প্রতি বিন্দু মাত্র আস্থা আছে তা মনে হয় না। অথচ তাঁকেই আবার বিধানসভার প্রার্থী করার জন্য দিদি যেন আদাজল খেয়ে লেগেছেন।

যারা দলকে বিড়ম্বনার কোনও দল নেত্রীর সুনামের প্রতি অবিচার করে তাদের ঠাঁই দিয়ে কোনও মহৎ কাজটা আবার হাসিল হবে? তার থেকে তৃণমূল স্তরে কর্মীদের কথা শুনে প্রার্থী বদল করলে সাপও মরত না, লাঠিও ভাঙত না। একদিকে দলের নেতা এমএলএদের কাছে একটা বার্তা দেওয়া যেতে আবার তৃণমূল নামের সার্থকতা বজায় রেখে তৃণমূল স্তরের কর্মীদেরও মর্যাদা দেওয়া হতো।

যে কোনও সংগঠনেই ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন ব্যক্তি পছন্দের কোনও স্থান নেই। সংগঠনের নীতি মেনে আদর্শকে রূপদান করার ক্ষেত্রে যে সব থেকে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তারই সংগঠনের দায়িত্ব পাওয়া উচিত। তা না হলে আদর্শ সংগঠন হিসাবে তা গড়ে উঠতে পারে না। আর রাজনৈতিক দল গড়ে উঠবে এই ভেবেই তো লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের প্রাণ ঢালা সমর্থন দিয়ে দলকে সমর্থন করেছে। তারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় তো বিচার করে দেখবে যে দিদি কাকে পাঠাল। তার ভাবমূর্তি যেন আমজনতার গড় ভাবমূর্তি থেকে একটু উপরে থাকে। তবেই তো সে আমাদের প্রতিনিধি বলে গর্ব করব। আমাদের প্রতিনিধি যিনি, তিনি আমাদের নেতা। তার চরিত্র–আচার–আচরণ–ন্যায়–নিষ্ঠা যদি অনুকরণীয় না হয় তাহলে আমরা নিজেদের শোধরাবো কেমন করে? তার মুখের ভাষা যদি অমার্জিত হয় আচরণ যদি ঔদ্ধত্যপূর্ণ হয় জনগণতান্ত্রিক ও আইন বিরুদ্ধে কাজে যদি তার দ্বারা সংঘটিত হয় তবে তো ভোটার প্রভাবিত হবেই। সাধারণ মানুষ কিন্তু এসব চায় না।

আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে যে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা যেখানে যতটুকু অবনতি হচ্ছে তার সিংভাগ কারণ গোষ্ঠী কোন্দল। গতকালই তৃণমূল কর্মী খুন হল তৃণমূলকর্মীর হাতে। তার আগে মেমারিতে কাউন্সিলার অপহরণ কান্ডে তৃণমূলের নাম জড়ানো কেন আরাবুল থেকে ফিরিয়ে নিতে হবে? কেন সিপিএমে'র চিহ্নিত হার্মাদ রেজ্জাক মোল্লাকে দলে নিতে হবে? আপনার এতো সদর্থক পরিস্থিতি সত্বেও কেন সংগঠন সংশোধিত হবেনা? ভাল থেকে কি আপনার দলে খুব অভাব? তা যদি না হয় তাহলে ভাবতে হবে আসলে জমিদারি আবহ থেকে আপনিও বের হতে পারবেন না। আপনিই শেষ কথা বলবেন। সকলেই স্বীকার করবে যে আপনার পরিশ্রমের ফসল হল এই দল।

কিন্তু তা বলে দলের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো থাকবে না এ কেমন কথা? তৃণমূল স্তরের কর্মীদের গুরুত্ব নেই এটা দলের সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। বিক্ষোভ হচ্ছে সাতগাছিয়ায়, কিন্তু অচিরেই ছড়িয়ে পড়তে পারে বাংলায়। তারই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। যদি প্রকৃত যুক্তি থাকে তাহলে অবশ্যই কর্মীদের কথা নেত্রীর শোনা উচিৎ সংগঠনের স্বার্থে। তা না হলে বুঝতে হবে যে আমরা সেই দাসনুদাস প্রজা। কলকাতার নেতারা সব জমিদার তালুকদার। এক একটা বিধানসভা ক্ষেত্র তাদের তালুক। তাই তারা যা বলবে তাই করজোরে মানতে হবে। তারা পাঁচ বছর পর পর আসবে জিতবে চলে যাবে। আর এলাকার যারা প্রতিবাদী তাদের হয় তো দাঁতে কুটি নিয়ে ঘাট মানতে হবে। এ যদি হয় তবে বলতে হবে সাবাস প্রজা–চন্দ্র। আমরা চিরকালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফসল সেই প্রজাকুল যাদের নিজেদের প্রতিনিধি বাছবার অধিকার নেই।

'নারী তোমার আকাশে পৌরুষত্বের রক্ত চন্দন'

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বছরে এই একটা দিন নারী স্বাধীনতা অধিকার, নারীদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা সেমিনার আলোচনাচক্র, তর্ক বিতর্ক এমনকি ঢালাও খানা পিনাও হবে। এই একটা দিন গলার শির ফুলিয়ে নারী প্রগতির চিৎকার। তারপর মহিলাদের ওপর অত্যাচার অনাচার। ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ এবং ৮ মার্চ নারী দিবস ঘোষণার পর থেকে শুরু হয়েছে এই উল্লাস–উচ্ছ্বাস। ওই বছর প্রথম মাওবাদী নকশাল মহিলা সংগঠিত পুনে এবং মুম্বইতে নারী দিবস পালন করে। নারী দিবস পালনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল ভারতে প্রান্তিক দলিত মহিলাদের অধিকার আত্মমর্যাদা রক্ষার দাবি। আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের ৪১ বছরে ভারতে মহিলাদের অধিকার কতটা সুরক্ষিত এই বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তার সময় এসেছে।

১৯৭০–এর দশকে মথুরায় ১৬ বছরের আদিবাসী যুবতীকে ধর্ষণকে কেন্দ্র করে নারী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অগ্নিমূল্য ও জরুরি অবস্থা, রেল শ্রমিক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে দেশের বামপন্থী চিন্তাভাবনায় মহিলা আন্দোলন সক্রিয় হয়। ১৯৭৪ সালে জাতিপুঞ্জের অনুরোধে ভারতে মহিলাদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক কমিটি গড়েছিল। এই কমিটির রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছিল ভারতের মহিলাদের ওপর বৈষম্য অচ্যাচার, বিশেষ করে দেশের গরিব প্রগতির অবস্থা আরও শোচনীয়। এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের মহিলাদের অধিকার, অত্যাচার থেকে আইনি সুরক্ষার যুক্তিটি আন্দোলন হয়ে উঠে আসে। বামপন্থী নারী সংগঠনের বাইরেও বিভিন্ন অরাজনৈতিক নারী সংগঠন মহিলা আন্দোলন শুরু করে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অত্যাচারিত মহিলাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়। এমন অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভারতে রয়েছে যাদের কাজ হল মহিলাদের সামাজিক অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা লুঠ করা। এই বিষয়গত বিতর্কে না গিয়ে ভারতে মহিলারা যে নিরাপত্তাহীন জীবন যাপন করছে তার পরিসংখ্যানগত আলোচনা করলে বোঝা যাবে দেশের মহিলাদের সাম্প্রতিক অবস্থা।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শহরকেন্দ্রীক জীবনচর্যায় মধ্যবিত্ত মহিলারা যতটা স্বাধীনতা ভোগ করে দেশের ৭০ শতাংশ অঞ্চলের মহিলারা সেই স্বাধীনতা অধিকার ভোগ করতে ব্যর্থ। জাতীয় অপরাধ ব্যুরো রিপোর্ট ২০১৫–এ উল্লেখ করা হয়েছে গত দশ বছরের ১,২৪ মিলিয়ন অপরাধ অত্যাচার মহিলাদের ওপর হয়েছে। প্রতি ঘন্টায় ২৬ জন মহিলা এই নির্যাতনের শিকার। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮–র 'ক' ধারা অনুযায়ী গত এক দশকে পুলিশ রেকর্ডভুক্ত ৯০৭,৭১৭ মহিলাদের ওপর পারিবারিক অত্যাচার হিংসার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিদিন ঘন্টায় ১০ জন মহিলা তাঁর স্বামী আত্মীয়দের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারা অনুযায়ী ৪৭০,৫৫৬ জন মহিলাদের ওপর ফৌজদারী অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। ৩১৫,০৭ জন মহিলাদের অপহরণ, ৮০,৮৩৬ জন পণপ্রথার বলি হয়েছে।

২০১৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে ৩৬,৭৫৩ জন মহিলা ধর্ষিত হয়েছে। ৪,২৩৪ জন মহিলাকে জোর করে বলাৎকার করার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৩২,৪২৯ জন মহিলার ওপর যৌন লাঞ্ছনা করা হয়েছে। ২০১৪ সালে ২,২৩৩ জন দলিত মহিলা উচ্চবর্ণের নরপুঙ্গবদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে। অত্যাচারের তালিকা এখানেই শেষ নয়। প্রতি বছর ভারতে ৫ লক্ষ শিশু কন্যা হত্যা হয়। ০–৬ বছর বয়সী শিশু কন্যা হারিয়ে যাওয়ার সংখ্যা ৬লক্ষ ২৯ হাজার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এইসব শিশুকন্যাকে বিদেশে পাচার অথবা যৌন পল্লিতে বিক্রি

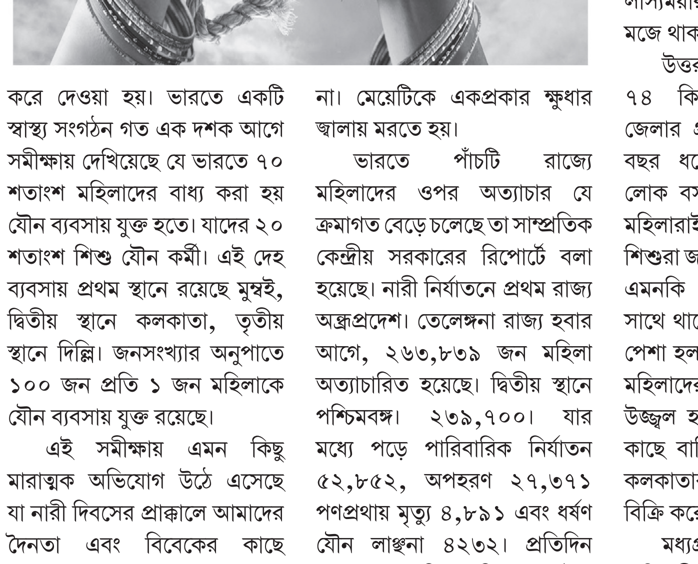

করে দেওয়া হয়। ভারতে একটি স্বাস্থ্য সংগঠন গত এক দশক আগে সমীক্ষায় দেখিয়েছে যে ভারতে ৭০ শতাংশ মহিলাদের বাধ্য করা হয় যৌন ব্যবসায় যুক্ত হতে। যাদের ২০ শতাংশ শিশু যৌন কর্মী। এই দেহ ব্যবসায় প্রথম স্থানে রয়েছে মুম্বই, দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা, তৃতীয় স্থানে দিল্লি। জনসংখ্যার অনুপাতে ১০০ জন প্রতি ১ জন মহিলাকে যৌন ব্যবসায় যুক্ত রয়েছে।

এই সমীক্ষায় এমন কিছু মারাত্মক অভিযোগ উঠে এসেছে যা নারী দিবসের প্রাক্কালে আমাদের দৈনতা এবং বিবেকের কাছে অপমানকর। দেশের ৬ শতাংশ মহিলাদের ধর্ষণ করে বিক্রি করে দেওয়া হয়। প্রতি বছর নেপাল থেকে ৯–২০ বছর যুবতীদের নিয়ে আসা হয় ভারতের যৌন পল্লিগুলিতে দেহ ব্যবসা করানোর জন্য। ১৫ শতাংশ মহিলা তাদের স্বামীর দ্বারা যৌনপল্লিতে বিক্রিত হয়। ৮ শতাংশ কিশোরীদের বাবা ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে বিক্রি করে দেয় যৌনপল্লিতে। সারা বিশ্বে যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে ভারতের ২৫ শতাংশ মহিলা যৌন রোগাক্রান্ত। যৌন রোগে আক্রান্ত হলে তার কাছে খরিদ্দার আর আসে না। মেয়েটিকে একপ্রকার ক্ষুধার জ্বালায় মরতে হয়।

ভারতে পাঁচটি রাজ্যে মহিলাদের ওপর অত্যাচার যে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে তা সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টে বলা হয়েছে। নারী নির্যাতনে প্রথম রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ। তেলেঙ্গনা রাজ্য হবার আগে, ২৬৩,৮৩৯ জন মহিলা অত্যাচারিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। ২৩৯,৭০০। যার মধ্যে পড়ে পারিবারিক নির্যাতন ৫২,৮৫২, অপহরণ ২৭,৩৭১ পণপ্রথায় মৃত্যু ৪,৮৯১ এবং ধর্ষণ যৌন লাঞ্ছনা ৪২৩২। প্রতিদিন গড়ে ৬ জন মহিলা পশ্চিমবঙ্গে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। তৃতীয় স্থানে উত্তরপ্রদেশ ২৩৬,৪৬৫। চতুর্থ স্থানে রাজস্থান ১৮৮,৯২৮, পঞ্চম স্থানে মধ্যপ্রদেশ ১৭৫,৫৯৩। কেন্দ্রীয় অপরাধ ব্যুরো নারী নির্যাতনের এই বিপুল পরিসংখ্যান তাদের রিপোর্টে তুলে ধরলেও শাস্তির হিসাবে দেখা যায় ২৫ শতাংশ অপরাধী শাস্তি পেয়েছে। বাকি ৭৫ শতাংশ অপরাধীর কোনও শাস্তি হয়নি। এই অপরাধীদের মধ্যে দেশের লোকসভা–বিধানসভা এমনকি স্থানীয় পুর–পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা রয়েছে। রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের খুঁটির জোরে তাদের কোনও শাস্তি হয় না।

ভারতের কোনও কোনও রাজ্যে যৌন ব্যবস্থা দেবদাসী প্রথা একমাত্র আয়ের পথ। যেখানে প্রকাশ্যে বাড়ির স্ত্রী–কন্যা–বোনকে স্বামী–বাবা–দাদা ভাইরা বাধ্য করে এই পেশা গ্রহণ করতে। উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ গুজরাট কর্ণাটক তামিলনাড়ুতে এই ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। মন্ত্রী নেতা আমলা পুলিশ থেকে সাধারণ নাগরিক সবাই যায় লাস্যময়ীর মজায় কিছুক্ষণের জন্য মজে থাকতে।

উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ থেকে ৭৪ কিলোমিটার দূরে হরদৌ জেলার গ্রাম নতুপুরা। গত ৪০০ বছর ধরে এই গ্রামে ৫,০০০ লোক বসবাস করে। যাদের মধ্যে মহিলারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ছোট ছোট শিশুরা জানে না তাদের পিতৃপরিচয় এমনকি নিজের পদবী। মায়ের সাথে থাকে ১৯০ শতাংশ মহিলার পেশা হল যৌন জীবন। এই গ্রামের মহিলাদের দেহের গড়ন গায়ের রঙ উজ্জ্বল হওয়ার কারণে দালালদের কাছে বাড়ির পুরুষেরা দিল্লি মুম্বই কলকাতার বাজারে ভালো দামে বিক্রি করে দেয়।

মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম বাচেরা। ভারতে এই অঞ্চলটি মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী জীবন। মহিলাদের প্রধানতম পেশা যৌন বিনোদন। আদিবাসী পরিবারের বাবা ভাইরা নিজেদের কন্যা–বোনকে বাধ্য করে এই পেশায় যুক্ত হয়ে অর্থ উপার্জন করতে। অধিকাংশ পরিবারেই এই যৌন লাস্যতার জন্য একটা করে আলাদা ঘর বরাদ্দ করা আছে। খাদ্য–পানীয়–নগ্ন জীবনের রতি খেলায় সুখ দান হয়।

গুজরাটের বংশকান্তা জেলায় ওয়াদিয়া গ্রাম। রাজস্থান সীমান্তে উত্তর গুজরাটের এই গ্রামটিকে কলকাতার সোনাগাছি যৌনকর্মী গ্রাম নামে এক ডাকে চেনে। গত ৮০ বছর ধরে চলছে এই ব্যবসা। দেহের গড়ন গায়ের রঙ বিচার বিবেচনা করে পরিবারের লোকের ৫০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা মূল্যে এক রাত্রি ফূর্তির ব্যবস্থা করে। সারানিয়া উপজাতি জনগোষ্ঠীর মহিলাদের যৌন কর্মী হবার জন্য তালিম দেওয়া হয়। বাড়ির ছেলেদের কৃত্রিম ভাবে হিজরা করে খরিদ্দার ধরার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

১৯৮২ সালে 'দেবদাসী প্রথা' নিষিদ্ধ আইন প্রণয়ন হওয়া সত্ত্বেও কর্ণাটক–মহারাষ্ট্র অন্ধ্রপ্রদেশ তামিলনাড়ুতে ১৫ শতাংশ মহিলা দেবদাসী প্রথার সাথে যুক্ত রয়েছে। কর্ণাটকের সিরাজ জেলার দক্ষিণে 'সাউদত্তি' গ্রামের দেবতা ইয়ালাম্মার সাথে প্রতিবছর মকরসংক্রান্তির দিনে কয়েক হাজার মহিলা বিয়ে বা লাওয়ানি উৎসবে দেবদাসী হয়। একবার দেবদাসী হলে অন্য কোনও পুরুষের সাথে আর বিয়ে করা যাবে না। অতএব এই দেবদাসী মহিলাদের পাচার করে দেওয়া হয় দিল্লি–বোম্বাই–পুনে–সোলাপুরে গণিকালয়ে। ৪০–৫০ বছরের পুরুষের কাছে এই দেবদাসীদের দেহ মর্দন ভোগ স্বর্গের সুখ।

এরপরেও কি লিখতে হবে নারী স্বাধীনতা আন্দোলন–নারী দিবসের সার্থকতা।

ভোট নিয়ে জোট কমিটি পাথরপ্রতিমায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর জোট বার্তা পেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা বিধানসভায় সোমবার প্রথম সিপিএম–কংগ্রেস নেতৃত্বে জোটের বৈঠক করলেন। এদিনের বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে বলে দাবি করেছেন দুই দলের ব্লক নেতৃত্ব। এদিনের বৈঠকে সিপিএম জোনাল কমিটির সদস্য সত্যরঞ্জন দাস ও কংগ্রেসের শুভ্রাংশু নায়েক যৌথ কনভেনার ছিলেন। রামগঙ্গায় যুব কংগ্রেসের অফিসে এদিনের বৈঠকে দুই দলের ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রদেশ কংগ্রেস নেতা বীরেশ্বর মণ্ডল, ব্লক সভাপতি ফণিভূষণ গিরি, লক্ষ্মীকান্ত কপাট, শুভদেব বেরা, বিবেক জানারা উপস্থিত ছিলেন। সিপিএমের পক্ষে ছিলেন প্রাক্তণ বিধায়ক যজ্ঞেশ্বর দাস, বীরেশ্বর প্রমাণিক, ধীরেন সুর, প্রাণসুন্দর নায়েকরা উপস্থিত ছিলেন।

মূলত জোট হিসেবে প্রার্থীর নাম ও কর্মসূচি ঠিক করতে এদিনের বৈঠক ডাকা হয়েছিল। কয়েক ঘন্টা ধরে চলে এদিনের বৈঠক। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে এদিনের আলোচনা এগিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দুই দলের ২২ জনের একটি কমিটি তৈরি হয়েছে। এই কেন্দ্রে জোট প্রার্থী হিসেবে কংগ্রেস লড়াই করবে। এদিনের বৈঠক থেকে সর্বসম্মতভাবে কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ফণিভূষণ গিরিকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রদেশ ও জেলা নেতৃত্বকে জানিয়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে সিপিএমের পক্ষ থেকে ফণিভূষণ গিরির কথা জেলা কমিটিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আগামী দিনে যৌথ কর্মসূচি নিয়েছেন জোট নেতৃত্ব। দেওয়াল লিখন, মিটিং, মিছিল, সভা করবে জোটের নেতৃত্বরা। প্রদেশ কংগ্রেস নেতা বীরেশ্বর মণ্ডল বলেন, 'সিপিএমের সঙ্গে প্রথম জোট বৈঠক হল আজ। খুব ফলপ্রসূ হয়েছে এই বৈঠক। কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে ফণিভূষণ গিরির নাম সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রদেশ দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দুই দলের সদস্যদের নিয়ে কমিটি তৈরি করে নির্বাচন লড়া হবে। একসঙ্গে মিটিং, মিছিল সভার সিদ্ধান্ত হয়েছে।' অন্যদিকে সিপিএমের সত্যরঞ্জন দাস বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জোট তৈরি হয়েছে। এই কেন্দ্রের কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে প্রথম বৈঠক হল। যৌথভাবে একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।'

মে মাসেই ভাগ্যগণনা

প্রথম পাতার পর

প্রার্থী তালিকায় ৪৫ জন মহিলা, ৫৭ জন সংখ্যালঘু মুখ রয়েছে।

● উল্লেখযোগ্য ঘাসফুল প্রার্থীদের নাম কামারহাটি থেকে প্রার্থী হচ্ছেন মদন মিত্র।

- ● ভবানীপুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
- ● কলকাতা বন্দর ফিরহাদ হাকিম
- ● পাণ্ডুয়ায় তৃণমূল প্রার্থী ফুটবলার রহিম নবি
- ● উত্তর হাওড়া থেকে প্রার্থী হচ্ছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্ল
- ● বালিতে প্রার্থী বৈশালী ডালমিয়া
- ● কার্শিয়াংয়ে প্রার্থী শান্তা ছেত্রী
- ● কালিম্পঙে প্রার্থী হরকা বাহাদুর ছেত্রী
- ● শিলিগুড়িতে তৃণমূল প্রার্থী ভাইচুং ভুটিয়া
- ● বাঁকুড়া বড়জোড়ায় : অভিনেতা সোহম
- ● ভাঙড়ে : রেজ্জাক মোল্লা
- ● মঙ্গলকোটে : সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী
- ● মেটিয়াবুরুজে: আব্দুল খালেক মোল্লা
- ● রাসবিহারীতে : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
- ● চৌরঙ্গীতে : নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়
- ● বালিগঞ্জে : সুব্রত মুখোপাধ্যায়
- ● বেলেঘাটায় : পরেশ পাল
- ● শ্যামপুকুরে : শশী পাঁজা
- ● কাশীপুর–বেলগাছিয়ায় : মালা সাহা
- ● মধ্য হাওড়ায় : অরূপ রায়
- ● হাওড়া দক্ষিণে : ব্রজমোহন মজুমদার
- ● উলুবেড়িয়া পূর্বে : হায়দার আজিজ সফি
- ● উলুবেড়িয়া উত্তরে : নির্মল মাজি
- ● কুশমণ্ডিতে : রেখা রায়
- ● বালুরঘাটে : শঙ্কর চক্রবর্তী
- ● তপনে : বাচ্চু হাঁসদা
- ● গঙ্গারামপুরে : সত্যেন্দ্রনাথ রায়
- ● হবিবপুরে : অমল কিস্কু
- ● মালদায় : দুলালচন্দ্র সরকার
- ● নন্দীগ্রামে : শুভেন্দু অধিকারী
- ● মোথাবাড়িতে : এম ডি নজরুল ইসলাম
- ● বৈষ্ণবনগরে : অসীতবরণ বসু
- ● তমলুকে : নির্বেদ রায়
- ● পাঁশকুড়া পশ্চিমে : ফিরোজা বিবি
- ● ময়নায় : সংগ্রাম দলুই
- ● মহিষাদলে : সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার
- ● হলদিয়ায় : মধুরিমা মণ্ডল
- ● পটাশপুরে : জ্যোতির্ময় কর
- ● কাঁথি উত্তরে : বাঁশরি মাইতি
- ● ভগবানপুরে : অর্দ্ধেন্দু মাইতি
- ● খেজুরিতে : রঞ্জিত মণ্ডল
- ● রামনগরে : অখিল গিরি
- ● এগরায় : সমরেশ দাস
- ● নয়াগ্রামে : দুলাল মুর্মু
- ● দাঁতনে : বঙ্কিম প্রধান
- ● গোপীবল্লভপুরে : চূড়ামণি মাহাতো
- ● ঝাড়গ্রামে : সুকুমার হাঁসদা
- ● খড়্গপুর সদরে : রামপ্রসাদ তিওয়ারি
- ● এন্টালিতে : স্বর্ণকমল সাহা
- ● জোড়াসাঁকোতে : স্মিতা বক্সি
- ● মানিকতলায় : সাধন পাণ্ডে
- ● শিবপুরে : জটু লাহিড়ি
- ● সাঁকরাইলে : শীতল সর্দার
- ● পাঁচলায় : গুলশন মল্লিক
- ● গঙ্গারামপুরে : সত্যেন্দ্রনাথ রায়
- ● হরিরামপুরে : বিপ্লব মিত্র
- ● গাজলে : সুনীলচন্দ্র রায়
- ● চাঁচলে: সৌমিত রায়
- ● মালতীপুরে : মোজাম্মেল হুসেন
- ● রতুয়ায় : শেহনাজ কাদরি
- ● মানিকচকে : সাবিত্রী মিত্র
- ● মালদায় : দুলালচন্দ্র সরকার
- ● ইংরেজবাজারে : কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী
- ● বৈষ্ণবনগরে : অসিতবরণ বসু

ক্যানিং–এ তৃণমূলের কর্মী সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে মাতলা–১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ৭ নং দিঘীর উত্তরপাড়া মিশন মাঠে রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের আয়োজন হয়। এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, জেলা পরিষদের সহকারি সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, ক্যানিং–১ যুব সভাপতি পরেশরাম দাস, তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সরদার প্রমুখ।

হাবড়া থানার অভিনব উদ্যোগ

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবড়া থানার পক্ষ থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নাগরিক চেতনাবৃদ্ধিতে এক অভিনব পদক্ষেপ করা হয়। বিশেষ আটটি সতর্কীকরণ আবেদন সংবলিত একটি বিশালকায় গ্লো–সাইনবোর্ড হাবড়া থানার প্রধান ফটক সংলগ্ন দেওয়ালে সম্প্রতি টাঙানো হয়েছে এই আটটি সতর্কীকরণ। আবেদনগুলি হল, লোকালয়ের মধ্যে জোরে ডিজে বক্স বাজানো যাবে না, প্রতারণা রুখতে এটিএম পিন কোড নং অন্যকে না দেবার পরামর্শ, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরকারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি, শিশুশ্রমিক (১৮ বছরের কম) নিয়োগ দণ্ডনীয় অপরাধ, নেশামুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নেশা বর্জনের আবেদন, শব্দবাজির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা, বাড়ি বা ফ্ল্যাট ফাঁকা রেখে তালা দিয়ে বাইরে গেলে তা আগে থেকে থানায় জানানো। ধর্ষণকারীর নিশ্চিত দণ্ড। উল্লেখ্য হাবড়া থানার আইসি দায়িত্বভার গ্রহণের দু'বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত এটা একটা অভিনব পদক্ষেপ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মৈনাকবাবু হাবড়ায় আসেন ২০১৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। চলতি বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি তার দুবছর পূর্তি হয়। হাবড়ায় আসার পর তিনি আইন শৃঙ্খলা দেখা সহ জনসংযোগবৃদ্ধির একাধিক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন। সাম্প্রতিক এই পদক্ষেপ তার সাফল্যে নবতম সংযোজন। ইতিপূর্বে বাণীপুর জেলায় এই সতর্কীকরণ আবেদনগুলি প্রথম টাঙানো হয়। এছাড়াও বিভিন্ন টুর্নামেন্টেও এগুলি টাঙানো হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে ডিএসপি (সদর) দুর্বার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মৈনাকবাবুর এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। পুলিশকে প্রতিদিন যে সমস্ত সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে হয়, এবিষয়ে সাধারণ মানুষকেও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। সাধারণ মানুষকে এহেন আবেদনের মধ্যে দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির এই প্রয়াস বাস্তবিক প্রশংসার দাবি রাখে।

আর এর মাধ্যমে জনমানসে সচেতনতাবৃদ্ধি হলে তা সামগ্রিক পুলিশ প্রশাসনেরই সাফল্য।' বর্তমান আইসি হাবড়া থানায় যোগদান করার পর থেকে নানা ধরনের সামাজিক কর্মসূচি নিয়েছেন। এবারের উদ্যোগটিও এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মানুষের কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে।

তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে লোকশিল্পীদের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক জেলাভিত্তিক লোকশিল্পীদের কর্মশালা কর্মসূচি। এই উপলক্ষ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে বারাসতের রবীন্দ্রভবনে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর চব্বিশ পরগনার মোট পাঁচটি ব্লক থেকে ব্লক প্রতি ১৫০ জন করে মোট ৫০০ লোকশিল্পী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শাসক মনমিত নন্দা।

উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অনিন্দ্য গঙ্গোপাধ্যায়, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের শিক্ষা, ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রঞ্জিত দাস প্রমুখ। এদিন অনুষ্ঠান শেষে প্রত্যেক শিল্পীকে এক হাজার টাকা করে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, 'লোক শিল্পীদের সংস্কৃতি বাংলার এক প্রাচীন সংস্কৃতি। ৭০ হাজার লোকশিল্পীকে সরকারি পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের।' বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে একটা স্বর্ণ যুগ এসেছে বলে কাকলিদেবী দাবি করেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প কন্যাশ্রীসহ খাদ্যসাথী, সবুজ সাথী, নির্মল বাংলা, লোকপ্রসার প্রকল্প বিষয়ক বক্তব্য রাখেন জেলা শাসক, পুরপ্রধান ও রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অনিন্দ্যবাবু জানান, আগামী দিনে এইসব শিল্পীদের মাধ্যমে বাংলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রকল্প বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই আওতাবৃদ্ধিতে যে সমস্ত লোকশিল্পী এখনও বাকি আছেন, তারাও সামিল হবেন বলেও অনিন্দ্যবাবু জানিয়েছেন।

পরিশ্রুত পানীয় জল পাবে তিন পুরবাসী

দীপক ঘোষ : বজবজ মহেশতলা ও পুজালী পুরসভার ৭০টি ওয়ার্ডের প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ পরিশ্রুত পানীয় জলের পরিষেবা পাবে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বজবজ কুইন সিনেমা হলে এক সভায় রাজ্যের পুর নগরোয়ন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম একথা বলেন। বিধায়ক অশোক দেবের প্রচেষ্টায় অঞ্চলের মানুষ জল পরিষেবা পাবেন। আনুমানিক এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৪ কোটি টাকা।

গার্ডেনরিচ জল প্রকল্প থেকে একটি ডেডিকেটিভ মেন লাইনের ১৪.৮৫ কিমি মাধ্যমে বজবজে একটি আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভারে জল সঞ্চিত হবে। বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে যাবে। মানুষ পানীয় জল পাবে সকাল ৭টা থেকে ৯টা বিকাল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত।

বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম সেনগুপ্ত সূচনা পর্বে জল প্রকল্পের রূপ রেখা নিয়ে ব্যাখ্যা করে বলেন অনেক কসরত করে এই জল আমরাই মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পেরেছি। সেই জন্য আমরা সকলেই খুশি, বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রীমতী ফুলু দে বলেন জল দপ্তরের কর্মচারি কেএমডিএর আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আজ সার্থক, অনেক প্রতিক্ষার পর বাস্তব রূপে আমরা গর্বিত।

রেলে নিরাপত্তা ও পরিষেবায় জোর

সুজয় সাধুখাঁ : প্রায় ১ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে ঝড়ের গতিতে দ্বিতীয় রেল বাজেট পড়লেন সুরেশ প্রভাকর প্রভু। বাজেট বক্তৃতা শেষ হবার পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সুরেশ প্রভু ও তার টিমকে শুভেচ্ছা জানালেন। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী এ দিন যে রেল বাজেট পেশ করলেন তা জনমোহিনী না উন্নয়নধর্মী? প্রভু এ দিন যে বাজেট পেশ করলেন তাতে যাত্রীভাড়া বাড়ানো হয়নি। বাড়ানো হয়নি পণ্য মাশুল ও ভাড়া বৃদ্ধি না পাওয়ায় নিত্যযাত্রীরা প্রাথমিকভাবে বেশ খুশি। রেল যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে এবং ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সুখকর করতে একগুচ্ছ প্রস্তাব দেন রেলমন্ত্রী রেল বাজেট থেকে সাধারণ মানুষ এটাই সবচেয়ে বড় পাওনা। ২০১৬–১৭ সালের রেল বাজেট নীচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল :

নয়া রেলগাড়ি :

● শুধু এসি থ্রি টায়ার কামরার টেন ''হামসফর''।

● ১৩০ কিলোমিটার গতির ট্রেন ''তেজস''।

● ব্যাস্ত রুটগুলিতে যাত্রীর চাপ কমানোর জন্য দোতলা ট্রেন ''উদয় এক্সপ্রেস''

● অসংরক্ষিত আসনের সুপারফাস্ট ''অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস''।

● দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে ২ থেকে ৪টি অতিরিক্ত অসংরক্ষিত কামরা ''দীনদয়ালু কোচ''।

বয়স্কদের জন্য ''সারথি সেবা''

বয়স্কদের ও অক্ষম যাত্রীদের জন্য স্টেশন ও ট্রেনে চালু হচ্ছে ''সারথি সেবা''। রেলমন্ত্রী জানান বিশেষ পোশাক দিয়েই সাহায্যকারী কর্মীদের চেনা যাবে। এছাড়া ট্রেনের কামরা পরিষ্কার করানোর দরকার হলে মোবাইলে এসএমএস করলেই ট্রেনকর্মী হাজির হবে। ট্রেনে সাধারণ কামরায় যাতে যাত্রীরা মোবাইলে চার্জ করতে পারেন তারও ব্যবস্থা থাকবে ট্রেনে। নিজের ইচ্ছে মত পছন্দ করা যাবে বার্থও।

মহিলা ও প্রবীন নাগরিকদের জন্য লোয়ার বার্থ সংরক্ষণ বাড়ছে ৫০ শতাংশ।

মহিলা সুরক্ষা : মহিলা সুরক্ষার জন্য বিশেষ

নজরদারী দিচ্ছে রেলমন্ত্রী। দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে থাকবে বিশেষ নজরদারী, চারশোরও বেশি স্টেশনে বসানো হবে সিসিটিভি ক্যামেরা, ট্রেনে আরপিএফ স্কোয়াডও বাড়ানো হচ্ছে। কোনও রকম অভিযোগ জানানোর জন্য চালু করা হয়েছে বিশেষ নম্বর ''১৮২''।

মা, শিশুদের জন্য ট্রেনে বিশেষ খাবার :

দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে থাকবে শিশুদের জন্য বিশেষ মেনু। নতুন মা ও শিশুদের জন্য থাকবে বিশেষ খাবার ব্যবস্থা। যেমন, গরম জল, বেবিফুড মিলবে ট্রেনেই। এ ছাড়াও বেশ কিছু বড় স্টেশনে বেস কিচেন থেকে যাত্রীরা তাদের পছন্দের খাবারও কিনে খেতে পারবেন।

নতুন প্রযুক্তি :

● ৪০০টি স্টেশনে ওয়াইফাই সুবিধা।

● ট্রেনে যাত্রী বিনোদনের জন্য এফএম রেডিয়ো। রেল চলাচলের তথ্য জানতে স্যাটেলাইট নির্ভর ডিজিটাল ডিসপ্লে।

● মোবাইল অ্যাপের সাহায্যে প্ল্যাটফর্ম টিকিট।

● ফোনেই টিকিট বাতিল করা যাবে

● টিকিট সংক্রান্ত ইস্যু ও অভিযোগের সমাধানের অ্যাপ

ভেন্ডিং মেশিন

ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বড় স্টেশনে বসানো হয়েছে ভেন্ডিং মেশিন কাউন্টারে লাইন না দিয়েই এই মেশিন থেকে টিকিট কাটতে পারবেন যাত্রীরা। পাশাপাশি বসছে আড়াই হাজার ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনও এই মেশিনে পয়সা ফেলে নিজেরাই পানীয় জলের পাউচ কিনতে পারবেন যাত্রীরা।

বিশেষ নজরদারী :

অনেক যাত্রীরাই বিনা টিকিটে যাতায়াত করেন। তাই এই ভ্রমণ আটকাতে ট্রেনেই পোর্টেবল মেশিনের মাধ্যমে টিকিট ইস্যু এবং টিকিটে বার কোডেড টিকিট স্ক্যানার। ৪০০টি স্টেশনে থাকবে সিকিউরিটির বিশেষ নজরদারী।

মোবাইল অ্যাপে টিকিট

মোবাইলে অ্যাপের সাহায্যে প্ল্যাটফর্মে টিকিট কাটা যাবে। একই ভাবে কাটা যাবে অসংরক্ষিত কামরার টিকিটও। ২০২০ সালের মধ্যে এমন ব্যবস্থা করা হবে যাতে যাত্রীরা চাইলেই তখনই টিকিট কনফার্ম করতে পারবেন। এ ছাড়াও টিকিট কাটার জন্যে এ বার থেকে গ্রহণ করা হবে ক্রেডিট কার্ডের পাশাপাশি ডেবিট কার্ডও।

এতদ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, এন.আই.টি নং 20/Kul/s24pgs/2016 21/Kul/s24pgs/2016 22/Kul/s24pgs/2016 23/Kul/s24pgs/2016 24/Kul/s24pgs/2016 25/Kul/s24pgs/2016 তাং–০২/০৩/২০১৬ এ ১৮টি টিউবওয়েল [সীতারাম ইয়েচুরি, এম.পি (রাজ্যসভা)] এবং মিড ডে মিলের থালা, গ্লাস সরবরাহ–এর ই–টেন্ডার ডাকা হয়েছে। ই–টেন্ডার মেমো নং– 19/Kul/s24pgs/2016 (ই–টেন্ডার) তাং–০২/০৩/২০১৬ ই–টেন্ডার এর জন্য ১০/০৩/২০১৬ তে সন্ধ্যে ৬.৩০ মিনিট পর্যন্ত শেষ সময় সীমা ধার্য করা হয়েছে। এবং বাকী সব মেমো নং এর জন্য ০৯/০৩/২০১৬ বেলা ৪.০০টা পর্যন্ত শেষ সময় সীমা ধার্য করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে বিশদ জানতে কুলতলী নির্বাহী আধিকারিকের করণে যোগাযোগ করুন। ই–টেন্ডার–এর জন্য wbtenders.gov.in–এ যোগাযোগ করুন।

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতি
জামতলা, দক্ষিন ২৪ পরগনা

২৯৮/০৪-০৩-২০১৬

পারিবারিক সূত্রেই প্রভাসের লোকশিল্পে প্রেরণা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছেন। সঙ্গীতকে ভালবেসে ত্যাগ স্বীকার করেছেনও অনেক। তবু গান থেকে সরে আসেননি বারাসতের লোকশিল্পী প্রভাস বিশ্বাস। বর্তমান বয়স প্রায় ৪৩ বছর। কিন্তু প্রায় তিরিশ বছর ধরে গানের জগতের সঙ্গে যুক্ত। সঙ্গীতের প্রেরণা পেয়েছেন পারিবারিক সূত্রেই। জানালেন মা চন্ডিরাণী বিশ্বাসের গান শুনে আকৃষ্ট হয়েই তার সঙ্গীতের জগতে আসা। মাতুল পরিবারের প্রায় সকলেই লোকসঙ্গীত শিল্পী দাদু (মায়ের বাবা) প্রয়াত হরষিত হালদার খুব ভাল লোকগান গাইতেন। বাবা রামচন্দ্র বিশ্বাসও ভাল লোকশিল্পী। প্রভাসবাবুর প্রথম শিক্ষাগুরু মামা খোকন হালদার। প্রায় বছর চোদ্দ বয়সেই তার কাছে সরগম এর হাতেখড়ি। রাগরাগিণী শেখার সূচনা হয় তার মামার হাত ধরেই। পরবর্তীতে লোক গীতির সমন্বয়ে প্রথম ভিডিও অ্যালবাম মাটির টানে প্রকাশিত হয়। জানালেন এই সিডি প্রকাশের নেপথ্য কাহিনী।

প্রচণ্ড আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে তার এই সিডি'র প্রকাশ। একটি অনুষ্ঠানে তার গান শুনে ভাল লাগায়, বারাসতের অডিট্রাক সাউন্ড ও রেকর্ডিং স্টুডিও'র কর্ণধার জয়দেব সুর এই সিডি প্রকাশে আর্থিক ও কায়িকভাবে সহযোগিতা করেন। এছাড়াও মিউজিক অ্যারেঞ্জার ইন্দ্রনীল রায় ও সোমনাথ স্বর্ণকারের সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। উল্লেখ্য, এই সিডির দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা', 'হৃদ মাঝারে রাখব, ছেড়ে দেবনা', 'কান্দে হাসন রাজার মন ময়না রে', 'ধন্য ধন্য বলি তারে' গানগুলি তার গায়কী কন্ঠের যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। এছাড়াও এই সিডিতে আছে তার নিজের লেখা ও সুর করা কয়েকটি গানও। তবে বর্তমান রাজ্য সরকারের 'লোকশিল্প প্রসার প্রকল্প'এর মাধ্যমে ২০১৪ সালে সরকারি পরিচয়পত্র পান। এটা পাওয়ার পরে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে নিয়মিত ডাক পাচ্ছেন। এর সঙ্গে থাকছে বিভিন্ন আমন্ত্রণমূলক অনুষ্ঠানও। এর ফলে, সব মিলিয়ে আর্থিক দুরবস্থার অনেকটাই সুরাহা হয়েছে বলে তিনি প্রতিবেদককে জানিয়েছেন।

এ সপ্তাহের মুখ

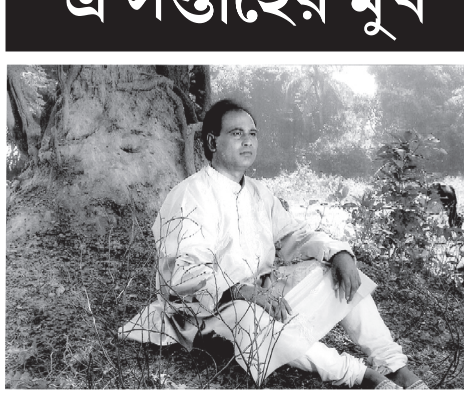

কুলতলী সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধীনে ১) বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী (চাল, ডাল, লবণ, তেল ইত্যাদি) ও অন্যান্য সামগ্রী মজুতকরণের নিমিত্ত মজুতকারী এবং ২) ওই সমস্ত সামগ্রী প্রকল্পের অন্তর্গত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে পরিবহনের নিমিত্ত পরিবহনকারী নিয়োগের জন্য অভিজ্ঞ ও আগ্রহী সংস্থার নিকট হইতে পৃথক সিলকরা খামে দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। আগ্রহী সংস্থার প্রতিনিধিরা বিস্তারিত বিবরণের জন্য এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর হইতে ২১ দিন পর্যন্ত নিম্নলিখিত আধিকারিকের কার্যালয়ে সমস্ত সরকারী কাজের দিন বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
কুলতলী সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
জামতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
দূরভাষ–০৩২ ১৮–২৪৮০৮৪

৩৩৬(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/০২.০৩.১৬

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

টাইম মেশিনে চড়ে ভোট দুনিয়ায় ঘোরাফেরা

পশ্চিমবঙ্গের ষোড়শ আইনসভার ভোট দোরগোড়ায়। ভোট পর্ব ঠিকঠাক ভাবে করতে কেন্দ্রীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ডঃ নাসিম জাইদির নেতৃত্বে ইতিমধ্যে একটি দল রাজ্যের প্রশাসন এবং স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকও সেরে ফেলেছেন। অপরদিকে নির্বাচন করতে যা যা করতে হয় সেই বিষয়গুলিতে সাধারণ প্রশাসন এবং পুলিশ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিও প্রস্তুত। এবারের ভোটযুদ্ধকে ভালোভাবে জানতে টাইম মেশিনে চড়ে **গোবিন্দ চক্রবর্তী** ঘুরে এলেন এ রাজ্যের ভোট আঙিনায়।

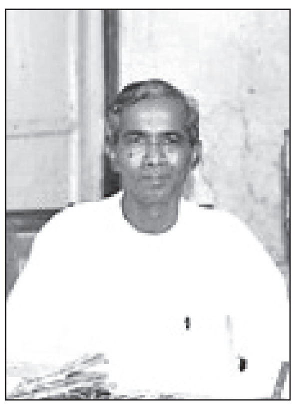
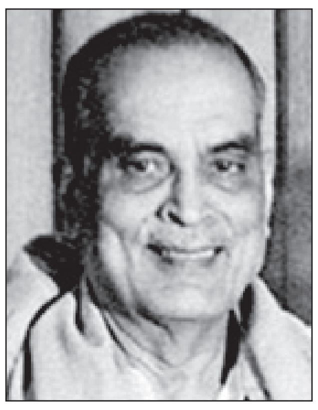
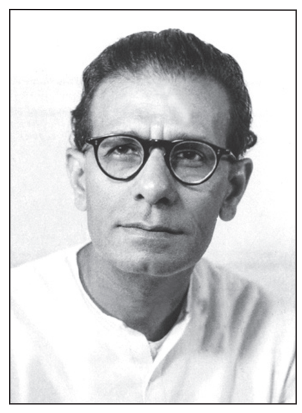
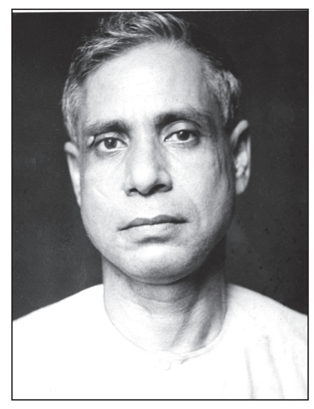
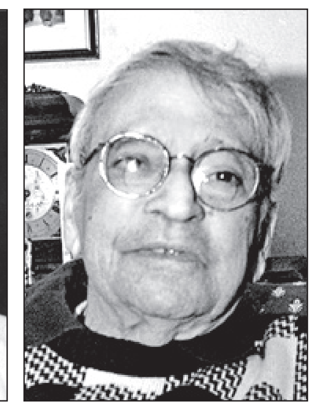
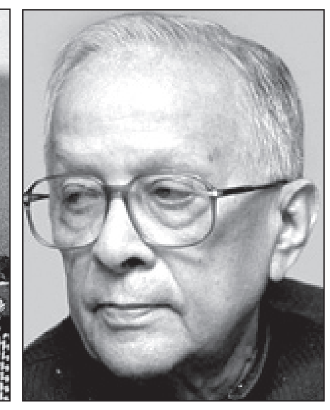

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গ

ভারতের ৩০টি রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম একটি অঙ্গরাজ্য। এক সময়ের গঙ্গারিডি বা সমতল নামের অঞ্চলটি কখন যে বঙ্গ বা বাংলা নামে পালটে গেল তা অজানা।

এক সময় অসম, বিহার এবং ওড়িশা বাংলায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭৪ সালে অসম এবং ১৯১১ সালে বিহার ও ওড়িশা আলাদা হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালে ভারত ভেঙে পাকিস্তান রাষ্ট্র হয়। বাংলার পূর্ব অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই বঙ্গের আয়তন আরও কমে যায়।

১৯৫০ সালে কোচবিহার, ১৯৫৪ তে চন্দননগর এবং ১৯৫৬ সালে পুরুলিয়া ও কিষাণগঞ্জের একটি অংশ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় রাজ্যের আয়তন বাড়ে। ২০১৫তে ছিট মহল সমস্যা মিটে যাওয়ায় স্থলভূমি আরও একটু বাড়ল।

৮৮৭৫২ হাজার বর্গ কিলোমিটারের ২০টি জেলায় ৯,১৩৪৭৭৩৬ কোটি জনসংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার আসন সংখ্যা ২৯৪টি লোকসভার আসন ৪২টি এবং রাজ্য সভার আসন সংখ্যা ১৬টি। আর বিধান পরিষদ বাতিল করা হয় ১৯৬৯ সালে।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৬৭ সালে এসে ২০ বছরের কংগ্রেস শাসনের অবসান হয়। ১৯৬৭ সালের ১ মার্চ সরকার গড়ে যুক্তফ্রন্ট, প্রথম পর্বে এই সরকারের আয়ু ছিল ৯ মাস। দ্বিতীয় দফায় ১৩ মাস। ১৯৭২ সালের সপ্তম বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস ফের ক্ষমতায় আসে। তারপর কংগ্রেস এককভাবে নির্বাচনে জেতার ক্ষমতা হারায়। ২০১১ সালে তৃণমূলের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েক দিনের জন্য ক্ষমতায় পাশে ছিল এইমাত্র।

১৯৭৭'র নির্বাচনে বামফ্রন্ট বিপুল জনাদেশ নিয়ে সরকার গড়ে যা ২০১১ সালে এসে তার ইতি ঘটে। ২০১১ সালে ২০ মে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। এখন তা বর্তমান।

স্পিকার

স্বাধীনতার পর বিধানসভার স্পিকার হয়েছেন ১০ জন। এঁরা হলেন– ঈশ্বর দাস জালান, শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র কর, কেশব চন্দ্র বোস, বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অপূর্ব লাল মজুমদার, সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লা, হাসিম আব্দুল হালিম, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী

১৯৪৭ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত যে আট জন মুখ্যমন্ত্রীর আসনে আসীন হয়েছেন, তাঁরা হলেন ডাঃ প্রফুল্লকান্তি ঘোষ (১৫.৮.১৯৪৭–২২.১.১৯৪৮ দ্বিতীয়বার ২১.১১.১৯৬৭–১৯.২.১৯৬৮), ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (২৩.১.১৯৪৮–১.৭.১৯৬২), প্রফুল্ল চন্দ্র সেন (৯.৭.১৯৬২–২৮.২.১৮৬৭), অজয় মুখোপাধ্যায় (১.৩.৬৭–২১.১১.১৯৬৭, দ্বিতীয়বার ২৫.২.১৯৬৯–৩০.৭.১৯৭০, তৃতীয়বার ২.৩.১৯৭১–২৫.৬.১৯৭১) সিদ্ধার্থ শংকর রায় (২০.৩.১৮৭২–৩০.৪.১৭৭৭), জ্যোতি বসু (২১.৬.১৯৭৭–৫.১১.২০০০), বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (৬.১১.২০০০–১৩.৫.২০১১) এবং অষ্টম মুখ্যমন্ত্রী হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (২০.৫.২০১১–)।

বিরোধী নেতা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুযায়ী লোকসভা এবং বিধানসভায় কটি বিরোধী নেতার আসন আছে। বিরোদী দলের ওই নেতা পূর্ণ মন্ত্রী সমমর্যাদা। তবে ওই পদটি পেতে হলে মোট আসনের ১০ শতাংশই আসন ওই দলের থাকতে হবে।

সংবিধান

দেশ স্বাধীন হলে তা পরিচালনার জন্য সংবিধান অবশ্যই প্রয়োজন। তার মান্যতা দিয়ে ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সভাপতি করে জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, ভীম রাও আম্বেদকর, গোপাল সাথী আয়েঙ্গার, আচার্য কৃপালনী, পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন, আল্লাদি কৃষ্ণ সাথী আয়ার, কে এন মুন্সি, টিটি কৃষ্ণমাচারী প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

ওই রূপকারেরা ১১টি অধিবেশনের মধ্য দিয়ে ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিনের চেষ্টায় সংবিধান রচনা করেন। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান কার্যকর হয়।

আদমসুমারি

দেশ পরিচালনা করতে সঠিক জনসংখ্যার তথ্য থাকা

জরুরি। ওই তথ্য ভান্ডার গড়তে ১৯৫১ সালে ভারতে প্রথম লোক গণনা বা সেনসাশের কাজ শুরু হয়। তারপর প্রতি ১০ বছর অন্তর নিয়ম ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হচ্ছে। ২০১১ সালের সর্বশেষ লোক গণনার ফল অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যা ১২৭,৪২,৩৯৭৬৯ কোটি।

নির্বাচন

সংবিধানের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদ, ৩২৪ ধারা অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর অন্তর লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচন করতে হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে সাংসদ এবং বিধায়কেরা নির্বাচিত হবেন।

ওই বিধি অনুযায়ী ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে লোকসভা গঠন করতে তৎকালীন ৩৬,১০৮৮০৯৬ কোটি জন সংখ্যার নিরীখে ৪৮৯টি আসন স্থির করে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত সাংসদের নিয়ে প্রথম লোকসভায় অধিবেশন বসে ১২ মে ১৯৫২, লোকসভার প্রথম স্পিকার জিএস মবলঙ্কর। বর্তমানে লোকসভার আসন সংখ্যা ৫৪৩টি আর রাজ্যসভার আসন সংখ্যা ২৪৫টি।

সময়ের দাবি মেনে নির্বাচন পদ্ধতির অনেক সংশোধন হয়েছে। ১৯৯৩ সালে এক সদস্যের নির্বাচন কমিশনার পদ বাতিল করে তিন সদস্য করা হয়েছে।

১৯৫২'র পর পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা ভারতে লোকসভার মহাজোট হয় যথাক্রমে ৫৭, ৬২, ৬৭,৭১,৭৭,৮০,৮৪, ৮৯, ৯১, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ২০০৪, ২০০৯ এবং ২০১৪ সালে।

রাজনৈতিক দল

ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ১,৭৬১টি, এর মধ্যে জাতীয় দল মাত্র ৪টি।

জাতীয় পার্টির মর্যাদা

মান্যতা পেতে গেলে ওই দলকে ৪টি রাজ্যের প্রতিটি রাজ্য থেকে ৬ শতাংশ ভোট পেতে হবে। অথবা ৩টি রাজ্য থেকে ১১ জন সাংসদ নির্বাচিত হতে হবে।

জামানত

লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচনে দাঁড়াতে প্রার্থীর বয়স হতে হবে ২৫ বছর। তাকে সাধারণ লোকসভার ক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকা এবং বিধানসভার ক্ষেত্রে ১০ হাজার টাকা জমা রাখতে হবে। প্রদত্ত ভোটের ৬ শতাংশ মতো ভোট না পেলে প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে।

আসন বন্টন নীতি

১৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচনে রাজ্যে ২,৬৩০০৬৭০ কোটি জনসংখ্যার নিরিখে লোকসভার ক্ষেত্রে ৩৪টি এবং বিধানসভার ক্ষেত্রে ২৩৮টি আসন বরাদ্দ করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫২ এর পর রাজ্যে বিধানসভার ভোট হয় যথাক্রমে ৫৭,৬২, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৭২, ৭৭, ৮২, ৮৭, ৯১, ৯৬, ২০০১, ২০০৬ এবং ২০১১ সালে। এরমধ্যে ৫২, ৫৭, ৬২, ৬৭, ৬৭, ৭১, ৯১ এবং ১৯৯৬ এই ৭টি নির্বাচন লোকসভা এবং বিধানসভা এক সঙ্গে হয়।

আসন বন্টনের ক্ষেত্রে নীতি হল প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রের জনসংখ্যা মোটামুটি বা গড়ে এক হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে হবে প্রতি বছর অন্তর সেনশাসের পর। ওই রাজ্যের জনসংখ্যার নিরিখে লোকসভা এবং বিধানসভার আসন সংখ্যা ডিলিমিটেশন পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে বাড়ানো কমানো হবে।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৫৭'র নির্বাচনে রাজ্যে লোকসভায় আসন বেড়ে হয় ৩৬টি। আর বিধান সভায় আসন বেড়ে হয় ২৫২টি। দ্বিতীয় জনগণনার শেষে বিধানসভায় আসন হয় ২৮০ আর লোকসভার ক্ষেত্রে ৪০টি। তৃতীয় (১৯৭১) সেনশাসের শেষে পূণর্বিন্যাস বিধি প্রয়োগ করার পর পশ্চিমবঙ্গের লোকসভার আসন বেড়ে হয় ৪২টি এবং বিধানসভায় আসন বেড়ে হয় ২৯৪টি।

এরপর নিয়ম করে ১৯৮১, ৯১, ২০০১ এবং ২০১১ সালে লোকগণনার কাজ হলেও আসন সংখ্যার আর হেরফের হয়নি। শুধু তাই নয় সিদ্ধান্ত হয়েছে ২০০৬ পর্যন্ত আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

১৯৭১এর পর দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু আসন সংখ্যা বদল না হওয়ায় সমস্ত মানুষ সমান সুযোগ পাবে এই নীতি ব্যাহত হচ্ছিল।

এই সমস্যাটি সমাধান করতে আসন সংখ্যা না বাড়িয়ে ২০০১ সালের জনসংখ্যাকে ভিত্তি করে ২০০৯ সালে অভ্যন্তরীণ ভাবে আসন সংখ্যা 'হেরফের' করা হয়। ২০০৯ এবং ২০১৪ লোকসভা এবং ২০১১ সালের বিধানসভার ভোট হয়েছে ডিলিমিটেশনেই আসন ভাগকে ভিত্তি করে।

ডিলিমিটেশন বা পূনর্বিন্যাসের নিয়ম প্রথমে রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে বিধানসভার আসন দিয়ে ভাগ। জেলার ক্ষেত্রে রাজ্যের ভাগফলকে জেলার জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ।

গুরুত্বপূর্ণ কর্মপন্থাসমূহ

বিশেষ সংবাদদাতা : উত্তরাখান্ডের পিথোরাগত জেলায় বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পে বিভিন্ন ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছে ইতিমধ্যে। মেয়েদের সুরক্ষিত এবং তাদের শিক্ষিত করার তাগিদে বিভিন্ন র‍্যালি, পথনাটিকা আয়োজিত হয়েছে। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র গ্রামেই নয়, বাজার এলাকাতেও এ ধরণের নাটিকা আয়োজিত হয়েছে। এই ধরণের পথনাটিকায় লিঙ্গ নির্বাচিত, গর্ভপাত সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে সাহায্য করছে।

নারীশক্তি

ঠিক একইভাবে, পাঞ্জাবের মানসা জেলায় মেয়েদের শিক্ষাঙ্গনে আসায় উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। সেখানে – ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীরা একদিনের জন্য তাদের পছন্দের মানুষের সঙ্গে কাটানোর সুযোগ পাচ্ছে। এই পছন্দের মানুষেরা হতে পারেন ডাক্তার, পুলিশ আধিকারিক, ইঞ্জিনিয়ার, আইএএস অথবা আইপিএস আধিকারিক। ইতিমধ্যে ৭০ জন ছাত্রী এই সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছে।

উল্লেখ্য, জাতীয় বালিকা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, উদয়ের পথে মেয়েদের যাওয়াই ভারতের প্রগতি নিশ্চিত করবে। অতএব, বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পকে উজ্জীবিত করে ভেদাভেদমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজন যেখানে মেয়েরাও নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে।

সম্প্রতি, রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ১০০ জন কৃতি মহিলাকে রাষ্ট্রপতি ভবনে সম্মানিত করেছেন মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ করে। এই মহিলাদের নির্বাচন করেছে মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক ফেসবুকের সাহায্যে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতা এবং পুনর্নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। মনোনিত ৪৭৪ জনের থেকে ২০০ জন মহিলাকে বেছে নেওয়া হয় প্রথমে এবং গত বছর ৩ ডিসেম্বর গণভোটের মাধ্যমে ঐ দুশো জনের থেকে একশো জনকে নির্বাচিত করা হয়।

ফেসবুকের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন যেমন – ছত্তিশগড়ের পান্ডবানি'র লোকশিল্পী পদ্মভূষণ তীজন বাঈ, তেমনই সাধনা শর্মা বা আন্তর্জাতিক স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি বিষয়ক প্রতিযোগিতায় জয়ী বৈষ্ণবী ইয়ারলাগাড্ডা বা মধ্যপ্রদেশের ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় শিকার হয়েছেন যেসব মানুষজন তাঁদের সেবায় নিয়োজিত রশিদা বাঈ অথবা অ্যাসিড আক্রমণের শিকার বোকারোর সোনালি মুখোপাধ্যায় এবং ঘাটশিলার চাকুলিয়া ব্লকের লেডি টারজান' বাস্তুতন্ত্র বাঁচানোর তাগিদে নিরন্তর গাছের সেবা করে চলেছেন যমুনা টুড্ডু এই কৃতিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন।

উর্দু কবি আলতাফ হোসেন মহিলাদের ক্ষমতা সম্পর্কে উনবিংশ শতকে লিখেছিলেন – এই মাও, বেহনো, বেটিও দুনিয়া কি জিনাত তুমসে হ্যায়। মুলকো কি বস্তি হো তুমহি, কৌমম কি ইজ্জত তুমসে হ্যায়। তাঁর এই সহমর্মিতার আরও ভাস্বর হয়ে যখন আমরা কল্পনা চাওলা, মেরিকম, সানিয়া মির্জাদের শীর্ষে ওঠা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি। তেমনি শিল্প, সংস্কৃতি, ছায়াছবির কিংবদন্তী শিল্পী লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, গীতা দত্ত, সিতারা দেবী, মৃণালিনী সারাভাই, প্রিয়াংকা চোপড়াদের সামনে রেখে আমরা দুনির্বার গতিতে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পাই। এই প্রেক্ষিতে আসুন আমরা সংঘবদ্ধ হই মেয়েদের বাঁচিয়ে তাঁদের তাপর্যপূর্ণ জীবনযাপনে সাহায্য করার জন্য।

আন্তর্জাতিক নারীদিবসে, দারিদ্রের ছোবলে উদীয়মান শিশু সংগীত শিল্পী ঝিলিক

মলয় সুর

না, সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্ম হয়নি তার কিন্তু দিন বদলের স্বপ্ন দেখে ঝিলিক। স্বপ্ন দেখে পরিবর্তিত সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে রচনা করার আর তারই প্রস্তুতি

হিসাবে নতুন প্রজন্মের মেয়ে হয়েও চুঁচুড়া মতিবাগানের এক চিলতে ছিটে বেড়ায় টালির বাড়িতে ছিপছিপে এক রত্তি ঝিলিক বিশ্বাস হতে চায় একজন বড় মাপের সঙ্গীত শিল্পী। সে জনপ্রিয় গায়িকার স্বীকৃতি লাভ করতে চায়। সঙ্গীতে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ২০১৫ সালে শেওড়াফুলিতে সারা বাংলা সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করা তার সেই ইচ্ছাটাকে আরও উস্কে দিয়েছে। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি গানও সমান তালে চালাচ্ছে ঝিলিক।

চুঁচুড়া দেশবন্ধু মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা চক্রবর্তীর শুভেচ্ছা তার চলার পথে আশীর্বাদ। মা বাবাকে নিয়ে ঝিলিকদের ছোট্ট সংসার। ছোট থেকেই বাড়িতে গানের পরিবেশে বেড়ে ওঠা। এই বয়সে অনায়াসে সে লতা ও আশাজীর গান গায় অনুষ্ঠানে। এছাড়া শুভমিতার গানগুলি গেয়ে মাতিয়ে দেয় শ্রোতাদের। ঝিলিকের গলাটা আলাদা রকমের। খুব রোমান্টিক। ওর স্বরে একটা ভেজা ভাব আছে। তাতে শুনতে আরও ভাল লাগে ওর কণ্ঠ। কিন্তু বাধ সেধেছে অর্থনৈতিক দারিদ্রতা। দু'বেলা রোজ পেটভরে আহার জোটে না। তবু অদম্য জেদ লড়াই করার মানসিকতা ও প্রতিভার জেরে এগিয়ে চলেছে সে। বাবা শঙ্কর বিশ্বাস, মা সান্ত্বনা বিশ্বাসকে নিয়ে দিন আনি দিন খাওয়ার সংসার।

কিন্তু এই দারিদ্রের পাহাড়কে অতিক্রম করে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে ঝিলিক। বাবার ছোট্ট চায়ের দোকান। আয় যৎসামান্যই। তবে ঝিলিককে অর্থ ও নানাভাবে সাময়িক সাহায্য করেন সমাজসেবী কাঞ্চন সিংহ রায়। এছাড়া আরও একজন প্রতিদিন খোঁজ রাখেন। অর্থ জোগাড়ের চেষ্টা করেন। তিনি গৌরাঙ্গ আইচ সরকার। অপরদিকে এলাকার হিতাকাঙ্ক্ষী প্রদীপ দত্ত বিভিন্ন প্রান্তের ফাংশানে ঝিলিককে গান গাইবার সুযোগ দেন। এমন কি পড়াশোনার বই খাতা জোগাড় করে সাহায্য করেন। ওঁদের অনুপ্রেরণাতেই সে পথচলার সাহস পেয়েছে। সেই থেকেই একটার পর একটা পুরস্কার পেয়ে চলেছে ঝিলিক।

সীতা, দ্রৌপদী, সতী সাবিত্রীর দেশে মহিলারা যে একেবারে ব্রাত্য ছিল তা নয়। বরং পুরাকালে শাস্ত্র এবং বেদের বিভিন্ন অংশে বর্ণিত রয়েছে নারীর অপার মহিমার কথা। সেই নারী জাতি যখন ক্রমশ অবহেলিত হতে থাকে তখন গোটা সমাজটাই সমস্যাকূল হয়ে পড়ে। কারণ মাতৃশক্তির আধারকে উপেক্ষা করে এগনো কারও পক্ষে সমীচিন নয়। তাও এই বিশ্বায়নের জমানাতেও নারীজাতিকে অবদমন করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। সমাজের মুখিয়ারাই অনেক ক্ষেত্রে তাতে কলুষিত হচ্ছে। আগের যুগের সতীদাহর বিড়ম্বনাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে এখনকার ক্রমবর্দ্ধমান ভ্রূণ হত্যা।

এদিকে আলোকপাত না করতে পারলে অধঃপাতে চলে যাবে পুরো জাতিটাই। এই বোধ জাগ্রত হলে ভালো, না হলে অপেক্ষা করছে তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার। শিক্ষার আলোকে এই অন্ধকারকে দূর করাই প্রধান কাজ হওয়া উচিত।

রুকসানার স্বপ্ন

শ্রীজাতা সাহা সাহু

বারো বছরের মেয়ে রুকসানা। সবে ক্লাস সেভেনে উঠেছে। কিন্তু পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেখতেও ভালোবাসে রুকসানা। স্বপ্ন দেখে, সে একদিন বড় বিজ্ঞানী হবে। নাসার বিজ্ঞানীদের মতো হবে। রাকেশ শর্মা, কল্পনা চাওলার কথা শুনেছে রুকসানা। তাঁদের মতোই হতে চায় সে মহাকাশ বিজ্ঞানী হিসেবে। কিন্তু কী করে হতে পারা যায় তাতো সে জানে না। দিদিমনিদের জিজ্ঞেস করে। বড়দের জিজ্ঞেস করে, নাসার বিজ্ঞানীদের কী করে মহাকাশ যাত্রার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মহাকাশ নিয়ে অসম্ভব কৌতূহল রুকসানার। বিশেষ করে, মহাকাশচারীদের নিয়ে। সবাই প্রশ্নটার জবাব দিতে গিয়ে বলেন, বড় হও। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা কর। তখন ঠিক বুঝতে পারবে। আর এসব জানার জন্য লেখাপড়ায় ভালো হতে হবে।

মন দিয়েই তো পড়তে চায় রুকসানা। পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে এর মধ্যে টেক্সট বই ছাড়া কয়েকটা বাইরের বই পড়েছে। জানে, নাসার খবর খুঁটিয়ে দেখা যায় ইন্টারনেটে। কিন্তু, ইন্টারনেট দেখবে কি করে? বাড়িতে তো ইন্টারনেট নেই। তারা বড় গরিব। মা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। কোনও রকমে সংসার চালায়, বাবা তো বেঁচে নেই। মেয়ের আগ্রহ দেখে মায়েরও চেষ্টা কম নেই রুকসানার স্বপ্ন পূরনের জন্য। সেইসঙ্গে, মা–কে সুখী করার কথাও ভাবে রুকসানা। ভাবে সে মহাকাশচারী হয়ে মায়ের গৌরব বাড়াবে। টাকা পয়সার অভাবও থাকবে না।

রুকসানা একা নয়। অনেক কিশোরী মেয়েই বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখে। ভাইদের মতো লেখাপড়া শিখে তারা মানুষ হয়ে সংসারের দুঃখকষ্ট ঘোচাবে। সুখের বিষয়, রুকসানাদের ভাবনাটা এখন আর তাদের একার নয়। স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী তাদের কথা ভাবছেন। বলছেন, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা কোনও অংশে কম নয়। কেবল তাঁদের সুযোগ করে দিতে হবে। ছেলেরা বড় হয়ে বাবা–মায়ের দুঃখ ঘোচাবে – একথা ঠিক নয়। মেয়েরাও সেকাজ করতে পারে বরং, আরও ভালোভাবে পারে। ছেলেরাই যদি বাবা–মাকে দেখতো তা হলে অনেক বাবা–মা'রা বৃদ্ধাবাসে আশ্রয় নেয় কেন। তাঁদের ছেলেরা তো গাড়ি–বাড়ি নিয়ে মহাসুখে আছে। মেয়েরা সেরকম স্বার্থপর হয় না, তারা বাবা–মা'কে সুখী রাখতে কঠোর পরিশ্রম করে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্ষেত্রে মূল সমস্যাটির দিকে ইঙ্গিত করলেন। তা হল, দেশের নানা অংশের মানুষের এখনও সেকেলে মনোভাব রয়েছে। তাঁরা ভাবেন, মেয়ে হলে টাকা–পয়সা খরচ করে বিয়ে দিতে হবে। তারপর, তারা পরের ঘরে চলে যাবে। কন্যাভ্রূণ হত্যার মতো প্রথা এখনও রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর এই মানসিকতার মূলে আঘাত করে বলেছেন, বেটা–বেটি এক সমান। অর্থাৎ, ছেলেমেয়ে উভয়কেই সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে। তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে। গত বছর এই উদ্দেশ্যে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' কর্মসূচি চালু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। হরিয়ানার পানিপথ থেকে প্রকল্পের সূচনাও করেছিলেন। দেশব্যাপী শিশুকন্যা দিবসে এ ব্যাপারে জনসচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এ বছর পয়লা জানুয়ারি নরেন্দ্র মোদী কর্মসূচিটি নিয়ে আরও এক কদম এগিয়ে গেলেন। দেশবাসীকে বললেন, শিশুকন্যার জন্মকে উসব হিসেবে পালন করুন। ছেলের মতো মেয়ের জন্যও গর্ববোধ করুন। শিশুকন্যার জন্ম হলে পাঁচটি চারা পুঁতে উসব পালন করুন।

'আকাশবাণীর মন কি বাত' অনুষ্ঠানে শিশুকন্যার প্রতি আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। হরিয়ানার বিবিপুরের সরপঞ্চ যেভাবে মেয়ের সঙ্গে সেলফি' (নিজস্বী) তুলে তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তারকথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে মোবাইলে তাঁদের কন্যাসন্তানের সঙ্গে সেলফি তুলতে বলেন। আর তাঁর এই আহ্বানে শুধু এদেশ নয়, সারা বিশ্বের মানুষ সাড়া দিয়েছেন।

কন্যাসন্তানের প্রতি বিশের নজরদানের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে, আমাদের দেশে যেখানে ছেলেদের তুলনায় সংখ্যায় মেয়েদের অনুপাত ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। সেই ১৯৬১ সাল থেকেই। ২০১১ সালের জনগণনায় দেখা যায় ১৯৬১ সালে ছ'বছর পর্যন্ত এক হাজার শিশুপুত্র পিছু শিশুকন্যার হার ছিল ৯৭৬। ২০১১ সালে তা ক্রমাগত কমে ৯১৮–তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কন্যাভ্রূণ হত্যাই এর জন্য দায়ী। শিশুকন্যার হার কমেছে দেশের এমন ১০০টি জেলায় বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্প চালু করা হয়েছে। কন্যাশিশুর জন্মরোধ বন্ধ করে, তাদের জন্মদান সুগম করা, তাদের বাঁচিয়ে রাখা এবং লেখাপড়া শেখানো এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

কর্মসূচিটির দুটি দিক রয়েছে। একটি হল– গণজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি। দ্বিতীয়ত, একশোটি নির্বাচিত জেলায় নারী ও শিশু কল্যাণের কর্মসূচি রূপায়ণে সর্বপ্রকারে সহায়তাদান। কন্যাশিশুর জন্মের আগে থেকে তাদের বেড়ে ওঠা ও শিক্ষাদান পর্যন্ত এই সমস্ত কর্মসূচি এর আওতায় রয়েছে। এজন্য জেলাগুলিতে যাবতীয় সুব্যবস্থা চালু করা এবং কর্মসূচি রূপায়ণে যুক্তদের প্রশিক্ষণদান– এসবই রয়েছে।

এবছর দেশের আরও ৬১টি জেলাও এই কর্মসূচির আওতায় আসছে।

মাঙ্গলিকী

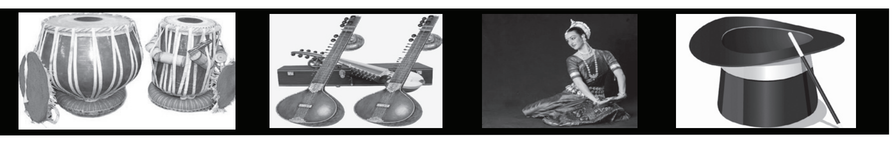

জাদুকর সতী প্রসাদ সরকারের সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত শতাব্দীর ৫০–এর দশকের গোড়ায় ওপার বাংলা থেকে কলকাতায় চলে আসেন বাবা–মার সাথে। দেশভাগের অভিশাপে লক্ষ লক্ষ বাঙালি হিন্দুর দলে ‘রিফিউজি’ নাম লিখিয়ে ওদেশে ঘরবাড়ি জমি জায়গা সব ফেলে রেখে ওনারা আস্তানা গাড়েন মানিকতলায় খালপাড়ে। হোগলার তৈরি ঘরে। বেঁচে থাকার জন্যে কি না কাজ করেছেন! মাথায় করে বাক্সে কেক, পাঁউরুটি বিক্রি করেছেন, কিন্তু কোনও অনৈতিক কাজ করেন নি। এই মানুষটিই হলেন আজকের ৭৫ পার করা (দেখে মনে হয় না এতটা বয়স হয়েছে) বরিষ্ঠ জাদুকর সতীপ্রসাদ সরকার। এদেশে অনেক কষ্টে লেখাপড়া করেছেন। বহু পরে পোর্ট কমিশনারের চাকরি পেয়ে বাবা–মার মুখে হাসি ফুটিয়েছেন, বেহালায় সুরম্য বাসভবন তৈরি করেছেন, দুই ছেলেকে বড় করেছেন— প্রমাণ করেছেন, জীবনে যত বাধাই আসুক, যদি মন পরিষ্কার রেখে দুর্জয় সংগ্রাম করা যায়, তবে একদিন বিজয় মাল্য গলায় উঠবেই...এদেশে আসার পরে কলকাতায় জাদুসম্রাট পিসি সরকার সিনিয়রের ‘ইন্দ্রজাল’ জাদু প্রদর্শনী দেখে জাদুর প্রেমে পড়ে গেলেন আর জাদু সম্রাটই হয়ে উঠলেন তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। এলেন জাদু সম্রাটের সান্নিধ্যে, পেলেন তাঁর ভালবাসা— বলা যায়, সতী প্রসাদের সরোবরের টলটলে জলের মতন নির্মল হৃদয়ের স্পর্শে জাদু সম্রাটের হৃদয়ে সতী প্রসাদের জন্যে একটি ‘আসন’ স্থায়ী হয়ে গেল, তিনি হয়ে উঠলেন জাদু সম্রাটের অনুজ ভ্রাতা। আর তাই সতী প্রসাদের সংগ্রহে রয়েছে দেশ বিদেশ থেকে জাদু সম্রাটের লেখা অসংখ্য চিঠি (যেন ছোট ভাইকে লিখছেন), তাঁর অসংখ্য পোস্টার, দেশ বিদেশের কাগজে প্রকাশিত জাদু সম্রাটের ‘ইন্দ্রজাল’ জাদু প্রদর্শনীর সংবাদ— সতী প্রসাদের এই সব সংগ্রহ জাদু জগতে এক বিরাট দুর্মূল্য সংগ্রহ... সতী প্রসাদ যৌবনে জাদু প্রদর্শনীও দিয়েছেন, সে সব সংবাদ তখনকার দিনে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। তিনি জাদু লেখক হিসাবে জাদু সম্রাটকে নিয়ে বেশ কিছু লেখা লিখেছেন, যা পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, অর্থাৎ সব

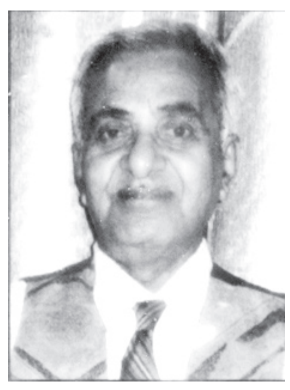

মিলিয়ে সৌখিন জাদুকর হিসাবে সতী প্রসাদ সরকার দাগ কাটতে পেরেছেন আধুনিক বাংলায় জাদুকলা চর্চার ক্ষেত্রে। বস্তুতঃ, পি সি সরকার সিনিয়র–জুনিয়র, জয়শ্রী সরকার, মানেকা সরকারকে আবর্ত করে বিশ্বখ্যাত ‘ইন্দ্রজাল’ জাদু প্রদর্শনী ৭৫ বছর পার করে চলেছে— বিশ্বজুড়ে তার ‘ধারক’ অর্থাৎ পিসি সরকার এনসাইক্লোপিডিয়ার ‘ধারক’ হলেন জাদুকর সতী প্রসাদ সরকার (এই ‘এনসাইক্লোপেডিয়া’–র ভিতরে আছে আরও কথা, মৌবনী–মুমতাজের কথা। প্রফুল্ল সরকার, প্রভাস সরকার, পৌরুষের কথা, জাদু সম্রাটের সহধর্মিনী বাসন্তী দেবীর কথা)। গত ১৩ই ডিসেম্বর বড়িশার জাদু আড্ডায় জাদুকর সতী প্রসাদ সরকারকে সংবর্ধনা জানানো হল তাঁর হাতে বিশেষ ল্যামিনেটেড মানপত্র, পুষ্প স্তবক, মেমেন্টো, জাদুর খেলা তুলে দিয়ে। এসব তাঁর হাতে তুলে দিলেন জাদু আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সমীর গুহ ঠাকুরতা, রেসিডেন্ট লেকচারার গোরা দত্ত (সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, মানপত্র, জাদুর খেলার ব্যবস্থাপক), আড্ডার আহ্বায়ক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরিষ্ঠ জাদুকর ভি.এম ঘোষ, মানস সিনহা (আইনজীবী সৌখিন জাদুকর নাট্যকর্মী), জাদুকর লেখক শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, যুবা জাদুকর দেবাশিস সাহা রায়, অনুপ চক্রবর্তী, বরিষ্ঠ জাদুকর সুশীল দে প্রমুখ। এঁদের বিবিধ ভাষণ থেকে নতুন করে চেনা গেল মানুষ সতী প্রসাদ, জাদুকর সতী প্রসাদকে আসর হল সমৃদ্ধ। পরে সতী প্রসাদ পড়লেন একটি লিখিত ভাষণ যাতে তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন; তাঁর জাদু জীবনের আজকের এই সংবর্ধনা তাঁর পাওনা বলেও গর্বের সাথে উল্লেখ করেছেন (যখন ভাষণটি পড়ছেন তখন তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে আর চোখে জল, যেন ‘কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না শুকনো পাতা যত’–র কাহিনী)... পরে সতী প্রসাদ নিখুঁত ভাবে কিছু ধ্রুপদী জাদুও দেখালেন; প্রমাণ দিলেন, এককালে তিনি সত্যিই দক্ষ জাদু প্রদর্শক ছিলেন।এদিন মোবাইলে সতী প্রসাদকে অভিনন্দন জানালেন জাদুকর এইচ ভট্টাচার্য (বরানগর) জহর চ্যাটার্জী (বহরমপুর), জি শ্রীনিবাস (কাঁকিনাড়া, অন্ধ্রপ্রদেশ)।

পরে বিবিধ জাদু দেখালেন জাদুকর সুরজিৎ, শুভায়ণ শিকদার, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলকে চা–জলযোগসহ উষ্ণ মাতৃসম স্নেহের বন্ধনে নতুন করে বাঁধলেন আড্ডার জননী শ্রমতী গুহ ঠাকুরতা। সতী প্রসাদ সরকারের জন্য আন্তরিক ভালোবাসা ও অভিনন্দন।

কুমিরমারী দ্বীপের মীন শিকারির রোজনামচা

শঙ্করকুমার প্রামানিক

তখন বেলা প্রায় এগারোটা। আমি ধামাখালি ফেরিঘাটে বসে আছি। বেশ কিছুক্ষণ হল। আমি অপেক্ষা করছি বোটের জন্য। বোটকে ভটভটিও বলে। যে–বোটটা ন্যাজাট থেকে আসছে, সেই বোটে করে কুমিরমারী যাব। দিনটা ছিল এপ্রিল ৬, ২০১৫। ঘাটের কাছেই একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে আছি। বিভিন্ন জায়গার বোট আসছে। ঘাটে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াচ্ছে। আবার ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কংক্রিটের সিঁড়ি বেয়ে যাত্রীরা দ্রুত পায়ে ওঠানামা করছেন।যাত্রীদের মধ্যে হুটোপাটির কারণ হল, অটো অথবা বোটে পছন্দমতো জায়গা দখল করা। বসে বসে আগডুম–বাগডুম ভেবে টাইম কিল করছি। এমন সময় দোকানদার আমাকে সতর্ক করে দিলেন। দাদা, আপনার বোট এসে গেছে। উঠে পড়ুন। ভাগ্যিস, দোকানি না বলে দিলে হয়ত বোট মিস করতাম। বোটে উঠে যে–জায়গাতে বসতে হল, সেটা ইঞ্জিনের কাছেই। বিকট শব্দ। এমনিতে একটা কানে একেবারেই শুনতে পাই না। ডাক্তারবাবুরা বলেছেন ডান কানের নার্ভ শুকিয়ে গেছে। এই কানটাতে আর শোনা যাবে না। ইঞ্জিনের গর্জনে মনে হচ্ছে বাঁ কানের পর্দাটা আজ ফাটবে। চারিদিকে লক্ষ্য করলাম অন্য কোথাও বসা যায় কিনা। দেখতে পেলাম না। খুবই উৎকন্ঠায় কাটাচ্ছি। এমন সময় নজর পড়ল সিঁড়ির দিকে। যে–সিঁড়ি দিয়ে যাত্রীরা বোটের খোলে নামেন। সিঁড়ির কাছেই দু’জন মধ্যবয়সি পুরুষ বসে আছেন। লুঙি পরা। একজন গেঞ্জি গায়ে, অন্যজন গেঞ্জিটা খুলে কাঁধে রেখেছেন। তাঁদের কাছে গিয়ে সম্মতি নিয়ে ঘেঁসাঘঁসি করে বসলাম। আগে থেকে জেনে নিয়েছিলাম, আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে কম করে ঘন্টা তিনেক সময় লাগবে। বোটে যেতে যেতে দেখছিলাম নদীতে মহিলারা বাগদা মীন ধরছেন। ছোটো ছোটো টানা জাল ব্যবহার করছেন। কিশোরি ও মধ্যবয়সি মহিলাদের বেশি দেখা গেল। বাচ্চারাও এসেছে। তারা ডাঙায় থেকে মীনগুলো বাছতে বড়োদের সাহায্য করছে। এই বাচ্চাদের দৃষ্টিশক্তি বড়োদের চেয়ে বেশি। মীন বাছায় দক্ষ। পুরো যাত্রাপথে মহিলা মীন শিকারিদের দেখা গেল। পুরুষ কদাচিত। অল্প সময়ের মধ্যে আমার দুই সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। যাঁরা কিছু অসুবিধা সহ্য করেও আমার বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাঁরা জানালেন দু’জনই বাগদা মীন ব্যাপারী। মীন কেনাবেচা করেন। দু’জনেরই বাড়ি কুমিরমারী দ্বীপে। কুমিরমারীর মীন শিকারিদের কাছ থেকে মীন কিনে নিজেদের বাড়িতে দু’দিন, কখনও তিনদিন, রাখেন। তারপর সেগুলো বড়ো বড়ো অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে নিয়ে ভোরবেলায় বোটে করে বেরিয়ে পড়েন। মালঞ্চ, ধামাখালি, ন্যাজাট প্রভৃতে জায়গায় গিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেন। এক একটা হাঁড়িতে পাঁচ হাজার করে মীন থাকে। এঁরা দীর্ঘদিন এ ব্যবসা করছেন। এই ব্যবসার খুঁটিনাটি এঁদের নখদর্পণে। এঁদের একজনের নাম ভোলানাথ মন্ডল (৪৫)। অন্য জনের নাম ঠাকুর বিশ্বাস(৪৮)।প্রায় সমবয়সি। পরস্পর বন্ধু এবং প্রতিদ্বন্দ্বী। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী কুমিরমারী দ্বীপের মোট পরিবার ৪৩৪৪ । এই সংখ্যাটা মনে করিয়ে দিয়ে আমি দুই বন্ধুর কাছে জানতে চাইলাম এই দ্বীপের কত পরিবার মীন ধরার সঙ্গে যুক্ত। দুই বন্ধু প্রায় এক সাথে বলে উঠলেন, বেশির ভাগ পরিবার।

– আমাদের দ্বীপটা খুব ছোট। যাদের কিছু জমি আছে, তারা চাষবাস করে খায়। বাকিরা মাছ–কাঁকড়া–মীন ধরে বেঁচে আছে। এখানে তো অন্য কোন কাজ নেই। আর মীন ধরাটাই খুব সহজ। চারদিকে নদী। একটা টানা মীন জাল নিয়ে নেমে পরলেই হল। বাচ্চা–কাচ্চা থেকে শুরু করে যে–কোন বয়সের পুরুষ মহিলারা এটা পারে। বললেন ঠাকুর বিশ্বাস।

– আমার মনে হয় সুন্দরবনের নানা জায়গায় আগের চেয়ে এখন মীন ধরার ওপর থেকে অনেকটা চাপ কমেছে। বিশেষ করে যেখানে বিকল্প আয়ের সম্ভাবনা আছে। আমি অবশ্য কুমিরমারী দ্বীপের কথা বলছি না।এখানকার কথা আপনারাই ভালো বলতে পারবেন।

– আপনি অনেকটা ঠিক বলেছেন। আইলার পরে পুরুষরা, বিশেষ করে ছেলে ছোকরারা, অনেকেই বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে। বললেন ভোলানাথ মন্ডল।

– তা ছাড়া মাছ–কাঁকড়া ধরে, মধু ভেঙে ভালো পয়সা পাওয়া যাচ্ছে। সেই পয়সা দিয়ে এখানকার মানুষ এখন দু’এক বিঘে করে জমি লিজে অথবা আগাম টাকায় নিচ্ছে। নিজেরা গায়–গতরে খেটে চাষ করছে। খোরাকিটা হয়ে যাচ্চে। বাঘদা মীন ধরা আগের থেকে অনেকটা কমে গেছে। আগে কুমিরমারী দ্বীপে দু’শোর বেশি মীন ধরা ডিঙি ছিল। এখন আছে খুব বেশি হলে শ’দেড়েক। বাগদা মীনের বাজার ভালো নয়। দাম অনেক পড়ে গেছে। অনেক দিন হল কাঁকড়ার বাজার খুব চড়া। মানুষ এখন সে দিকে ঝুঁকেছে। জানালেন ঠাকুর বিশ্বাস।

– ঠিক তো। আয় যেখানে বেশি, গরিব মানুষ সেখানে জড়ো হবেন। এটাই স্বাভাবিক। আমি বললাম।

– আপনি যখন কুমিরমারী দ্বীপে কয়েকদিন থাকবেন, কালকের দুপুরের দিকে বাগনা বিট অফিসের সামনে এসে দাঁড়াবেন। দেখবেন, কোরানখালি নদীতে কত মীন ধরা ডিঙি জড়ো হয়। নদী বাঁধের ওপর অনেক পাইকের আগে থকেই জড়ো হবে মীন কেনার জন্য। ওদের সঙ্গে কথা বলবেন সবকিছু জানতে পারবেন।বললেন ভোলাবাবু। কুমিরমারী দ্বীপে আমি যে–ঘাটে নেমে যাব সেখানেই বোটটা ভিড়ল। আমি নেমে গেলাম। এখানে বুধবার করে বাজার বসে। ফেরি ঘাটটাও বুধবারের বজার নামে চিহ্নিত। আমার দুই সহযাত্রী তাঁদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য বলে গেলেন। দু’জনে ফোন নম্বরও দিয়েছেন। আমি আমার পরিচিত গৌর মন্ডলের বাড়ির দিকে রহনা হলাম। তিনি থাকেন কুমিরমারী দ্বীপের ঘোষ পাড়ায়। কুমিরমারী দ্বীপের অভিজ্ঞ পুরুষ ও মহিলা মীন শিকারিদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, এক সময় এই দ্বীপে বাগদা মীনের খুব রমরমা ব্যবসা হত। সত্তর থেকে আশিভাগ পরিবার নানা ভাবে এ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখনও কুমিরমারীর পঞ্চাশ থেকে ষাট শতাংশ পরিবার নানা ভাবে এই ব্যবসা থেকে উপকৃত হচ্ছে। আর এই ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে তিরিশ–পঁয়তিরিশ শতাংশ পরিবার অচল হয়ে পড়বে। এই দ্বীপে এখনও ১৩০টা মীন ধরা ডিঙি নৌকো আছে। নৌকোগুলো থেকে যে জালগুলো পাতা হয়, সেগুলো মোচার আকৃতি বড়ো সাইজের জাল। এ ধরনের জাল পাততে একটা করে লম্বা বাঁশ লাগে।ডিঙি নৌকো থেকে এই জাল পাততে দু’জন লাগে। সে কারণে প্রত্যেকটা নৌকোতে দু’জন করে থাকেন। যাঁদের ডিঙি নেই তাঁরা টানা মীন জাল ব্যবহার করেন। এই জালগুলো আয়তকার। সাধারণত ৬ফুট লম্বা ৪ফুট চওড়া। বাঁশ–বাখারি অথবা সরু লোহার রডের ফ্রেম। চার কোণে নাইলনের দড়ি বেঁধে জলের মধ্যে টেনে টেনে যেতে হয়। একজন পুরুষ অথবা মহিলা এটা অনায়াসে পারেন। একজন কিশোর অথবা কিশোরীর কাছেও এটা অসাধ্য নয়। কিছু কিছু মীন শিকারি আছেন যাঁরা ডিঙি ছাড়া বাঁশের সাহায্যে বড়ো মীন জাল পাতেন। আমি যে ক’দিন কুমিরমারীতে ছিলাম, কোরানখালি নদীর বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি। এই দ্বীপে মীন ধরার মরশুম সাত মাস। মাঘ থেকে শ্রাবণ। বেশি মীন পাওয়া যায় ফাল্গুন থেকে বৈশাখ। সব তিথিতে মীন ধরা হয় না। সাধারণত গণে সাত দিন মীন ধরা হয়। সেই দিনগুলো হল অমবস্যা/পূর্ণিমা, প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী ও ষষ্ঠী। গত বছর (২০১৩ – ২০১৪) মাঘ থেকে বৈশাখ বাগদা মীনের দাম ছিল ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা হাজার। মোচার (মোচা চিংড়ির) মীনের দাম ছিল ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা হাজার। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে বাগদা মীনের দাম ছিল ৮০ থেকে ১০০

সুন্দরবনের ডায়েরি

টাকা। মোচার মীনের দাম ছিল ১২০ থেকে ১৫০ টাকা। মোচার মীনের দাম বেশি হলে কী হবে? সুন্দরবনে মোচার মীনের উৎপাদন বাগদা মীনের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ মাত্র। মোচার মীন বেশি নোনা সইতে পারে না। ডায়মন্ড হারবারের কাছে হুগলি নদীতে যে–পরিমাণ মোচার মীন পাওয়া যায়, সেটা কখনও সুন্দরবনে পওয়া যাবে না।

আমাকে দ্বীপের বহু মীন শিকারি আনুরোধ করেছেন আমি যেন পরের দিন দুপুরে বাগনা বিট অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ঐ সময় ঐ জায়গায় কোরানখালি নদীতে কুমিরমারী দ্বীপের প্রায় সব মীন ধরা ডিঙি মীন নিয়ে জড়ো হবে। ওখানে সকলের সঙ্গে দেখা হবে। তাঁদের পরামর্শ মতো আমি পরের দিন (০৭.০৪.২০১৫) দুপুর ১২টা থেকে কোরানখালি নদীর বাঁধের ওপর (বাগনা বিট অফিসের সামনে) ক্যামেরা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে গিয়ে পৌঁছে গেছিলাম। এর ফলে একটা কাজ হয়েছিল। ঐ জায়গাতেই একটা মুদিখানা দোকান ছিল।

সেখানে গিয়ে দোকানির সম্মতি নিয়ে বসলাম। দোকানদার বয়স্ক এবং স্থানীয় মানুষ। একেবারে কাছেই বাড়ি। দোতালা পাকা বাড়ি। দোকান থেকে বাড়িটা দেখা যায়। ভদ্রলোক আমাকে দেখালেন। আলাপ জমে গেল। আমাকে বললেন তাঁর দুই ছেলে কলকাতায় বাড়ি করেছেন। তাঁরা বৌ–ছেলে–মেয়ে নিয়ে সেখানে থাকেন। এক ছেলে শিক্ষক। আর এক ছেলে সরকারি চাকুরে। দুই বৌমাও সার্ভিস করেন। নাতি নাতনিরা ইশকুলে পড়ে। আমি কলকাতা থেকে এসেছি জেনে ভদ্রলোক কথাগুলো আমাকে বলে তৃপ্ত হলেন। আমিও শুনে খুশি হলাম। তারপর আমি মীন শিকারিদের সর্ম্পকে খোঁজ খবর করছি শুনে বললেন, ‘আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আমি এদের নাড়ি নক্ষত্র সব জানি। এখানে আমার জীবন কাটল। এই ঘাটে পঞ্চাশ বছর দোকানটা চালাচ্ছি। সকলেই এখানে আসে। মুড়ি, বিড়ি, চা–বিস্কুট খায়। আপনি কী জানতে চান বলুন?’

– আগে আপনার সন্ধান পেলে, আমাকে এত ঘুরতে হত না। আপাতত যেটা লাগবে সেটা জেনে নিয়েছি। এরপর যখন আসব, আগে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

– ঠিক আছে। আসবেন আবার। সময় বেশি নেই। ওরা আধ ঘন্টার মধ্যে এসে পড়বে। যদি মনে করেন, আপনি যেটা লিখেছেন পড়ে শোনাতে পারেন। সেখানে কিছু বলার থাকলে বলব।

– খুব ভালো কথা বলেছেন, দাদা। আপনাকে শোনাচ্ছি, ভুল হলে দয়া করে সংশোধন করে দেবেন। মিনিট দশেকের মধ্যে হয়ে যাবে। আমি ভদ্রলোককে শোনালাম। কয়েকটা সংশোধনও করলেন। ইতিমধ্যে মীন ধরা ডিঙিগুলো জড়ো হতে শুরু করেছে। মীন সংগ্রহ করার জন্য জনা পঁচিশ ব্যাপারী উপস্থিত হয়েছেন। সকলেই স্থানীয়। ব্যাপরীরা বলছেন প্রায় সব ডিঙি এসে গেছে। বেচাকেনা শুরু হয়ে গেছে। মীন শিকরিরা মীনগুলো থাউগো (নিলামে) বিক্রি করলেন। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম একজন মীন শিকারির মাসিক (তিথির হিসেবে মাসে ১৫ দিনের বেশি মীন ধরা হয় না) রোজগার ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা।

সুন্দবনের সর্বত্রই মীন ধরা চলছে। কোথাও কম, কোথাও বেশি। মীন ধরা থেকে বিক্রি করা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে সুন্দবনের বিপুল পরিমাণ গরিব মানুষ যুক্ত আছেন। বিকল্প আয়ের সন্ধান দিতে না পারলে মানুষকে মীন ধরা থেকে সম্পূর্ণ বিরত করা যাবে না। যেটা দরকার সেটা হল, মীন শিকারের ওপর থেকে চাপ কমানো। সেটা সম্ভব বিকল্প আয়ের সন্ধান দিতে পারলে।

মহাবোধি সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত হল বঙ্গরত্নশ্রী সম্মান ২০১৬

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসে শহিদদের প্রতি প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানিয়ে সম্প্রতি কলকাতা মহাবোধী সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত

হল তৃতীয় বর্ষের বঙ্গরত্নশ্রী সম্মান প্রদান উৎসব। সমাজের কৃতী বাঙালিরা সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে ছড়িয়ে রয়েছেন। তাদের সম্মান জানালো ইন্ডিয়ান ফটো অ্যান্ড কালচারাল লাভার্স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ইন্ডিয়ান ফ্রিলান্স জার্নালিস্ট অ্যান্ড ফটোগ্রাফার ওয়েলফেয়ার, রিপোর্টার অ্যান্ড ফটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশন, ত্রিপুরা লাভার্স সংস্থা ও সোদপুর আশা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন।

এ বছর বঙ্গরত্নশ্রী সম্মান পেলেন সাংবাদিক, যাদুকর কবি ইন্দ্রজিৎ আইচ। তার দুটি কাব্যগ্রন্থ শব্দের বর্ণমালায় ও স্মৃতির সরণি ধরে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। যাদু নিয়ে যাদু বিজ্ঞানের অন্তরালে ও সামাজিক ব্যাধি ধর্ষণ বইটিও পাঠক সমাজে আলোড়ন তুলেছে। ইন্দ্রজিৎ আইচ এর হাতে স্মারক মানপত্র পুষ্পস্তবক উত্তরিয় তুলে দেন সংস্থার প্রধান অনুপ বর্ধন, প্রদীপ বড়াল, বিজয় শেঠ ও সুজিত চক্রবর্তী। অন্যান্যদের মধ্যে পুরস্কৃত হলেন মেয়র পারিষদ (বস্তি) স্বপন সমাদ্দার, কবি চিত্রা লাহিড়ী, আইনজীবী মল্লিকা রায়চৌধুরী, কড়া খবর পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণ প্রসাদ পাত্র, সঙ্গীতশিল্পী রীনা হালদার সহ আরো অনেকে। মরণোত্তর সম্মান পেলেন হিমাংশু কীর্তনীয়া।

অনুষ্ঠানে শিশু শিল্পী জয় প্রকাশ কর্মকার গেয়ে শোনায় ভারত আমার ভারতবর্ষ। চিত্তরঞ্জন মণ্ডল এর গলায় ভাল লাগে বাংলায় লোকগান। অশোক পাত্র পরিবেশন করেন আমায় একটু জায়গা দাও গো মায়ের মন্দিরে বসি। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন গৌতম দেবনাথ, রবীন দাস, দেবপ্রসাদ পাল, কল্যাণ পাল, বেনুধর গোস্বামী, অজিত ভৌমিক, অজয় বন্ধু চক্রবর্তী। সঞ্চালনায় ছিলেন আকাশবাণীর প্রাক্তন সাংবাদিক হরপ্রসাদ মান্না। বাংলায় এমনিতে প্রতিভার কোনও অভাব নেই।

যেটা মূল সমস্যা তা হল এখানে প্রতিভার প্রকৃত উন্মেষ ঘটে না। আর এই অবহেলায় পড়ে থাকা শিল্পীকূলের জাগরণ ঘটাতে এই ধরনের সংগঠনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

প্রকাশিত হল ডাঃ পূর্ণিমা বিশ্বাস (সাহা)র শ্যামা সঙ্গীতের ডিভিডি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি জীবনানন্দ সভাঘরে প্রকাশিত হল ডাঃ পূর্ণিমা বিশ্বাস (সাহা)র ডিভিডি ‘‘মা করুণাময়ীর চরণতলে পূর্ণিমা’’। সিডিটি প্রকাশ করেন প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন, কবি কৃষ্ণা বসু, দেবাশিস বসু, পল্লব কীর্তনিয়া, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। হিন্দুস্থান রেকর্ড’স থেকে প্রকাশিত এই ডিভিডি–র প্রতিটি গান ভক্তিমূলক সঙ্গীত।

মা করুণাময়ীর চরণতলে পূর্ণিমা এই ডিভিডিতে গান আছে দশটি। গানের কথা ও সুর করেছেন রতন সাহা। গানগুলি হল আমার ঘরের

মন্দিরে। বলো কোথায় তুমি মা, মায়ের সঙ্গে থাকি আমি, জয় জয় তারা, কত ডাকি মা, জয় সারদা, তোমার কাছে চাইছি মাগো, আমার কদমতলির বাঁশিরে, দক্ষিণেশ্বর ধামে এসে, জয় জয় শম্ভুরে। প্রতিটা গান খুব দরদ দিয়ে গেয়েছেন পূর্ণিমা। পরিকল্পনা শ্যামল কান্তি সাহা, সম্পাদনা প্রবীর অধিকারি, পরিচালনা মৃত্যুঞ্জয় প্রমাণিক। গান শিখেছেন বেচু মুখার্জী, বুলা মজুমদার, প্রদীপ মজুমদার, স্বপন বসু, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরসুন্দর গায়েনের কাছে। উচাঙ্গ সঙ্গীত ও আধুনিক নজরুল গীতি শিখেছেন দ্রিজেশ বাগচী ও মিনাক্ষী চক্রবর্তীর কাছে। পেশায় ডাক্তার পূর্ণিমার এই ডিভিডি সকলের বিশেষভাবে নজর কাড়বে। দাম ৫৫ টাকা।

কালিন্দী নাট্যসৃজনের নাট্যমেলা ২০১৬

ইন্দ্রজিৎ আইচ : কালিন্দী নাট্যসৃজন ষোড়শ বর্ষে পা দিল। সেই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হল কালিন্দী নাট্যসৃজন এর নাট্যমেলা ২০১৬। সম্প্রতি কামারহাটি নজরুল মঞ্চে এই উৎসবের সূচনা করেন কলকাতা দূরদর্শনের

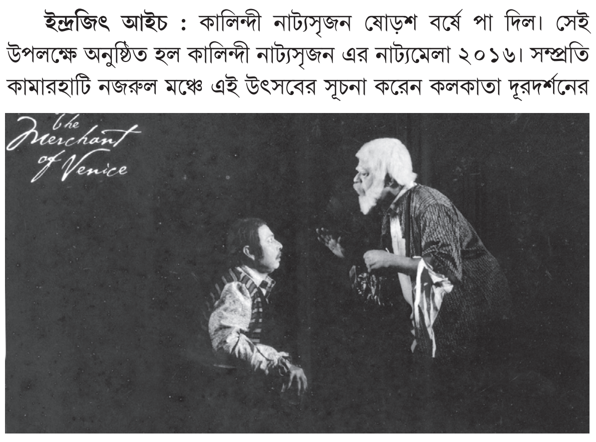

নাটক বিভাগের প্রধান ডঃ অরুময় বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন ‘‘ছন্দম আগরপাড়ার ’’ শিল্পীরা। পরিচালনায় ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস, মঞ্চস্থ হয় আগরপাড়া মঞ্চদূত প্রযোজনা নাটক ছিন্নশিকল। নির্দেশনায় বিল্বদল চট্টোপাধ্যায়, এরপর মঞ্চস্থ হয় সবাক প্রযোজিত নাটক বন্ধনহীন গ্রন্থি, নির্দেশনা নীলিমা চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় দিন আকাডেমিতে ছিল বিডন স্ট্রিট শুভম এর অথঃ শিক্ষা বিচিত্রা। নির্দেশনা শ্যামল সরকার। পরে মঞ্চস্থ হয় মহানির্বাণ ভাবনা প্রযোজনায় নাটক ‘‘মরণ রে তুঁহু মম’’। তৃতীয় দিন আকাডেমি বাঁশদ্রোণী শিল্পন এর প্রযোজনায় নাটক যষ্টিমধু পরিবেশিত হয় সীমিকা রায়ের নির্দেশনায় ছিল অন্তমুখ প্রযোজিত সৌমিত্র বসুর নাটক জোলা আর সাত ভূত। এরপর মঞ্চস্থ হয় বিল্বদল চট্টোপাধ্যায় নির্দেশনায় নাটক ‘‘দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস’’। কালিন্দী নাট্যসৃজন এর পক্ষ থেকে দীপ্তিময় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি সম্মান এবং অমল রায় স্মৃতি সম্মান প্রদান করা হয় নন্দিতা রায়চৌধুরী ও নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে। উৎসবের শেষ দিন তপন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল ফুলেশ্বর উদ্দীপন প্রযোজনায় নাটক অনুপ চক্রবর্তীর নির্দেশনায় ‘‘আত্মরতি’’ সব শেষে মঞ্চস্থ হয় কালিন্দী নাট্যসৃজনের নাটক শাহেনশা এর হরিপদ’’ নির্দেশনা বিল্বদল চট্টোপাধ্যায়।

বালিতে দেবীধাম অ্যাথলেটিক ক্লাব–এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা: ১২ ফেব্রুয়ারি ৫৪ নম্বর বালিখাল বাস স্ট্যান্ডের নিকট জিটি রোডের পাশে অবস্থিত দেবীধাম অ্যাথলেটিক ক্লাব–এর উদ্যোগে সন্ধ্যে সাড়ে ছটার সময় দেবী সরস্বতী বরণের পর এক মহতী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সহ সম্পাদক স্বামী সত্য বর্মানন্দজি মহারাজ এবং সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধন, বিশেষ অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত ছিলেন ‘শব্দের ঝঙ্কার’ পত্রিকার সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায় এবং ‘সংস্কৃতি বার্তা’র সম্পাদক সমীর কুমার বেতাল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য সভাপতি ডঃ বর্দ্ধন ‘শব্দের ঝঙ্কার’ ও ‘সংস্কৃতি বার্তা’র সভাপতি। অনুষ্ঠানে অন্য বিশেষ ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শান্তিনগরের ‘সাঁপুইপাড়া হাইস্কুলে’র প্রধান শিক্ষক সোমনাথ পাল, ‘মন–ক্যামেরা’ পত্রিকার সম্পাদিকা ডাঃ রূপালী বিশ্বাস, সাহিত্যিক শান্তা কর রায়, নিরঞ্জন রায়, তপন কুমার ঘোষ প্রমুখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবী–স্বামী বিবেকানন্দ–ভগিনী নিবেদিতা–নেতাজি সুভাষচন্দ্র প্রমুখর জীবনাদর্শ নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্দ্ধন। উদ্বোধক স্বামী সত্যধর্মানন্দজি মহারাজ বেলুড় মঠের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ঠ্য এবং ঠাকুর–মা–স্বামীজির ভক্তিমার্গে অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরেন।

৩২তম বর্ষের শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং অংশগ্রহণকারী সকলকে পুরস্কৃত করা হয়। ক্লাবের সভাপতি দিলীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আইলিগে নেই সঞ্জয় সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইলিগে উপর্যুপরি সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখা বাগান সংসারে হঠাৎ করেই কালবৈশাখীর আবির্ভাব। দেশের ফুটবল কর্তাদের কটাক্ষ করার অভিযোগে আগামী ৮ ম্যাচ সঞ্জয় সেন আর মোহনবাগানকে কোচিং করাতে পারবেন না। দ্বিতীয় লিগের প্রাক্কালে এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে সবুজ মেরুন শিবিরে হতাশা এনে দিয়েছে। উল্লেখ্য, এএফসি কাপে খেলার জন্য মোহনবাগান চিন রওনা হওয়ার আগে আইএফএফ তাদের ম্যাচ ফেলে পুনে এফসির সঙ্গে। চিন যাত্রার আগে এই ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়ার জন্য কর্তাদের অনুরোধ করেন মোহন কোচ সঞ্জয়। কিন্তু একটি বাণিজ্যিক সংস্থাকে সন্তুষ্ট করতে দেশের ফুটবল ফেডারেশন সঞ্জয় সেনের আবেদনে কর্ণপাত করেনি। এতে ঘৃতাহুতি হওয়ায় সঞ্জয়বাবু ফুটবল কর্তাদের দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। যার জেরে তাঁকে সাসপেন্ড করা হল। এভাবে মোহনবাগানের অশ্বমেধ ঘোড়াকে আটকানো যাবে না বলে অভিমত ফুটবল বিশেষজ্ঞদের।

প্রয়াত মার্টিন ক্রো

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রয়াত নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মার্টিন ক্রো। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। দীর্ঘদিন ক্যান্সারে ভুগছিলেন এই বর্ণময় প্রাক্তন ক্রিকেটার। অকল্যান্ডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ক্রো।

২০১২ সাল থেকে ফলিকিউলার লিম্ফোমায় ভুগছিলেন তিনি। ২০১৪ সালে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করেন ক্রো। ক্যান্সারকে দূরারোগ্য ব্যাধি হিসেবে একেবারেই ভাবতেন না তিনি। এই ডাকাবুকো ব্যাটসম্যান বলতেন, ক্যান্সার তাঁর বন্ধু ও 'টাফ টাস্ক মাস্টার'।

১৯৮২ সালে ১৯ বছর বয়সে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে অভিষেক। ১৩ বছরের ক্রিকেট জীবনে নিউজিল্যান্ডের হয়ে ক্রো মোট ৭৭টি টেস্ট ও ১৪৩টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। টেস্টে ৫৪৪৪ রানের অধিকারী ক্রো-র ঝুলিতে রয়েছে ১৭টি শতরান। হাঁটুর চোটের কারণে খেলা ছাড়তে হয়েছিল মাত্র ৩৩ বছর বয়সে। তবে সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে নয়, ক্রিকেট দুনিয়া মার্টিন ক্রোকে মনে রাখবে অন্যতম সেরা অধিনায়ক হিসেবে। '৯২-এর বিশ্বকাপে তিনিই প্রথম মার্ক গ্রেটব্যাচকে পিঞ্চ হিটার এবং দীপক পটেলকে অফ স্পিনার হিসেবে বোলিং শুরু করিয়ে একদিনের ক্রিকেটে চমক আনেন।

উল্লেখ্য মার্টিন ক্রো যখন খেলতেন তখন ক্রিকেট দুনিয়ায় নিউজিল্যান্ড সেভাবে কল্কে পেত না। বলা যায় মার্টিন ক্রো, তাঁর দাদা জেফ ক্রো, প্রাক্তন কিউই অধিনায়ক তথা ভারতীয় দলের একদা কোচ জন রাইট, বিশ্ববিখ্যাত চার অলরাউন্ডারের অন্যতম রিচার্ড হ্যাডলি, ইয়ান চ্যাটফিল্ডের মতো কিছু তারকা একসঙ্গে উঠে এসে নিউজিল্যান্ডের নাম উজ্জ্বল করে। রেখে গেলেন দ্বিতীয় স্ত্রী লোরেন ডোয়েন্স ও তিন সন্তান এমা, হিলটন ও জেসমিনকে।

সুপারলিগ ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা পরিচালিত ঘরোয়া সুপারলিগ ফুটবলে উন্নয়ন মানকুন্ডু স্পোর্টিং ক্লাব মিলন সমিতি ক্লাবের মুখোমুখি হয়। চন্দননগর বউবাজার সেন্ট্রাল ক্লাবের মাঠে উত্তেজনাপূর্বক খেলায় মানকুন্ডু স্পোর্টিং খেলার প্রথমার্ধের ৩ মিনিটে সুমিত ঘোষের করা ১ গোলে এগিয়ে যায়। পরে আর সেই গোল শোধ হয়নি। চ্যাম্পিয়ন হয় মানকুন্ডু স্পোর্টিং ক্লাব। যদিও দ্বিতীয়ার্ধে মাঠের মাঝখানে রেফারিকে দু'দলের খেলোয়াড়রা ঘিরে ধরা, মারধর, হাতাহাতি ও তর্কবিতর্ককে কেন্দ্র করে খেলা বন্ধ থাকে। এরপর চন্দননগর ক্রীড়া সংগঠনের বামাপদ চট্টোপাধ্যায় মাঠে দু'দলের খেলোয়াড়দের বুঝিয়ে শান্ত করে খেলা চালু করেন। এদিন মাঠে অতীতদিনের ফুটবলার কৃষ্ণগোপাল চৌধুরী, বিজয় দিকপতি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ছিলেন বামফ্রন্টের কাউন্সিলর তথা পুরনিগমের বিরোধী নেতা রমেশ তেওয়ারি, ক্রীড়া সংগঠনের শীর্ষ কর্তা বিশ্বজিৎ ঘোষ (রামু), রাজীব ঘোষ, অসীম নিয়োগী প্রমুখ। এদিনের হাইভোল্টেজ ম্যাচে এই ধরনের রেফারিংকে ভরসা করা যায় না। এই কথা জানান ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। গোটা দলের ক্ষেত্রে চনমনে রেফারি প্রয়োজন। তাতে খেলার মান বজায় থাকবে।

প্রতিবন্ধকতাকে তুড়ি মেরে

মলয় সুর

পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে প্রতিভার অভাব নেই। অভাব যেটা আছে সেটা প্রতিভা বিকাশের। এই মুহূর্তে বাংলার দাবায় অসংখ্য সাফল্যের অধিকারী প্রতিবন্ধী যুধাজিৎ দে। ছ'বছর বয়স থেকেই দাবায় যুধাজিৎকে হাতে খড়ি দেন তাঁর মা রুমা দেবী। উত্তরপাড়া শখের বাজার এলাকার ছেলে যুধাজিৎ জন্মের পর থেকেই চোখের রেটিনা শুকিয়ে যাওয়ার জন্য দুটো চোখেই একদম দেখতে পায় না। তবুও সমস্ত প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করেই গত দশ বছর ধরে প্রতিবন্ধী দাবার আসরে খেলে আসছে যুধাজিৎ। দাবায় যুধাজিৎ এর প্রথম সাফল্য আসে জেলাস্তরে। পরে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে। সে ১৫ বার বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়ে চমকপ্রদ সাফল্য পেয়েছেন দেশ-বিদেশে। ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে আন্তর্জাতিক ওয়ার্ল্ড জুনিয়র দাবা প্রতিযোগিতা ইউরোপের পাসপোর্ট ও ভিসা জোগাড় করতে দেরি হওয়ায় যেতে পারেনি। ওই বছরেই হায়দরাবাদে ন্যাশনাল ব্লাইন্ড দাবা প্রতিযোগিতায় র‌্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থান হয়। ২০১৫ ডিসেম্বর মাসে কর্ণাটকের উরুপীর মণিপাল ইউনিভার্সিটিতে পঞ্চম পজিশন পায়। ওই বছরের মার্চ মাসে তামিল নাড়ুতে নাগের কোয়েলে চতুর্থ রাউন্ডে ৬ পয়েন্ট পায়। ২০১৫ সালটা তাঁর কাছে গোল্ডেন বছর ছিল। তাঁরা যমজ দু'ভাই বড় যুধাজিৎ ও ছোট ভাই দীপ্তজিৎ। দুজনের চোখের সমস্যা রয়েছে। দীপ্তজিৎও দাবা খেলায় পারদর্শিতা লাভ করেছে। রবীন্দ্রভারতী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেধাবী ছাত্রটি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছে। তাঁদের বাবা অরূপ দে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। হ্যাঁ একটা দাবাড়ু পরিবার বলা যায়। সেই কারণেই দাবার পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই দু'ভাই বড় হয়েছেন। সদ্য সমাপ্ত প্রতিবন্ধী দাবা প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল মাঠে ৪ রাউন্ডে ৪টিতে জিতে অর্জন করেন প্রথম স্থান। তাঁর এই সাফল্যে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় তাকে বুজে জড়িয়ে ধরেন। যা পরিবারে বাড়তি তৃপ্তি এনে দিয়েছে। আঠারো বছরের যুধাজিৎকে আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার। ২০১১তে জামশেদপুরে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের উজ্জ্বলতম সাফল্য ছিনিয়ে এনেছিলেন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদকজয়ী মদন ভাগিয়েৎকে ৮ রাউন্ডে হারিয়ে।

সেখানে আর্থিক পুরস্কার ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। বর্তমানে তাঁর কোচ লাল্টু চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে দাবা খেলাটিকে রপ্ত করে ফেলে যুধাজিৎ। ২০১২তে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে দ্বাদশ স্থান পেয়ে ন্যাশানাল 'এ' গ্রুপে কোয়ালিফাই করেন। সে সদ্য চন্দননগরে অনুষ্ঠিত দাবা প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করেন। এখানেই প্রতিবেদকের সঙ্গে দেখা, সাক্ষাৎকার ও গল্প করা চলে। তাঁর আদর্শ দাবাড়ু গ্রান্ড মাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দ। তবে অন্যদিকে সে সেতার বাজানোয় খুবই দক্ষ। ২০০৯ ও ২০১১ সালে সেতার প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পায়। তাঁর প্রশিক্ষক কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী। যুধাজিৎ অল্পবিস্তর ক্রিকেট নিয়ে খোঁজখবর রাখেন। সে লিটিল মাস্টার শচীনের ভক্ত। অপরদিকে ফুটবলে ছোট থেকেই প্রিয় ক্লাব মোহনবাগানের সমর্থক। বলা যায় স্বপনে-শয়নে যুধাজিৎএর জীবনের একটাই রং সবুজ মেরুন।

দুদিন ব্যাপী ফুটবলের আসর কাশীপুরে

বাপি লাল দে : কাশীপুর বেলগাছিয়া সিটিজেন ফোরামের পরিচালনায় দুদিনের দিবারাত্রি ব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৯ ও ২০ মার্চ দুদিন ধরে চলবে এই প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় নাম দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী ১৩মাচ। প্রবেশ মূল্য ১২০১ টাকা। খেলা হবে সেভেন ট্যাঙ্ক-এর কাছে অফিসার মাঠে। বিজয়ী দল পাবে ১৬০০১ টাকা ও ট্রফি, রানার্স দল পাবে ১৪০০১ নগদ অর্থমূল্য ও ট্রফি। তৃতীয় স্থান অধিকারী দল পাবে ১০০১ টাকা এবং ট্রফি, চতুর্থ দল পাবে কেবল মাত্র একটি ট্রফি। এছাড়া প্রতিটি খেলায় ম্যান অফ দ্য ম্যাচ যিনি হবেন তাকেও পুরস্কৃত করা হবে এবং সেরা খেলোয়াড় ও গোলদাতা হিসাবে যারা বিবেচিত হবেন তাদের জন্যে থাকছে পুরস্কারের ব্যবস্থা।

জেলাস্তরে এইভাবে প্রতিভা বিকাশের জন্য ছোট-বড় টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হলে সেখান থেকে অনেক নব্য প্রতিভা বেরিয়ে আসে। যারা আগামী দিনে রাজ্য তথা দেশের নাম রোশন করতে পারে। এই ধরনের প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দিতে রাজ্য এবং জেলা স্তরে ক্রীড়া দফতরেরও এগিয়ে আসা খুবই দরকার। যার ফলে দেশ ও দশের উন্নয়ন সম্ভব।

চ্যাম্পিয়ন হল সোনারপুর রাইসিং

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

সম্প্রতি সোনারপুর বোসপুকুর কলেজ মাঠে সোনারপুর থানার উদ্যোগে ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। এই ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সোনারপুর থানার অধীনে থাকা ৮টি ক্লাব। এই প্রতিযোগিতাটি ছিল একদিনের। শেষ হয় রাত ৯টা নাগাদ। অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলি জগন্নাথপুর স্পোর্টিং ক্লাব, বনহুগলি সবুজ সংঘ, জগদ্দল বান্ধব ব্যায়াম সমিতি, মিত্রপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, বোসপুকুর স্পোর্টস লাভার, রাইসিং সোনারপুর, খেয়াদা রামকৃষ্ণ পাঠাগার, কোদালিয়া তরুণ সংঘ প্রভৃতি। ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয় সোনারপুর রাইসিং ২৫ পয়েন্টে। কাছাকাছি থেকে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে রানার্স হয় জগন্নাথপুর স্পোর্টিং ক্লাব। পুরস্কার তুলে দেন সদ্য বদলি হয়ে আসা সোনারপুর থানার আইসি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন এরপরে সোনারপুরকে নিয়ে বেশ বড় রকমের ফুটবল টুর্নামেন্ট করার ইচ্ছা আছে। আপনাদের সহযোগিতা থাকবে আশা করি। ভলিবল খেলার উদ্বোধন করেন সোনারপুরের বিডিও সুমন

সোনারপুর

মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন উত্তর ও দক্ষিণের বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম ও জীবন মুখোপাধ্যায়, রাজপুর-সোনারপুর পুরপ্রধান পরিষদ সদস্য নজরুল আলি মণ্ডল, এছাড়া সোনারপুর থানার পুলিশ কর্মীরা। ব্যান্ড বাজিয়ে সংবর্ধনা দেওয়ার পর বিভিন্ন রঙের বাজি পুড়িয়ে পুরো মাঠকে আলোকিত করলেন ভলিবলের কর্মকর্তা পিন্টু ঘোষ। খেলা শেষে সোনারপুর থানার আইসি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় সোনারপুর রাইসিং ক্লাবের হাতে তুলে দেন চ্যাম্পিয়নশিপের সুদৃশ্য ট্রফি ও ১২০০০ টাকার চেক। রানার্স জগন্নাথপুর স্পোর্টিং ক্লাবকে দেন নগদ ৮০০০ টাকা ও ট্রফি। এছাড়া ৮টি ক্লাবকে আটটি ট্রফি তুলে দেন সুজয়বাবু, জীবনবাবু ও নজরুলবাবু। সুজয়বাবু প্রত্যেক খেলোয়াড়দের চাঁপা ফুলের রংয়ের ফুলহাতা গেঞ্জি তুলে দেন যাতে লেখা ছিল সোনারপুর থানা ভলিবল প্রতিযোগিতা ২০১৬।

প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কেউ অন্ধ, কেউ মুকবধির, আবার কেউ শারীরিকভাবে অক্ষম। শনিবার ২৭ ফেব্রুয়ারি ইষ্টবেঙ্গল মাঠে ২৭তম সারা রাজ্য বার্ষিক প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর বসে। উদ্বোধন করেন সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলি। এছাড়া ছিলেন ক্রীড়াবিদ জ্যোতির্ময়ী শিকদার, প্রাক্তন ফুটবলার ভাষ্কর গাঙ্গুলি বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক দেবাশিস দত্ত, সিএবির কোষাধ্যক্ষ বিশ্বরূপ দে প্রমুখ। রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলির উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে কাজ করে চলেছে রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী। সারা রাজ্যের ২০টি জেলা থেকে প্রায় ৩৫০০ জন পুরুষ ও মহিলা প্রতিবন্ধী প্রতিযোগী এবারের প্রতিযোগিতায়অংশগ্রহণ করেন। ইভেন্ট ছিল ৯৪টি। লং জাম্প, হাইজাম্প, ৫০ মিটার দৌড়, ১০০ মিটার দৌড়, বল নিক্ষেপ, ট্রাই সাইকেল, ক্র্যাচে ভর দিয়ে দৌড়ে অংশ নেন প্রতিবন্ধী প্রতিযোগীরা। এরই পাশাপাশি এদিন প্রথম দাবা প্রতিযোগিতাতেও ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখান প্রতিবন্ধীরা। ওঁরা কিছুতেই পিছিয়ে নেই। ইংলিশ চ্যানেল জয়ী প্রতিবন্ধী সাঁতারু মাসদর রহমান এঁদের আইডল। তাঁর বই সকল প্রতিযোগীদের দেওয়া হয়।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

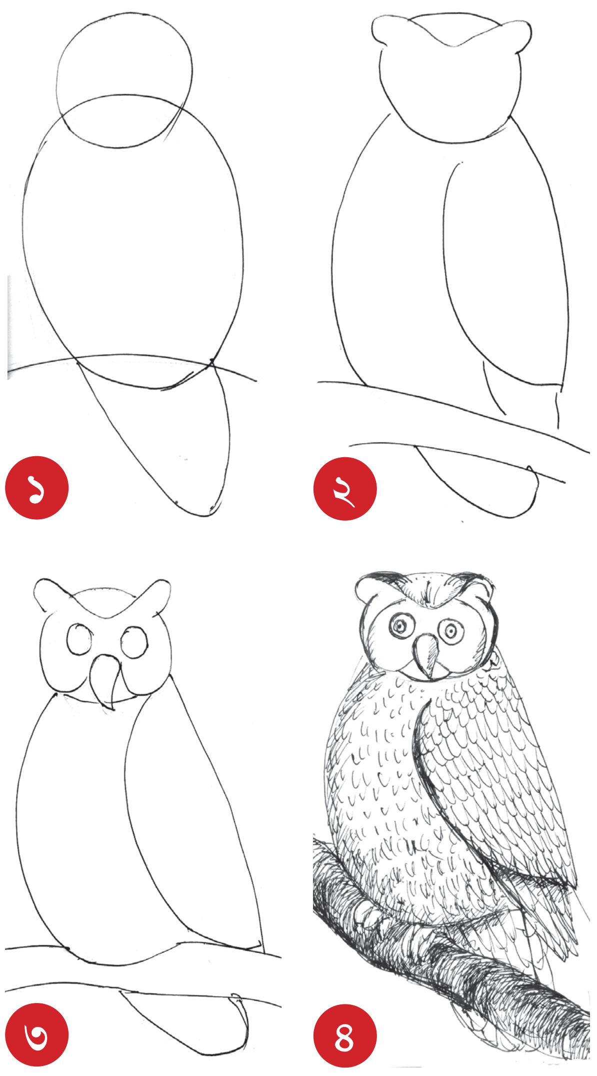

উত্তরণ

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

লন্ডনে থাকতে জোসেফিনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সুদিনের। নামটা ঠিক মত উচ্চারণ করতে পারত না বলে, জোসেফিন ওকে ডাকত ছুডিন বলে। অনেকবার শুধরে দেবার চেষ্টা করে কোনও লাভ না হওয়ায় ওতেই সন্তুষ্ট ছিল সুদিন। অফিসের কাজের ফাঁকে নানা কথা হত দু'জনের। জোসেফিন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করত, তোমরা অত পড়াশুনো কর কী করতে? কখনো বা জানতে চাইতো, কাঁটা চামচ ব্যবহার না করে তোমরা খাও কী ভাবে?

একদিন কথায় কথায় সুদিন বলে ফেলেছিল, ভারতে স্বামীরা মাইনের সব টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়। সেই শুনে জোসেফিন বলেছিল, আয়েম জেলাস অফ দেম! তারপর জানতে চেয়েছিল, তোমার তাহলে চলত কী ভাবে? সংসারে খরচ বা তোমার হাত খরচ?

কেন? যখন যা প্রয়োজন চেয়ে নিতাম।

সে কথা শুনে জোসেফিন বলেছিল, হাউ ফানি!

জোসেফিনের মন্তব্যে সেদিন আশ্চর্য হয়েছিল সুদিন। কিন্তু দেশে ফিরে একদিন যখন শুনল ওর লন্ডনের বন্ধু ডঃ মন্ডলের স্ত্রী জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে সব টাকা তুলে নিজেও অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেদিন সুদিন মনে বড় ব্যথা পেয়েছিল। তবু সুদিনের কোনোদিনই মনে হয় নি যে ওর চন্দ্রিমা এই রকম জঘন্য কাজ কখনো করতে পারে।

অন্য স্বামীরা কী করে, এই কৌতুহলে একদিন এক বন্ধু বিশ্বজিৎকে প্রশ্ন করেছিল। সে জানিয়েছিল, বুঝলি, সাবধানের মার নেই। কখন কার মতি গতি কী হয় বলা তো যায় না, আমি তাই পাশবই আর চেকবই সব নিজের কাছে রাখি। অন্য আর একজন বন্ধু, নাম অনন্ত, তার স্ত্রী চাকরি করে। তাদের আবার অন্য নিয়ম। দু'জনেরই পৃথক অ্যাকাউন্ট, কিন্তু দুটোই জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট, পরস্পরের সঙ্গে। মাসের প্রথমে দু'জনেই সংসারের জন্য টাকা দেয়। কম পড়লে আবার দেয়, বেঁচে গেলে আনন্দ ফূর্তি করে।

এসব দেখে শুনে সুদিনের বার বার মনে হয়, সমাজের এখন অনেক পরিবর্তন আর উত্তরণ হয়েছে। জোসেফিনকে সে কথাটা বলতে পারলে ভাল হত। কিন্তু ওর কোন ঠিকানা বা ফোন নম্বর তো জানা নেই। আচ্ছা, ফেসবুকে খুঁজলে কেমন হয়?

ফেসবুকে খুঁজতে গিয়ে অনেক গুলো জোসেফিনের দেখা পেল। কিন্তু কারও মুখই ঠিক পরিচিত মনে হল না।

উত্তরণের খবরটা আর তাকে বলাই হল না।

ধাঁধা

উৎযাপিতের যত থাকে
তত তারা খুশি,
রান্না করে ফেলে দিলেও
রাগ করে না মাসি।
মেঝেতে বা টেবিলে
থাকে
কখনো বা দেয়ালে,
কেউ বা সিলিংয়ে রাখে।
বলতো কী তাহলে?

গত সংখ্যার উত্তর: বৃষ্টি।

উত্তরদাতা– বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর

এসএমএস-এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ৫-১১ তারিখের মধ্যে ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

জাহ্নবি দত্ত, কেজি টু, বিদ্যাভারতী

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com